উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৭,৩৭৮.৯১ (-২৪১.৩০)
নিফটি : ২৩,৪৪০.০০ (-৮৬.৫০)

শান্তনু-আরাবুলকে সাসপেন্ড
জল্পনার অবসান, শান্তনু সেন ও আরাবুল ইসলামকে দল থেকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। দলবিরোধী কাজের জন্য এমন সিদ্ধান্ত বলে সূত্রের খবর। ৭

পুলিশ সুপারের রিপোর্ট তলব
মালদার খড়গ্রামে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যার পরিবারকে পুলিশি হেনস্তার অভিযোগে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	২৩°	২৪°	২২°	২৭°
সর্বনিম্ন	১১°	১১°	১০°	১২°

২৬ পৌষ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 11 January 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 233

সাদা চোখে সাদা কথায়

নতুন মুখের খোঁজে নিষ্ফল মাথা কোটে রাম, বাম

গৌতম সরকার

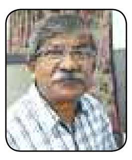

তরুণ মুখ চাই। লাও তো বটে, তারুণ্য কি আর কেনা হয়!

আরও সদস্য চাই। চাইলেই সদস্য পাওয়া যায় নাকি!

দেখে-শুনে রবীন্দ্রনাথের গানটা মনে পড়ে... তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই!

'মনোহরণ চপলচরণ' তারুণ্যে ভরা সোনার হরিণের বড় অভাব!

'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।' নেতৃত্বে তারুণ্য খুঁজছে সিপিএম। বিজেপি হন্যে এক কোটি সদস্যের খোঁজে।

জাঁকিয়ে শীত বাংলায়। ঠান্ডায় স্নান করছে গঙ্গাসাগর। দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা শূন্য। শীত মানে পিঠের গন্ধ। দুয়ারে পৌষ সংক্রান্তি। শীত মানে ইংরেজি নববর্ষ। শীত মানে বসন্তের পদধ্বনি। শীত মানে আগামীর শপথ। সেই শপথ নিতে সিপিএমে এখন সম্মেলন পরব। ব্রাঞ্চ থেকে শুরু। এরিয়া, জেলা, রাজ্য হয়ে পার্টি কংগ্রেসে শেষ হবে। দীর্ঘ সম্মেলন যাত্রা। নতুন কমিটি। নতুন নেতৃত্ব। আর বার্ধক্যের স্থবিরতা নয়। প্রাণচঞ্চলতা চাই। নতুন রক্ত চাই। তাজা প্রাণ।

সিপিএমে থাকতে রেজ্জাক মোল্লা দলে কালো চুল বাড়ানোর সওয়াল করেছিলেন। তিনি সিপিএমে নেই। সিপিএম এখন কালো চুলের জন্য মরিয়া। কমিটিতে ৩১ বছরের ঊর্ধ্বে কত সদস্য রাখতে হবে, তার আইন হয়েছে। শুধু আইন দিয়ে কি হয়! হয় না। সিপিএমের সদ্য কলকাতা জেলা সম্মেলনের রিপোর্ট তার অকাট্য প্রমাণ। ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০১৫-তে দলে ৩১ বছরের *এরপর দশের পাতায়*

বেগুনের ত্রিভুজে সুপারহিট গৌড়বঙ্গ

রণবীর দেব অধিকারী

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : তুলাইপাঞ্জির ধাত্রীভূমি রায়গঞ্জের বিঘোরের বেগুন নিয়ে গর্বের শেষ নেই। তা কেমন স্বাদ এই বেগুনের? রায়গঞ্জের কাউকে টোকা মারলেই নির্ঘাত উত্তর আসবে, পেঁজা তুলোর মতো তুলাইপাঞ্জি চালের তুলতুলে ভাত, বিঘোরের বেগুন ভাজা আর একটুখানি খাঁটি ঘি। ব্যস, আহারে-বিহারে ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে আপনিই তখন রাজা। বিঘোরের বেগুনের স্বাদই এমন। পাহাড় থেকে সাগর- যে খেয়েছে, সে-ই মজেছে।

শুধু কি বিঘোরের বেগুনই চমকে দিচ্ছে? তা নয়।

তিন বেগুনের তিন গাঁ। নবাবগঞ্জ, আশাপুর ও বিঘোর। শীতের মরশুমে এই তিন জায়গার বেগুনই বাজার দাপাচ্ছে গৌড়বঙ্গ জুড়ে। আকারে, ওজনে, স্বাদে, গন্ধে একে অপরকে টেক্কা দিলেও তাদের চাহিদা অবশ্য এলাকা অনুসারে ভিন্ন। স্বাদ নিয়েও নানা মুনির নানা মত। তবে এ তর্ক চিরকালীন। ওই যে, কথায় বলে 'আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।'

ইদানীং রাজধানী কলকাতাতেও তার কদর তুঙ্গে। সাধারণ 'ক্যালকাটানরা' তো বটেই, এই বেগুনের স্বাদে দিওয়ানা হয়েছেন প্রখ্যাত গায়িকা লোপামুদ্রা মিত্রও।

'বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ'-এর গায়িকা বিঘোরের বেগুন-প্রেমে এতটাই ব্যাকুল যে ইস্টবস্তুটির নাগাল না পেয়ে সমাজমাধ্যমে 'সন্ধান চাই' বলে পোস্টার সেঁটেছেন। শিল্পীর এমন বেগুনবিলাস দেখে তাঁর ফ্যানরাও সুর মিলিয়েছেন বিঘোরের বেগুনের গুণগানে।

সুস্বাদু এই বেগুনের আঁতুড়গ্রাম বিঘোর আদতে বিহারের বারসই থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। গ্রামের পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্বে নাগর। এই দুই নদীর অববাহিকার উর্বরা পলি ভূমিতেই ফলছে সেই মনমোহিনী বেগুন। যার একেকটির ওজন সাতশো থেকে দেড় কিলোগ্রাম গ্রাম পর্যন্ত। গ্রামের চাষি রঞ্জিত পাল জানালেন, 'প্রতি বছর বিঘোর ও আশপাশের গ্রামগুলির অন্তত ১০০ বিঘা জমিতে এই বেগুনের চাষ হয়। বীজ কম থাকায় বিঘোরের বেগুনের শাঁস খুব মোলায়েম ও সুস্বাদু।' রায়গঞ্জের বাজারে সিজনের শুরুতে ১৫০-১৮০ টাকা দরে বিকিয়েছে বিঘোরের বেগুন। বিঘা প্রতি সব খরচ বাদ দিয়েও লক্ষাধিক টাকা আয় হয় চাষিদের। গত কয়েকবছর ধরে নাগর ও মহানন্দা তীরবর্তী উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ও ইটাহার ব্লকের বেশ কিছু গ্রামেও বিঘোরের বেগুনের চাষ হচ্ছে। যদিও এবছর ভাইরাল ব্যধিতে ফলন খারাপ বলে চাষিদের মন খারাপ।

মালদা ও মুর্শিদাবাদের মানুষের কাছে আবার নবাবগঞ্জের বেগুনই সেরা। *এরপর দশের পাতায়*

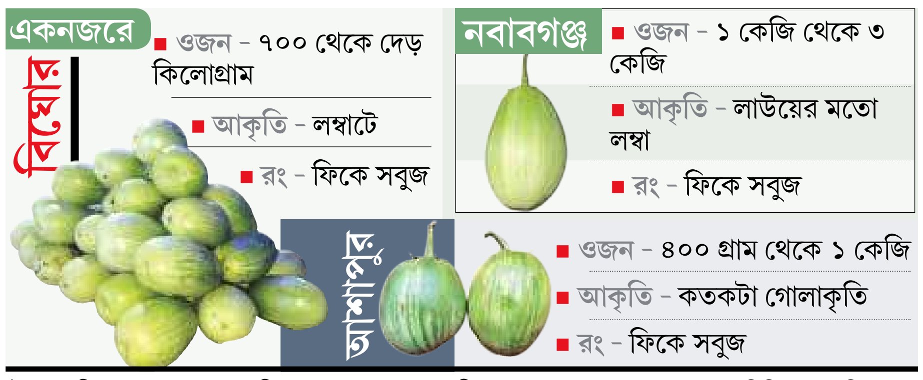

বক্সীর ছেলের স্কুলে বিতর্ক

র‍্যাপে বিকৃত 'জনগণমন'

স্কুলের মঞ্চে বিকৃতভাবে চলছে জাতীয় সংগীত। শুক্রবার রতুয়ায়।

শেখ পান্না

রতুয়া, ১০ জানুয়ারি : লজ্জায় অবনত হয়ে যাওয়ার কথা। ঘটনার অভিঘাতে। কারণ, ঘটনাটাই এরকম। বেসরকারি স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া হল র‍্যাপ গানের স্টাইলে। সেই স্কুল আবার তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সীর ছেলে তথা মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রিয়াজুর করিম বক্সীর। বাবা-ছেলে মিলেই ওই স্কুল চালান।

নিন্দাজনক ওই ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। শাসকদলের জেলা সভাপতির সাফাই, ঘটনার সময় তিনি সেখানে ছিলেন না। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখছেন। বিজেপির তরফেও গোটা ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে।

বক্সী পরিবারের পিতা-পুত্রের উদ্যোগে গত ৪ জানুয়ারি থেকে রতুয়া থানা মাঠে 'আমার মেলা' নামে একটি শিক্ষামূলক মেলার আয়োজন করা হয়। সেই মেলা শেষ হয় ৯ জানুয়ারি। নিজেদের স্কুলের ব্যানারেই এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার রাতে ওই মেলার মঞ্চে গান গাওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল মানিকচক থানার গায়ক মোসাব্বার হোসেনকে। তিনি যেভাবে মঞ্চে ভারতের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেছেন, তা নিয়েই দেখা দিয়েছে বিতর্ক। ইতিমধ্যে সেই গানের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক আকাশনীল চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'ওই মঞ্চে জাতীয় সংগীতকে বিকৃত করা হয়েছে। ভীষণ লজ্জাজনক। সব গানকে র‍্যাপ ভার্সনে গাওয়া যায় না। এটা সমাজের কাছে ভুল বার্তা পাঠাচ্ছে। এনিয়ে আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত।'

চাঁচলের বাসিন্দা দীপক চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'জাতীয় সংগীতকে নিয়ে যেভাবে ছেলেখেলা করা হয়েছে তাতে আমি আশ্চর্য। এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ। জাতীয় সংগীতকে নিয়ে আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারি না। আরও বড় বিষয়, যারা সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন *এরপর দশের পাতায়*

আরও খবর
পাঁচের পাতায়

ফিরল দুই ভাইকে হারানোর স্মৃতি

বাড়ল তজমুলের তিন রক্ষী

স্মরণসভায় আসছেন সুব্রত বক্সী-জয়প্রকাশ

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

প্রকাশ্যে ছাত্রীকে অপহরণ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : একে শীতের সকাল। তারপর ঘন কুয়াশা। আলোআঁধারি পরিবেশে রাস্তায় হাতেগোনা লোক। যানবাহনও কম। গাড়িগুলো হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

শীতগ্রামে শুক্রবার সকালে সাইকেল চালিয়ে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী যাচ্ছিল টিউশন পড়তে। কোথা থেকে তার পাশ দিয়ে দুই তরুণ ধীরগতিতে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতেই শুরু হয় ইভটিজিং। একদিকে অস্বস্তি অন্যদিকে ভয়- নাবালিকা ক্রমশ গুটিয়ে যেতে শুরু করে। একসময় দুই তরুণ তাকে তাদের বাইকে ওঠার প্রস্তাব দেয়। নাবালিকা অস্বীকার করলে একজন বাইক থেকে নেমে সাইকেল থামিয়ে চিলের মতো তুলে তাকে নিয়ে বাইকে বসিয়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যায়। নাবালিকার চিৎকার শুনে পথচলতি কয়েকজন বাইকটিকে থামাতে গিয়ে ফিরে আসে। কারণ, বাইকের গতি।

ঘটনাক্রম

- শীতগ্রামে শুক্রবার সকালে সাইকেল চালিয়ে টিউশনি পড়তে যাচ্ছিল ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী
- দুই তরুণ তাকে বাইকে ওঠার প্রস্তাব দেয়, না শুনলে জোর করে তুলে নেয়
- এই ঘটনায় মনজুর আলম সহ দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়

এমন এক হাড়হিম করা ঘটনার সাক্ষী রইল শীতগ্রামের শীতের সকাল। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় তরুণ মনজুর আলম সহ দুইজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দুইয়ের বাড়ি মহারাজপুরে। অভিযুক্তদের মোবাইল ট্র্যাক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নাবালিকার বাবা পটল মহম্মদ বলেন, 'এর আগেও মেয়েকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল অভিযুক্ত তরুণ। কিন্তু আমরা রুখে দাঁড়ালে ওরা মেয়েকে অপহরণ করতে পারেনি। এদিন সকালে পড়তে যাওয়ার মেয়েকে ওরা তুলে নিয়ে চলে যায়।'

মেয়ে অপহরণে আতঙ্কিত মা সাবিনা বেগম। এমন ঘটনা ঘটতে পারে, সেটা কল্পনাও করতে পারছেন না তিনি। এত বছর ধরে টিউশন যাচ্ছে মেয়ে। কয়েকদিন বাদেই মাধ্যমিকের পরীক্ষা। তার মধ্যে মেয়েকে দুষ্কৃতীরা অপহরণ করল। ধাতস্থ হতে পারছেন না তিনি। সাবিনা বেগম বলেন, 'মেয়ের কী হবে, মেয়ে কীভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে? ভীষণ চিন্তায় রয়েছি।' মায়ের প্রশ্ন - মেয়েকে ওরা মেরে ফেলবে না তো? সেই আশঙ্কায় রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়েছি জানিয়ে সাবিনা বলেন, 'পুলিশ আমার মেয়েকে উদ্ধার করুক। আমার মেয়েটা পরীক্ষা দিতে পারে। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।' পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'একটি অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

ধৃতদের মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে (বামে), আইনজীবীর পোশাকে চৈতালি। শুক্রবার মালদায়। - অরিন্দম বাগ ও স্বরূপ সাহা

কল রেকর্ড যাচাইয়ে হবে ধৃতদের ভয়েস টেস্ট

বাবলা খুনের অস্ত্র উদ্ধার

শুনানির কথা

- নন্দু তিওয়ারি ও স্বপন শর্মার পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর
- ধৃতদের জেরার পর একটি পিস্তল, দুটি ওয়ান শটার, সাতটি তাজা কার্তুজ ও অভিযুক্তদের জামাকাপড় উদ্ধার

"অমিত রজকের হেপাজত থেকে একটি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। সেই মোবাইলকে আমরা ইলেক্ট্রনিক এভিডেন্স হিসেবে তুলে ধরব। আরও তদন্তের স্বার্থে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল, আদালত তা মঞ্জুর করেছে।

দেবজ্যোতি পাল, এপিপি

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১০ জানুয়ারি : জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি দুলাল সরকারকে খুনের ঘটনায় মূলচক্রী হিসেবে ধৃত নন্দু তিওয়ারি ও স্বপন শর্মার পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করল আদালত। পাশাপাশি হাইপ্রোফাইল ওই হত্যাকাণ্ডে টিঙ্কু ঘোষ, সামি আক্তার, অভিজিৎ ঘোষ ও অন্যান্যদের জেরা করে একটি ৯ মিলিমিটারের পিস্তল, দুটি ওয়ান শাটার, সাতটি তাজা কার্তুজ ও ঘটনার সময় অভিযুক্তদের জামাকাপড় উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের ভয়েস টেস্ট হতে পারে।

আপাতত মালদার হাইপ্রোফাইল কেস হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে ২ জানুয়ারি ২০২৫-এর ইংরেজবাজার থানার কেস নম্বর ১০/২৫। সকাল থেকেই আদালত চত্বরে বেশ উত্তেজনা ছিল। ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়ে আসার আগে থেকেই ভিড় জমেছিল আদালত চত্বরে। পুলিশের ভিড় সরানো দেখে অনেক আইনজীবী বলে বসেন, 'গেস্ট আসছেন না সেলিব্রিটি?' কেসের শুনানি শোনার জন্যও সিজেএম কোর্টে ভিড় জমিয়েছিলেন অনেকে। আদালত চত্বরে ছিলেন দুলালবাবুর স্ত্রী চৈতালি সরকারও।

অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর আদালতে বলেন, 'এই ঘটনায় আগেই পাঁচজনকে ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধৃতদের আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদে একটি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। সেই মোবাইলে ঘটনার আগে ও পরের কথোপকথন রয়েছে। ধৃত স্বপন শর্মার একাধিক ক্রিমিন্যাল রেকর্ড রয়েছে। দিনের পর দিন কেসের অনেক তথ্য উঠে আসছে। সেই কারণে কেসের ইনভেস্টিগেশন অফিসার ধৃত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মার আরও পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করছেন।'

ধৃত স্বপন শর্মার তরফে ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সেলের আইনজীবী সওয়াল করেন, 'অভিযুক্তের পুরোনো মামলা দেখে কি হবে? এই ঘটনায় তাঁর কি যোগ রয়েছে? এর আগেও যে কারণ দেখিয়ে পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল, আজও সেই কারণ *এরপর দশের পাতায়*

আদালতে আইনজীবী চৈতালি

মালদা, ১০ জানুয়ারি : বাবলা সরকার খুন মামলায় আইনজীবীর ভূমিকায় থাকছেন স্ত্রী চৈতালি সরকার। বাবলা খুনে ধৃত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মাকে শুক্রবার দ্বিতীয়বারের জন্য মালদা জেলা আদালতে সিজেএম-এর এজলাসে তোলা হয়। চৈতালি সেখানে পুরো শুনানি প্রক্রিয়ায় শামলা গায়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আইনজীবী পরিচয় থাকলেও সদ্য স্বামী হারানো এবং শেষকৃত্য সেরে ওঠা চৈতালিকে পেশাদারি বেশে আদালতে দেখে অনেকেই হতবাক হয়ে যান । এদিন অবশ্য কোর্ট রুমের ভেতর দুইহাতে মাথা চেপে নিশ্চুপ থাকলেও পরে বলেন, 'শুনানিকে কে কীভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে সেটাই দেখতে আসা। স্বামী হত্যারকাণ্ডের শেষ দেখতে হলে তো আমাকে আদালতে থাকতেই হবে।'

বাবলা খুনের পরেই চৈতালি দাবি করেছিলেন, পেছনে বড় মাথা রয়েছে। একমাত্র দল চাইলেই সেটা প্রকাশ্যে আসা সম্ভব। নইলে অসংখ্য কেসের মতোই মূলচক্রী আড়ালে থেকে যাবে। সেই সঙ্গেই বলেছিলেন তিনি শেষ দেখে ছাড়বেন। এবার স্বামীর *এরপর দশের পাতায়*

তিন জেলার সীমান্তেই নিত্যনতুন ঝামেলা

কোথাও বেড়া বাঁধার কাজে বাধা দিল বিজিবি, কোথাও কৃষকদের চাষের কাজে গিয়ে হুমকির মুখে পড়তে হল চাষিদের। আবার কোথাও কুয়াশার সুযোগে কাঁটাতার কেটে পাচারের চেষ্টা বানচাল করল বিএসএফ।

এবার চাষে বাধা, তপ্ত হেমতাবাদ

অস্থির বাংলাদেশ

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১০ জানুয়ারি : সীমান্তবর্তী এলাকায় চাষের সময় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের অত্যাচার ও বাধা দেওয়ার অভিযোগের জেরে শুক্রবার দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মধ্যে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হল হেমতাবাদের চৈনগর ও মকরহাট এলাকায়। সূত্রের খবর বিজিবি কৃষকদের গবাদিপশু কেড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। বিএসএফ দিনভর ফ্ল্যাগ মিটিং করে সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হলেও বিজিবির একগুঁয়ে মনোভাব রীতিমতো চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এক আধিকারিক বলেন, সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন নিয়মকানুন রয়েছে। যেটা সকলকে মেনে চলা উচিত। নিয়ম মেনে চাষিদের গেট পেরিয়ে জমিতে যেতেও যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেদিকেও লক্ষ রাখা হয়। বিজিবিকেও সতর্ক করা হয়েছে।

বিএসএফ সূত্রে দাবি, শুক্রবার সকাল থেকেই জিরো পয়েন্টে গোলমাল পাকানোর মতলবে ছিল বিজিবি। সে দেশের বেশ কয়েকজন বাসিন্দাদেরও ঘটনাস্থলে নিয়ে এসে সীমান্তের ওপারের চাষিদের সঙ্গে ঝামেলা বাঁধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয় বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীর দাবি, চাষের মরশুমে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার গেট সারাদিন খুলে রাখা হোক। কারণ গেটে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি থাকায় চাষের কাজে যেতে সমস্যা হয়। কৃষকরা চাইছেন, যেসব কাঁটাতারের বেড়ার গেট পার হয়ে জমিতে যেতে হয়, সেইসব গেটগুলি চাষের মরশুমে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খুলে রাখা হোক। সেই সঙ্গে তাঁরা বিএসএফের পাহারার দাবি করেছেন।

জমিতে চাষের জন্য এইসব গেটগুলি প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর খোলা ও বন্ধ করা হচ্ছে। বরাবর এই নিয়মেই *এরপর দশের পাতায়*

শিবরামপুরে কাজ থামাল বিজিবি

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১০ জানুয়ারি : বালুরঘাট ব্লকের শিবরামপুর সীমান্তে কাঁটাতারের ঘেরা নিয়ে বিএসএফ- বিজিবি বিবাদ তুঙ্গে। শুক্রবার কাঁটাতারের বেড়া ঘেরার কাজ থামাল বিজিবি। সীমান্তে তপ্ত পরিস্থিতি, আতঙ্কিত এলাকাবাসী। ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা বালুরঘাট থানার শিবরামপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে।

শিবরামপুর বিওপি এলাকায় প্রায় ২০০ মিটার উন্মুক্ত সীমান্ত ছিল। বৃহস্পতিবার থেকে এলাকার উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে বিএসএফ। *এরপর দশের পাতায়*

'পাচার' বানচাল বামনগোলায়

অস্থির বাংলাদেশ

এম আনওয়ারউল হক ও স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বৈষ্ণবনগর ও হবিবপুর, ১০ জানুয়ারি : সীমান্তে অশান্তি যেন পিছু ছাড়ছে না। বুধ-বৃহস্পতিবার অশান্তির পরেও শুক্রবার শুরু হল না কাঁটাতার তৈরির কাজ। বিএসএফ ও বিজিবির মিটিংয়ের পরেও কেন তার বাঁধার কাজ শুরু হল না। এদিকে, বৈষ্ণবনগর সীমান্তে এই অশান্তির মধ্যেই বামনগোলা ব্লকের খুটাদহ সীমান্তে কাঁটাতার কেটে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল পাচারকারীরা। কিন্তু, বিএসএফের চেষ্টায় সেই কাজ সফল হয়নি। উদ্ধার হয় গবাদিপশু ও ধারালো অস্ত্র।

বৈষ্ণবনগর থেকে মন্ডায় হয়ে কুম্ভীরা বাঁধ দিয়ে যেতে যেতে দু'ধারে সর্ষের খেত। এসব দৃশ্য পেরিয়ে শুকদেবপুর শবদলপুর এলাকা। এখানেই মরা গঙ্গার কিছু অংশে কাঁটাতারে বেড়া নেই। প্রায় অসুরক্ষিত হয়ে রয়েছে। সেনিয়েই দুই দেশের স্নায়ুচাপ বেড়েছে। শবদলপুর ঢুকতেই সুবল মণ্ডলের দোকানে চা খাচ্ছিলেন সোমনাথ মণ্ডল, রাজেশ মণ্ডলরা। সোমনাথ একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক। কথায় কথায় জানালেন, 'কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য সীমান্ত লাগোয়া এই গ্রামের প্রায় ২০ জন বাসিন্দাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কর্মী হিসেবে তাঁরা যখন সেখানে কাজ করছিলেন, বাংলাদেশের সেনা সেই সময় তাঁদের বাধা দেয়, হুমকি দেওয়া হয়।'

স্থানীয় শ্রমিক যারা কাজে গিয়েছিলেন, তাঁদের একজন সুজয় মণ্ডল। বললেন, 'বিজিবি আমাদের বলে কাজ বন্ধ করো, নইলে গুলি মারতে বাধ্য হব।'

বিএসএফ-এর দাবি, বিএসএফ ও বিজিবির চারবার মিটিং হয়েছে। বিজিবির কড়া আপত্তির জেরে তাঁরা এই কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

বৈষ্ণবনগর থানার বাখরাবাদের শুকদেবপুর-শবদলপুর গ্রাম। ওপারে বাংলাদেশ চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ এলাকা, বিষণপুর, বিশ্বপুর গ্রাম। সীমান্ত লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দারা রয়েছেন, তাঁরা পর্যন্ত সেখান থেকে চিৎকার করছিলেন, বিজিবিকে সমর্থন করেছিলেন। কোনওভাবে সীমানা তৈরি করা যাতে না যায়, তার জন্য তারা সোমবার থেকেই ইন্ধন জোগাচ্ছেন। গতকাল কাজ সারাদিন হয়নি। এদিনও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি।

ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে ক্রস বর্ডার ক্রাইম থেকে শুরু করে অনুপ্রবেশ ও বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয় বলে খবর। যদিও সরকারিভাবে তারা কিন্তু স্বীকার করেননি। কাঁটা তারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে সেখানে কোনও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী। কিন্তু এলাকার মানুষের প্রশ্ন মিটিং থেকে যদি কোনও সিদ্ধান্ত হয়। তাহলে এখানে কাঁটাতারের কাজ দেওয়ার কাজ হচ্ছে না কেন? তাহলে কি কালকে বিজিবি-বিএসএফের *এরপর দশের পাতায়*

মৎস্য মারিব খাইব সুখে

দুই কিশোরী মাছ নিয়ে বাড়ির পথে। শুক্রবার বালুরঘাটের গোফানগরে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

মালদা-বালুরঘাটে পারদ নামতে পারে ৮ ডিগ্রিতে

ওপারের তেঁতুলিয়া চমকে দিচ্ছে ঠান্ডায়

সাজাহান আলি

পতিরাম, ১০ জানুয়ারি : গৌড়বঙ্গে জাঁকিয়ে শীত পড়ার কথা মাঝিয়ান বারবার বলছে, তবুও শীতের তীব্রতা ১০ ডিগ্রির নীচে নামছে না। কিন্তু পড়শি দেশে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় শীতের পারদ নেমেছে ৭ এরও নীচে। তবে আশার আলো দেখিয়েছে মাঝিয়ান। এমন অবস্থায় মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দুটি জেলায় শীতের তীব্রতা আরও কিছুটা বৃদ্ধির পূর্বাভাস জানাল শুক্রবার। এদিন প্রেরিত আবহাওয়া বার্তায় বলা হয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে যেতে পারে ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। অন্যদিকে, মালদা জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০-১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার কথা। দুটি জেলাতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকতে পারে। এই সময় উভয় জেলাতে উত্তর, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রতি ঘণ্টায় দুই থেকে আট কিলোমিটার বেগে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী পাঁচ দিন হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা হতে পারে। সেক্ষেত্রে দৃশ্যমানতা ৫০ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সম্ভাবনা রয়েছে ৬১-৬৬ ও ৩৬-৩৯ শতাংশের মতো।

মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের নোডাল অফিসার ডঃ জ্যোতির্ময় কারকমা বলেন, 'আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় শীতের তীব্রতা আরও কিছুটা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এরফলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে নেমে যেতে পারে।'

আঙুল কাটল মিলের করাতে

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : পাতি মিলে কাজ করতে গিয়ে হাতের চারটি আঙুল খোয়া গেল এক শ্রমিকের। শুক্রবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার পতিরাজপুর গ্রামে। জখম ওই শ্রমিকের নাম তপন দাস (৩৫)। বাড়ি ইটাহার থানার সাহাভিটা গ্রামে। রায়গঞ্জ মেডিকেলের শল্য চিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ বলেন, 'চারটি আঙুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপারেশন করে বাদ দিতে হয়েছে।'

আজ টিভিতে

র‍্যাপটরস বিকেল ৫.৩৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.৩০ কি করে তোকে বলবো, সন্ধে ৭.২৫ সেন্টিমেন্টাল, রাত ১০.০৫ হিরো

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ সুইৎজারল্যান্ড, দুপুর ২.৩০ গীত সংগীত, বিকেল ৫.০০ বাবা কেন চাকর, রাত ৯.৩০ দাদার কীর্তি, ১২.০০ বাঞ্ছারামের বাগান

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জন্মদাতা, দুপুর ১.০০ নায়ক-দ্য রিয়াল হিরো, বিকেল ৪.০০ সূর্য, সন্ধে ৭.৩০ অন্নদাতা, রাত ১০.৩০ দুজনে, ১.০০ চার অধ্যায়

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বাঘিনী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহাগুরু

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ স্টুডেন্ট নম্বর ওয়ান

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.২৪ আজব গজব লভ, দুপুর ২.০০ আজহার, বিকেল ৪.৩০ বাদশাহ পরেলওয়ান, সন্ধে ৬.৫৫ বাদব রাসকাল, রাত ৯.০০ বিবি নম্বর ওয়ান, ১১.৪৫ চার্মস বব

মুভিজ নাও : দুপুর ১২.৩৫ রকি-থ্রি, ২.১৪ জুমানজি-দ্য নেক্সট লেভেল, বিকেল ৪.১৪ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, ৫.৪১ সল্ট, সন্ধে ৭.১৯ লেক প্লাসিড ভার্সাস অ্যানাকোন্ডা, রাত ৮.৪৫ ইনটু দ্য ব্লু

বেপরোয়া দুর্গা কি জানতে পারবে ওর আসল পরিচয়?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০
জি বাংলা

বাদশা- দ্য ডন
রাত ৯.৩০ কালার্স বাংলা

দাদার কীর্তি
রাত ৯.৩০ জি বাংলা সিনেমা

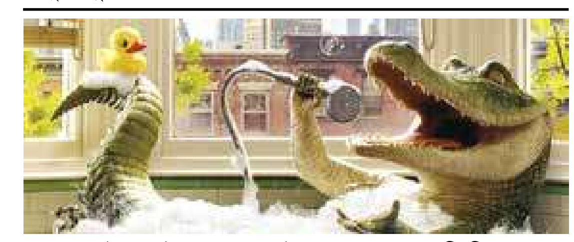

লাইল লাইল ক্রোকোডাইল রাত ৯.০০ সোনি পিক্স

২০টি কচ্ছপ সহ গ্রেপ্তার এক

বালুরঘাট, ১০ জানুয়ারি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বৃহস্পতিবার রাতে বালুরঘাট থানার কামারপাড়া হাটে অভিযান চালিয়ে ২০টি কচ্ছপ সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম সাগর মালি(২৫)। তাঁর বাড়ি হিলির বালুপাড়ায়। শুক্রবার তাঁকে বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলা হবে। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি বালুরঘাট বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কোথা থেকে ওই কচ্ছপগুলি কামারপাড়া হাটে নিয়ে আসা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

বৃহস্পতিবার ও রবিবার বালুরঘাট ব্লকের কামারপাড়ায় হাট বসে। জেলার বড় হাটগুলির মধ্যে অন্যতম কামারপাড়া হাট। বৃহস্পতিবার রাতে এই হাটেই গোপনভাবে কচ্ছপ বিক্রি করা হচ্ছিল। দুটি বস্তায় করে কচ্ছপ বিক্রি করা হচ্ছে খবর পেয়ে অভিযান চালায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। অভিযানে ২০টি কচ্ছপ সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া এক একটি কচ্ছপের ওজন প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রামের মধ্যে।

চোর অভিযোগে ধৃত মহিলা

বালুরঘাট, ১০ জানুয়ারি : চোর সন্দেহে এক মহিলাকে মারধর করার অভিযোগ উঠল গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার এমনই এক ঘটনা ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের ডুমুইর এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরে ওই মহিলাকে বালুরঘাট থানার পুলিশের হেপাজতে দেওয়া হয়। সম্প্রতি অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতের নানা গ্রামে ভিক্ষা করতে বেরোনো এক মহিলার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উঠেছিল। মোবাইল ও অন্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন ওই মহিলা বলে জানা যাচ্ছিল। গত বুধবার অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতের শংকরপুর এলাকার এক গৃহস্থ বাড়িতে এমন চুরির ঘটনা সিসিটিভিতে বন্দি হওয়ার পর ওই মহিলাকে চেনা যায় বলে জানা গিয়েছে। এদিন ওই মহিলাকে ডুমুইর এলাকায় ভিক্ষা করতে দেখা গেছে বলে খবর পেয়ে, মালঞ্চা এলাকা থেকে টোটো করে প্রচুর মহিলা ছুটে যায়। ওই ভিক্ষাজীবী মহিলাকে আটক করে, তার কাছ থেকে বেশ কয়েকটি কাঁসার থালা ও অন্য সামগ্রী আটক করা হয়। পরে তাকে বালুরঘাট থানার পুলিশের হাতে দেওয়া হয়।

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide e-NIT No. e-NIT No: **BANARHAT/BDO/NIT-004/2024-25.** Last date of online bid submission **24/01/2025 Hrs 06:00 P.M.** respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO, Banarhat Block

TENDER NOTICE
Sealed and superscribed tenders are invited for sale of 35 litchi trees for one year from bonafide merchants. For details visit ctri.icar.gov.in
Sd/-
Head, ICAR-CTRI Research Station Dinhata, Cooch Behar

Distribution of Shop
Applications are invited from interested person/entities/institutions/companies within Rajganj Block area for distribution of shop (General & IMDP) in front of Rajganj Panchayat Samiti. Last date of issue of application form to the eligible applicant is on 16.01.2025 upto 05.00 pm. Details will be available on all working days from 11:00 am to 05:00 pm at the office of the undersigned.
Sd/- Prasanta Barman, W.B.C.S. (Exe.), Executive Officer
Rajganj Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১৮৩-১৮৭-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ০৭.০১.২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্রমিক নং ১, টেন্ডার নং ১৮৩-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-২ শাখায় বরাহাট-বাঁকার মধ্যে টিআরআর(পি) ০.৪৩০ টিকেএম এবং বরাহাট-বাঁকা ও বরাহাট-দুমকার মধ্যে টিএফআর ৬০.৯৭ টিকেএম কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ১,৪১,২১,০০৭.১৮ টাকা। ক্রমিক নং ২, টেন্ডার নং ১৮৪-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-১-এর শাখায় কহলগাঁও-ভাগলপুর আপ ও ডাউন এবং ভাগলপুর-বরাহাট সিঙ্গল লাইন শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ সিটিআরপি ম্যানুয়াল ১.৮ টিকেএম, সিটিআরএস ৮.২৫ টিকেএম, টিআরআর ০.২৮৬ টিকেএম ও টিএফআর ০.৬ টিকেএম কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ১,১২,৯৮,৬৬৮.৪৪ টাকা। ক্রমিক নং ৩, টেন্ডার নং ১৮৫-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-৩/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে সুলতানগঞ্জ স্টেশনে লং হেইল ল্যুপ লাইনের ব্যবস্থা করার সাথে যুক্ত সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ২,৮৯,৪৩,১৫৬.৫৮ টাকা। ক্রমিক নং ৪, টেন্ডার নং ১৮৬-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-৩/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে বারিয়ারপুর স্টেশনে আপ ডিরেকশনাল ল্যুপের ব্যবস্থা করার সাথে যুক্ত সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ১,৮২,৮২,০৭০.৫১ টাকা। ক্রমিক নং ৫, টেন্ডার নং ১৮৭-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-৩/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে আকবরনগর স্টেশনে আপ ডিরেকশনাল ল্যুপের ব্যবস্থা করার সাথে যুক্ত সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ১,৮৫,৩৮,২০৬.৪২ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৯.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি। (MLD-187/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited vide eNIT No.-24(e)/BDO/K-I of 2024-2025, Date-08.01.2025 by the BDO, Kaliachak-I Dev. Block, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. Of West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website **www.wbtenders.gov.in/www.malda.gov.in** for details. Last date of Tender submission 23.01.2025 upto 15:00 hours.
Block Development Officer
Kaliachak-I Dev. Block, Malda

e-TENDER NOTICE
Tender Reference No.
CGEC/NIT-16(a)/2024-25,
CGEC/NIT-16(b)/2024-25,
CGEC/NIT-16(c)/2024-25,
CGEC/NIT-16(d)/2024-25,
CGEC/NIT-16(e)/2024-25
Conduction of 5 (Five) No.s of Nirman Sahayak Programmes. For details visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- (Dr. Prabal Deb)
Principal
Cooch Behar Government Engineering College

নিউ বঙাইগাঁওয়ে বড় সংস্কারের কাজ
টেন্ডার নং. : আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৫৭, তারিখ : ০৮-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙাইগাঁওয়ে ১৪০০ এইচপি সিজিএল এবং বিএইচইএল -এর তৈরি ট্র্যাকশন মোটরের বড় আকারের সংস্কারের কাজ, পরিমাণ- ৭৮টি। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৪,৫৫,৩৬,৯৩৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৬৭,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
সিডব্লিউএম, নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টেন্ডার নং. এন_১১_এইচকিউ_আইডিএস_২০২৪-২৫ এর জন্যে সংশোধনী নং. ১
টেন্ডার নোটিস নং. এন.১১.এইচকিউ.২০২৪-২৫। কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া মণ্ডলে সুরক্ষা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে ট্র্যাকিং এবং লেভেল ক্রসিং এলার্টের সঙ্গে হাতীর চলাচল সনাক্তকরণের অর্থে হস্তী অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৪-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। সংশোধনীর বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।
মহাপ্রবন্ধক (এসএন্ডটি), মালিগাওঁ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকের সেবায় সর্বদা"

Tender Notice
E-tenders are invited for : Installation of leaded Doors and taking out Ventilations from X-Ray Unit, Kalimpong District Hospital. Rambi Rural Hospital & Pedong Rural Hospital, Kalimpong, GTA. (Tender ID : 2025_HFW_798826_1; 2025_HFW_798826_2; 2025_HFW_798826_3) (Last Date : 18.01.2025) within 05:00 PM.
For details visit : www.wbtenders.gov.in
The CMOH Office, Kalimpong
Email : cmohkalimpong@gmail.com
Sd/-
CMOH & member Secretary, DH & FW Samity, Kalimpong

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB/BLOCK/BDO/17/MATIALI/2024-25
Last date of online bid submission: 10-01-2025 at 12:00 hrs.
For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in** .
Sd/-
Block Development Officer
Matiali, Jalpaiguri

মালিগাওঁএ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সেবার প্রদান
ই-টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০২ তারিখঃ ০৬-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/বি-এইচ/পিএমএস/২০২৪/১৪। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) বালুরঘাট-হিলি নতুন ব্রডগেজ রেলপথ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত বালুরঘাট-কামারপারা খণ্ডের (দৈর্ঘ্যঃ ১৩.৭৮৭ কিলোমিটার) নতুন সিঙ্গল ব্রডগেজ লাইনের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, বৈদ্যুতিকরণ কাজ এবং সিগন্যালিং কাজের জন্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সেবার প্রদান। টেন্ডার রাশিঃ ৩,৬৪,৩৮,৮২৩.৯২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৩২,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৪-০২-২০২৫ তারিখে ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাওঁ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"গ্রাহকের সেবায় সর্বদা"

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১৬৩, ১৮২-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ০২.০১.২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্রমিক নং ১, টেন্ডার নং ১৬৩-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/৩/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/জামালপুর-২-এর জামালপুর-কিউল শাখায় সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ পিকিউআরএস ও ম্যানুয়াল দ্বারা আপ/এল-তে ৩৮৪.৯০০-৩৮৮.৪০০ = ৩.৫ কিমি সিটিআর(পি), সিটিআর(এস) ৯ টিকেএম, টিআরআরএস ৪.৪৮১ টিকেএম কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ১,৫০,২৬,৫৫১.২৫ টাকা। ক্রমিক নং ২, টেন্ডার নং ১৮২-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-৩-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি প্রণালী দ্বারা রেল জয়েন্টের ওয়েল্ডিং ও পরিদর্শনের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ৯৬,৯১,৬৪৫.৮০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৮.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/ এমএলডিটি। (MLD-188/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের এনএটি, ডিজিএলই, এসপিএলই, এসবিও ও এনআইএলই রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : পার্কিং-২০২৫-০২। ক্র.নং., লট নং, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : (১) পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২, এনএটি। (২) পার্কিং-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমএক্স-৬৪-২৪-১, ডিজিএলই। (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমএক্স-৬৫-২৪-১, ডিজিএলই। (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১, এসপিএলই। (৫) পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিও-এমএক্স-৩৫-২৩-১, এসবিও। (৬) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স-৫৪-২৩-১, এনআইএলই। অকশন শুরু : ২৫.০১.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-189/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর রেলওয়েতে নতুন যমুনা ব্রিজ নির্মাণের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ
উত্তর রেলওয়েতে দিল্লি ডিভিশনের দিল্লি ও দিল্লি শাহদরা স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ নং ২৪৯-এর পরিবর্তে নতুন যমুনা ব্রিজ নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের জন্য, ২১.০১.২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) ০০.১৫ ঘঃ থেকে ১০.১৫ ঘঃ পর্যন্ত ১০ ঘণ্টার পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লক প্রয়োজন, যা ১৫৬৫৭ ডাউন দিল্লি-কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেল এবং ০৪৩০৪ আপ দিল্লি-বারেলি প্যাসেঞ্জার পাস করার পর শুরু হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে : • পথ পরিবর্তন : (১) ১২৩১২ কালকা-হাওড়া নেতাজী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.০১.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে আদর্শ নগর দিল্লি-নিউ দিল্লি-তিলক ব্রিজ-সাহিবাবাদ হয়ে চলবে, (২) ১৫৬৫৮ কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯.০১.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে সাহিবাবাদ-তিলক ব্রিজ-নিউ দিল্লি-দিল্লি হয়ে চলবে এবং (৩) ১৫৭৪৩ বালুরঘাট-বঠিণ্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯.০১.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে সাহিবাবাদ-তিলক ব্রিজ-নিউ দিল্লি-শকুর বস্তী হয়ে চলবে।
• নিয়ন্ত্রণ : ১২৩৭১ হাওড়া-বীকানের এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.০১.২০২৫) মোরাদাবাদ ডিভিশনে ০১ ঘণ্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

NOTICE
E-tender for the supply of Dietary, Bedding- Clothing and others for Subhayan Home for Boys, Balurghat, Dakshin Dinajpur has been published Vide NIT No 10/SUBHAYAN/2025 to 17/SUBHAYAN/2020, Dated 08/01/2025 For further details visit **www.wbtenders.gov.in and www.ddinajpur.nic.in.**
Sd/-
Superintendent
Subhayan Home for Boys
Balurghat, Dakshin Dinajpur

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tenders are invited from eligible contractors / agency for Construction of 100MT. Storage Godown at Naya Basti S.K.U.S LTD., Dist. Darjeeling. Details are available in the website: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
General Manager (Admin)

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No-. 18 (2024-25) Memo No-19/PS, Dated-09.01.2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 17.01.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
E.O
Blg. P.S

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৬৬/০১৮/২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৭-০১-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : এনজে২৪৫১২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ২৮-০১-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ ইএমডি পার্ট নং. ২২১০৯৩৫৯ অনুযায়ী ফুয়েল পাম্প মোটর সমাবেশের জন্য গ্রিন টেক পার্ট নং. ৮৯২৪৫৬৭ অনুসারে গ্রিন টেক দ্বারা তৈরি ইনভার্টারের জন্য মডুলার কিট সরবরাহ এবং স্থাপন।
প্রাপক:-এসএসই/ডি/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর। পরিমাণ:- ১০০টি।
দ্রষ্টব্য ঃ- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডারের নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ -এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Spoken English

ক্লাসে/বাড়িতে খুব সহজে ইংরেজি বলা শিখুন। স্টুডেন্ট/চাকরিজীবী/গৃহবধূদের জন্য দুর্দান্ত কোর্স। 86375-28788. (C/114317)

কর্মখালি

আবাসিক বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের জন্য প্রিন্সিপাল, হস্টেল সুপার, সায়েন্স, B Tech, BCA, এরাবিক টিচার প্রয়োজন। বুনিয়াদপুর, দঃ দিনাজপুর, Ph. 9775929069. (C/114330)

অ্যাফিডেভিট

আমার নাম আধার কার্ডে (398647058051) ভুলবশত সঞ্চিতা রায় লেখা হয়েছে। ২৯-১০-২৪ আলিপুরদুয়ার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের অ্যাফিডেভিট বলে জানাচ্ছি আমার প্রকৃত নাম সংগীতা রায় পিতা সুকাতু রায়, ঠিকানা পশ্চিম খয়েরবাড়ি, রাঙালিবাজনা, মাদারিহাট, জেলা আলিপুরদুয়ার। সঞ্চিতা রায় এবং সংগীতা রায়, পিতা সুকাতু রায় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (B/S)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং AS 14 20020020945 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 27-12-24, সদর, কোচবিহার। E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Dwipendranath Tekarshali এবং Dwipendra NT Teko, S/o. Dwijendra Nath Tekarshali @ Rashlin Teko এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পূর্ব গোপালপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/113158)

•

নোটারি (সদর) কোচবিহার, পঃবঃ তাং 10-01-25 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Suparna Das Mandal এবং Suparna Das, Spouse of Service No. 6386476X, Rank Ex-NK, Late Bhabatosh Das, Suparna Das Mandal এবং Suparna Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জন্মের তারিখ 08-03-1973-এর পরিবর্তে 01-01-1978, শৌলমারী, পোঃ নাজীরহাট,থানা-সাহেবগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার, পিন-736134. (C/113161)

•

আমার পুত্র Sayan Sarma, Madhyamik Registration Certificate No. 2231-026710, Admit Card, Pass Certificate, Marks Sheet এ আমার Middle Name ভুল থাকায় গত ইং 02.01.25 আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টে Affidavit বলে আমি Dilip Kumar Sarma এবং Dilip Sarma এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। Vill+P.O.-Dakshin Nararthali,P.S- Kumargram, Dist. Alipurduar, 736202. (P/S)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হলেও মায়ের হস্তক্ষেপে মিটে যাবে। বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলবে। **বৃষ :** আজ দুপুরের মধ্যে আশাতীত সুসংবাদ পাবেন। মশলাদার খাবার থেকে দূরে থাকুন। **মিথুন :** ভোগ বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়। অন্যের উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **কর্কট :** রাগ সংবরণ করুন। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এখনই মিটবে না। সন্ধের পর ভালো খবর পাবেন। **সিংহ :** কর্মক্ষেত্রে আজ নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। ডায়াবিটিসের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। **কন্যা :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা এখন বাদ দিন। একাধিক উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। **তুলা :** অলসতার কারণে আজ ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির যোগ। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্তার কাছ থেকে প্রশংসা মিলবে। ব্যবসায় আজ লগ্নি করবেন না। **ধনু :** প্রতিবেশীদের সাহায্য করতে গিয়ে ঝামেলা হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **মকর :** পারিবারিক কোনও সমস্যার কথা ভুলেও বন্ধুকে বলবেন না। লোহা, কয়লার ব্যবসায়ীরা আজ নতুন বরাত পেতে পারেন। **কুম্ভ :** উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। সংসারে বাড়তি খরচ মেটাতে নতুন কোনও আয়ের রাস্তা পেতে পারেন। **মীন :** আজ স্বজনদের মধ্যস্থতায় পারিবারিক বিরোধ মিটবে। কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ থাকবে। বিদ্যার্থীদের শুভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ পৌষ, ১৪৩১, ভাঃ ২১ পৌষ, ১১ জানুয়ারি, ২০২৫, ২৬ পুহ, সংবৎ ১২/১৩ পৌষ সুদি, ১০ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৬। শনিবার, দ্বাদশী দিবা ৭।৪৪ পরে ত্রয়োদশী শেষরাত্রি ৬।৬। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ১২।২৪। শুক্রযোগ দিবা ১২।৮। বালবকরণ দিবা ৭।৪৪ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৬।৫৫ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৬।৬ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১২।২৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১১।৫৭ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১২।২৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১১।৫৭ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৭।৪৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৭।৪৪ গতে দক্ষিণে, শেষরাত্রি ৬।৬ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৪৫ মধ্যে ও ১।৬ মধ্যে ২।২৬ মধ্যে ও ৩।৪৬ গতে ৫।৬ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬।৪৬ মধ্যে ও ৪।৪৫ গতে ৬।২৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৫১ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১২।৭ গতে ২।৫৯ মধ্যে ও ৩।৪০ গতে ৫।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ১।৬ গতে ২। ৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৫৪ গতে ৩।৪৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাটিগাড়ায় নতুন বসতিতে উদ্বেগ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১০ জানুয়ারি : উদ্বেগ বাড়ছে মাটিগাড়ায়। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে নিত্যনতুন মুখের আনাগোনা। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির পর অনেকেই এই এলাকায় এসে নদীর চরের জমি কিনছেন। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের একাংশই মোটা টাকার বিনিময়ে তাদের জমি পাইয়ে দিচ্ছে। সম্প্রতি বিষয়টি নজরে এসেছে গোয়েন্দাদেরও। সূত্রের খবর, মাটিগাড়ার একাধিক এলাকায় রোহিঙ্গারা ঘাঁটি গাড়ছে বলেও অভিযোগ এসেছে গোয়েন্দাদের কাছে।

এক গোয়েন্দাকর্তা বলছেন, 'রোহিঙ্গাদের প্রবেশ সংক্রান্ত খবর আমরাও পেয়েছি। বিষয়টিতে নজর রাখা হচ্ছে। আমরা রিপোর্ট তৈরি করছি।' যদিও পুলিশের কেউ এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এসিপি (ওয়েস্ট) দেবাশিস বসুকে ফোনে ধরা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'এমন কোনও খবর এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই।'

যত কাণ্ড মাটিগাড়াতেই। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি জমি দখল এবং বালি-পাথরের কারবার বন্ধে প্রশাসনকে কঠোর হতে নির্দেশ দিলেও অবাধে চলছে কারবার। সম্প্রতি বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে নদীর চর বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব চললেও কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

বিডিও বিশ্বজিৎ দাস অবশ্য বলছেন, 'ওখানে এমন হয়েছে বলে জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।'

দীর্ঘদিন ধরে মাটিগাড়ায় নদীর চর দখল করে রেখে বিক্রির একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। সূত্রের খবর, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির আগে ও পরে বেশ কিছু পরিবার মাটিগাড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কাছে চড়া দরে চর বিক্রি করা হয়েছে। তুলসীনগর, শিমুলতলা, লেনিন কলোনি, টাকলুবস্তি সহ গোটা চরটাই দখল হয়ে গিয়েছে। বালাসন সেতুর দক্ষিণে লেনিন কলোনিতে বেশ কিছু পরিবার বাঁশ, পলিথিন দিয়ে ছাউনি বানিয়ে বসবাস করছে।

মাটিগাড়ার একাধিক জায়গায় এমন বসতি নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

এলাকটি মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। লেনিন কলোনির পঞ্চায়েত সদস্য ম্যাগডালিন দাস বলছেন, 'এখানে বেশ কিছু বাইরের লোকজন এসে বসেছে। এদের মধ্যে কিছু যাযাবরও আছে। শুনেছি, স্থানীয় এক নেতা টাকা নিয়ে ওদের বসিয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা ধীরেন পালও এ নিয়ে একমত। তাঁর কথায়, 'বাইরের লোকজন এসে এখানে বসবাস করছে। এক নেতাই এখানে এনে বসাচ্ছে।' যারা নতুন এসেছে এলাকায়, তাদের অনেকেরই ভাষা বোধগম্য হচ্ছে না স্থানীয়দের।

বালাসনের চরে কথা হচ্ছিল এক ব্যক্তির সঙ্গে। প্রথমে প্রশ্ন করায় উত্তর দিতে চাইছিলেন না। পরে জানালেন, তাঁরা উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন। কতদিন হল? এই প্রশ্নের উত্তরেও নীরব রইলেন তিনি।

এলাকাটিতে ৪০টির মতো অস্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'এর আগেও মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহার থেকে এমন খবর পেয়েছি। আসলে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই রোহিঙ্গাদের স্বাগত জানাচ্ছেন। প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া।' তাঁর অভিযোগ, বালাসনের চর দখল করে বিক্রি করা, বাইরের লোক এনে বসানো, জাল নথিপত্র তৈরি করে দিচ্ছে শাসকদলের নেতাদেরই একাংশ।

যদিও এমন অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূলের মাটিগাড়া অঞ্চল সভাপতি ব্রজকান্ত বর্মন। তাঁর পালটা দাবি, 'আমাদের দলের কেউ এসবে জড়িত নয়। কিছু সুবিধাবাদী এসব অবৈধ কারবার করে, নাম হয় তৃণমূলের।' তবে, তিনিও মেনে নিচ্ছেন, 'আমরা খবর পেয়েছি কিছু বাড়িঘর হয়েছে। অন্যায় মেনে নেওয়া হবে না। সে যে দলেরই হোক।'

স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষের বক্তব্য, 'সরকারি জমি দখল হয়ে থাকলে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জট কাটছে মাল পুরসভায়

মালবাজার, ১০ জানুয়ারি : দু-তিনদিনের মধ্যে মাল পুরসভার অচলাবস্থা কাটতে চলেছে। শুক্রবার নিজের বাড়িতে পুরসভার কাউন্সিলারদের বৈঠকে ডেকেছিলেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। তবে সেই বৈঠকে মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা এবং তাঁর অনুগত কাউন্সিলারদের কেউই আসেননি। তাতে রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করেন মহুয়া।

এদিন দুপুরে মহুয়ার বাসভবনে বৈঠকে এসেছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি, কাউন্সিলার অজয় লোহার, পুলিন গোলদার, দোলা সিনহা ও মণিকা সাহা। তৃণমূল সূত্রে খবর, সাসপেন্ডেড চেয়ারম্যন স্বপনকে দলে ফেরানোর আবেদন জানাতে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর কাছে গিয়েছিলেন তাঁর অনুগত কাউন্সিলাররা। যে কারণে মহুয়ার ডাকা বৈঠকে ছিলেন না অমিতাভ ঘোষ, নারায়ণ দাস, সরিতা গিরি, সুরজিৎ দেবনাথ, পুষ্পা লিলি টোপ্পো, মিলন ছেত্রী, মঞ্জুদেবী মোর। বৈঠকে হাজির কাউন্সিলারদের বক্তব্য, মাল পুরসভার অচলাবস্থা কাটাতে এই বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৈঠকে না এসে দলের জেলা সভাপতির অপমান করলেন দলের কয়েকজন কাউন্সিলার।

ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল বলেন, 'জেলা সভানেত্রী বৈঠক ডাকায় আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। তবে অন্য কাউন্সিলাররা অনুপস্থিত থাকায় বৈঠক হয়নি। কিছু কথা হয়েছে।' তবে তৃণমূলের একটি সূত্র জানিয়েছে, মহুয়া বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মাল পুরসভা নিয়ে কলকাতা থেকে রাজ্য নেতৃত্ব নির্দেশ পাঠাবে। দু-একদিনের মধ্যেই পুরসভার অচলাবস্থা কেটে যাবে। আরও একটি সূত্র জানাচ্ছে, মাল পুরসভার দায়িত্ব সম্ভবত কোনও মহিলা কাউন্সিলারের হাতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহিলা চেয়ারপার্সন পাবে মাল পুরসভা।

দায়িত্ব পেতে পারেন কোনও মহিলা কাউন্সিলার

স্বপন সাহার অত্যন্ত অনুগত দলের টাউন সভাপতি অমিত দে অবশ্য দাবি করেছেন তিনি শহরেই আছেন, কলকাতায় যাননি। তিনি এদিন বলেন, 'স্বপন সাহার সঙ্গে যে কাউন্সিলাররা গিয়েছেন তাঁরা এদিন শহরে থাকলে অবশ্যই বৈঠকে যেতেন। কলকাতার এই সফর পূর্বনির্ধারিত থাকায় জেলা সভানেত্রীর বৈঠকে তাঁরা যেতে পারেননি।' স্বপনের সঙ্গে কলকাতায় যাওয়া কাউন্সিলারদের কেউই মুখ খুলতে নারাজ।

এদিন কাউন্সিলারদের সঙ্গে কথা বলার পর মহুয়া জানিয়েছেন, মাল পুরসভার অচলাবস্থা কাটাতে দল সদর্থক পদক্ষেপ করেছে। ইতিমধ্যেই দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ এসেছে জেলায়। আগামী সোমবার অথবা মঙ্গলবারের মধ্যেই পুরসভার অচলাবস্থা কাটার সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তীতে পুরসভার দায়িত্ব পাকাপাকিভাবে কার হাতে দেওয়া হবে তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। দলের অনেকেই উৎপল ভাদুড়িকে পুর চেয়ারম্যান পদে এগিয়ে রাখছেন। তবে, তৃণমূলের একাংশ জানিয়েছে, কোনও মহিলা কাউন্সিলারের হাতেই যেতে পারে সেই দায়িত্ব। এখনও পর্যন্ত স্বপন চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেননি। তবে দল এবং নেত্রীর নির্দেশমতো কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'তৃণমূলের এখন সবাই নেতা, তাই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াটা খুব সহজ।' বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী বলেন, 'আমাদের দলের সভাপতির নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য আমাদের নেই। তবে তৃণমূলে স্বপন সাহা হয়তো দলের ঊর্ধ্বে। তাই দলের কাউন্সিলররা তাঁর হয়ে দরবার করছেন।'

উত্তরের শিকড়

ফাঁসির ইতিহাস বইছে ফাঁসিদেওয়া

একসময় ব্রিটিশরা এদেশে রাজত্ব করেছে। তবে তাঁদের কীর্তি 'ফাঁসিদেওয়া' নামটির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। কাঞ্ছার কালীবাড়ি এবং একটি বট গাছ সেই সাক্ষ্য বহন করছে। একসময় এই বট গাছের জায়গায় কাঁঠাল গাছ ছিল। বিভিন্ন অপরাধে জড়িতদের সাজা ঘোষণা হলে ওই কাঁঠাল গাছে ফাঁসি দেওয়া হত। সেই থেকে গোটা অঞ্চলের নাম 'ফাঁসিদেওয়া' বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস।

বট গাছের পাশে থাকা মাটির নির্মিত কালী মন্দিরটি এখন পাকা হয়েছে। তবে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তের ভিতর ফাঁসিদেওয়া ইংরেজ আমলের ফাঁসির ইতিহাস বহন করছে। এছাড়া মহানন্দা নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা সে যুগের বন্দরগছ এখনকার পুরোনো হাটখোলা। দেশভাগের আগে একসময় এই বন্দর হয়ে সকলে যাতায়াত করত।

ব্রিটিশ আমলে তৈরি কাঠের হাসপাতালটি এখন নেই। সেখানে বাড়ি গড়ে উঠেছে। শহর শিলিগুড়ি গড়ে ওঠার আগে ফাঁসিদেওয়াই ছিল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্ততম এলাকা। এখানে ব্যবসার জন্য গোরুর গাড়ি করে বাইরে থেকে বণিকরা আসতেন। এখনকার বিডিও অফিসের অদূরে ছিল ইংরেজ সৈনিকদের থাকার জায়গা।

শিলিগুড়ির এই গ্রামটি ব্রিটিশদের নির্মম সেই হত্যার ইতিহাস বহন করে চলেছে। কাজের সূত্রে কাঞ্ছা নামে এক নেপালি ব্যক্তি এখানে এসেছিলেন। তিনি বট গাছের পাশের কালী মন্দিরটি পাকা করেন। এরপর থেকে সেটি 'কাঞ্ছার কালীবাড়ি' নামে পরিচিত।

এখন সেই মন্দিরটি আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতারের ভিতর চলে গিয়েছে। ফলে সংস্কারের সুযোগ কমেছে। ওপার বাংলায় অস্থির পরিস্থিতির জেরে কড়া নিরাপত্তায় এখন মন্দির দর্শন করা কঠিন। সেইসঙ্গে ইংরেজদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য কুখ্যাত সেই স্থানটিও ধীরে ধীরে ইতিহাস থেকে মুছে যাচ্ছে।

ডুয়ার্স উৎসবে কিশোর-কিশোরীদের জিমন্যাস্টিক প্রদর্শন। শুক্রবার। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভাঙা পড়তে পারে রাধিকা লাইব্রেরি

ময়নাগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি শহরের রাস্তা সম্প্রসারণের প্রকল্প কেন্দ্রের অনুমোদন পেলে শহরের ৫৫০ থেকে ৬০০ দোকানপাট ও গ্যারাজ ভাঙা পড়বে বলে আশঙ্কা। ভাঙা পড়তে পারে কয়েকটি সরকারি, বেসরকারি কমপ্লেক্স এবং ১১৫ বছরের পুরোনো শহরের রাধিকা লাইব্রেরি। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুরসভার বৈঠকের পর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের নতুন নকশার কথা শুনে ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত।

জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও পুরসভার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আলোচনাসাপেক্ষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'আমরাই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে বারবার এই দাবি জানিয়েছি। তেমন কোনও সমস্যা হবার কথা নয়। ডুয়ার্সের মানুষ উপকৃত হবেন। ট্রাফিক মোড়েই কিছুটা সমস্যা হবে। আমরা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের হয়ে পুনর্বাসনের বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা বলব।'

মালবাজার থেকে ময়নাগুড়ি শহর হয়ে ধূপগুড়ির দিকে গিয়েছে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। শহরের দাড়িভেজা মোড় থেকে বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত আনুমানিক চার কিলোমিটার রাস্তা সাত মিটার থেকে বাড়িয়ে দুটি সার্ভিস রোড সহ ২১ মিটার চওড়া করার পরিকল্পনা রয়েছে। ময়নাগুড়ি শহরে দাড়িভেজা মোড় থেকে বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা সাত মিটার থেকে বাড়িয়ে দশ মিটার, এরপর দুই পাশে পাকা রেলিং দিয়ে দু'দিকে আরও সাড়ে পাঁচ মিটার চওড়া দুটি সার্ভিস রোড নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এনএইচ-৯) দেবব্রত ঠাকুর বলেন, 'এই প্রস্তাব দিল্লিতে পাঠানো হবে।'

আশঙ্কা

- ময়নাগুড়ি শহরের ওপর দিয়ে গিয়েছে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক
- রাস্তা সম্প্রসারণে ভাঙা পড়তে পারে ব্রিটিশদের তৈরি ময়নাগুড়ি রাধিকা লাইব্রেরি
- আতঙ্কিত নতুন বাজার বাস টার্মিনাসের মার্কেট কমপ্লেক্সের ব্যবসায়ীরা

আংশিক ভাঙা পড়তে পারে ১১৫ বছরের পুরোনো ব্রিটিশ আমলে তৈরি রাধিকা লাইব্রেরি। তাছাড়া ভাঙার তালিকায় থাকতে পারে নতুন বাজার বাস টার্মিনাসের মার্কেট কমপ্লেক্সের একাংশ। রয়েছে পাশাপাশি পুরোনো এবং নতুন বাজারের অসংখ্য দোকানপাট। গুমটি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিমলেন্দু চৌধুরী বলেন, 'এই নকশা অনুযায়ী রাস্তা সম্প্রসারণ করা হলে ৫৫০ থেকে ৬০০ দোকানপাট অর্থাৎ দুটি বাজারের একাংশ ভাঙা পড়বে। সবাইকে কীভাবে পুনর্বাসন দেবে প্রশাসন, সেটাও ভাববার বিষয়।' ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'পুরো বাজারটাই ভাঙা পড়বে বলে আশঙ্কা করছি আমরা।' নতুন বাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সরকার বলেন, 'আতঙ্কে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। যদিও নতুন বাজার মার্কেট কমপ্লেক্সের ওপরের অংশ দোকান নির্মাণের সুযোগ রয়েছে। প্রশাসনকে এই বিষয়ে জানানোও হয়েছে।'

ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার কার্যনির্বাহী সভাপতি অমল রায় বলেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বহু মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িয়ে আছে। সকলের সঙ্গে বসে সার্বিক আলোচনাসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।'

কৃষ্ণর চেষ্টায় স্থগিত শিক্ষাকর্মী আন্দোলন

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : অবশেষে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর হস্তক্ষেপে শুক্রবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মীরা আন্দোলন তুলে নিলেন। বিধায়কের নির্দেশ পেয়েই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফ্লেক্স-ফেস্টুন খুলে নেন এবং ত্রিপল ভাঁজ করে রাখেন শিক্ষাকর্মীরা।

তিনি গত বৃহস্পতিবার তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবকুপার নেতৃত্বকে ডেকে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে অবিলম্বে আন্দোলন তুলে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সেইমতো তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতির জেলা সভাপতি তপন নাগ সাংবাদিক সম্মেলন করে আন্দোলন তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'বিধায়কের নির্দেশ মতো আন্দোলন তুলে নেওয়া হল। আশা করি, নতুন উপাচার্য আসলে সমস্যা মিটে যাবে।'

এদিন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী বলেন, 'পঠনপাঠনের সমস্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন করবেন না শিক্ষাকর্মীরা। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে সুচারুরূপে পঠনপাঠন ও অফিসের কাজকর্ম শুরু হয় তার নির্দেশ দিয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ভবিষ্যৎ, তাঁদের পড়াশোনায় দিনের পর দিন বিঘ্ন ঘটুক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অচল অবস্থায় চলুক এটা ঠিক নয়। আন্দোলন উপাচার্যকে নিয়ে ছিল, উনি যেহেতু নেই, তাই আন্দোলন স্থগিত রাখলাম। আশা করি, নতুন উপাচার্য যোগ দেবে,সমস্যা মিটে যাবে।' এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস এদিন রেজিস্ট্রারের চেম্বারে সাংবাদিক সম্মেলন করার মাঝপথে আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মীরা ঢুকে পড়লে বচসা তৈরি হয়। যদিও বেশিদূর এগোয়নি। দেবাশিসবাবু বলেন, 'আজ আমরা টিচার্স কাউন্সিলের বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী রবিবারের মধ্যে শৌচাগারগুলি পরিষ্কার না হলে আমরা সোমবার নিজেরা শৌচাগার পরিষ্কার করতে নামব। পাশাপাশি ফলাফল প্রকাশ ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়কে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আবেদন জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে উপাচার্য আসতে পারেন তার উদ্যোগ নেবেন বলে জানান।'

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু অধ্যাপক এস্টেট অফিসে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক সৌমেন সাহা বলেন, 'টিচার্স কাউন্সিলের বিশ্ববিদ্যালয়ের নন স্ট্যাটুটারি বডিতে কোনও বৈধতা নেই। অনিল ভুঁইমালি স্যর যখন উপাচার্য ছিলেন তখন এর কোনও বৈধতা দেননি, রেজিস্ট্রেশনও দেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কমিটি ১০ থেকে ১২ টা আছে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারের দাবি, 'শিক্ষাকর্মীদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আমাদের সঙ্গে কারও কোনও বিরোধ নেই। বিধায়ক আমাকে ফোন করেছিলেন, উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগ নিয়েছেন। সেজন্য সাধুবাদ জানাই।'

বিধায়কের নির্দেশের পর তুলে নেওয়া হচ্ছে আন্দোলন। শুক্রবার।

> পঠনপাঠনের সমস্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন করবেন না শিক্ষাকর্মীরা। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে সুচারুরূপে পঠনপাঠন ও অফিসের কাজকর্ম শুরু হয় তার নির্দেশ দিয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ভবিষ্যৎ, তাঁদের পড়াশোনায় দিনের পর দিন বিঘ্ন ঘটুক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অচল অবস্থায় চলুক এটা ঠিক নয়।
>
> **কৃষ্ণ কল্যাণী,** *বিধায়ক, রায়গঞ্জ*

আধুনিক চোরেদের নিয়ে ফাঁপরে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : সময়ের সঙ্গে আধুনিক হচ্ছে চোরেরাও! আর সেই আধুনিক চোরেদের বাগে আনতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছে পুলিশ। চুরির ধরন দেখে অনায়াসেই 'দাগি চোর'-কে পাকড়াও করা গেলেও 'স্পিকটি নট' তারা। আবার থার্ড ডিগ্রিও দেওয়া যাবে না, তাও বেশ জানে পেশাদার চোরেরা। ফলে তাদের দিয়ে অপরাধের কথা স্বীকার করাতে কার্যত হাতেপায়ে পড়তে হচ্ছে তদন্তকারীদের।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নত হয়েছে প্রযুক্তি। কিন্তু সেই প্রযুক্তির গ্যাঁড়াকলও আছে বেশ। কথা হচ্ছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক এসআই-এর সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'এই যেমন সেদিন এক চোর বলে বসল, আমি যে চুরি করেছি, তার কী প্রমাণ আছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখান। পড়া গেল ঝামেলায়। সিসিটিভি ফুটেজ খুঁজতে গিয়ে তো মাথায় হাত। ওই বাড়িতে সিসিটিভি থাকলেও তাতে রেকর্ড হয়নি কিছুই। অগত্যা সন্দেহভাজন চোরকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকল না।'

এমন ঘটনা ঘটছে হামেশাই। সিসিটিভি ফুটেজ না থাকায় প্রায়শই মুচকি হাসি দিয়ে বেরিয়েও যাচ্ছে চোরেরা। পরিস্থিতি এমনই যে, আধুনিক চোরেদের বাগে আনতে এখন শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে গিয়ে সিসিটিভি লাগানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'চুরির ধরন, বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, কে চুরি করেছে। তবে চুরির ক্ষেত্রে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে সিসিটিভি থাকলে সুবিধা হয়।'

চোরেদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের। সম্পর্ক এমনই হয়ে যায় যে, অনেক সময় চুরির ধরন দেখেই পোড়খাওয়া পুলিশকর্তারা বুঝে যান, কাজটা আসলে কার। কিন্তু আইন তো বয়ানের ওপরই নির্ভরশীল। সেখানে সন্দেহের কোনও জায়গা নেই। আধুনিক চোরেদেরও সেটা এখন ভালোভাবেই জানা। তাই গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পাকড়াও করলেও ভালো হোক কিংবা কড়া কথা হোক, মুখে কুলুপ এঁটে থাকছে সময়ের সঙ্গে আধুনিক হয়ে পড়া চোরেরা।

এক পুলিশকর্তার কথায়, 'আসলে এরাও বুঝে গিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ না দেখালে গতি নেই। তাই যতক্ষণ না ফুটেজ দেখানো হচ্ছে, ততক্ষণ কেউ চুরির কথা স্বীকার করছে না।'

ব্রাত্যর রোষে বিদায়ি উপাচার্য

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে উপাচার্য না থাকার কারণ হিসেবে রাজ্যপাল মনোনীত বিদায়ি উপাচার্যকেই দায়ী করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিনমেলায় এসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদায়ি উপাচার্য সিএম রবীন্দ্রনের ওপর দায় চাপালেন শিক্ষামন্ত্রী। অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর ও দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হয়ে গেলেও, সেখানে এখনও তাঁরা যোগদান না করায় মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, 'দ্রুত উপাচার্যরা কাজে যোগ দেবেন।'

দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন রয়েছে। বহুবার বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে প্রশাসনিক স্তরে জানানো হলেও উপাচার্য নিয়োগ করেনি উচ্চশিক্ষা দপ্তর। ব্রাত্যর মন্তব্য, 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি রাজ্যপাল মনোনীত উপাচার্য ছিলেন তিনি কোনও রিকুইজিশনই পাঠাননি। রাজ্যপালের মনোনীত উপাচার্য বিকাশ ভবনকে বাইপাস করে চালাতে গেলে যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়ার মতো অবস্থা হওয়ার কথা, সেরকমই হয়েছে।' তবে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কাজে যোগ দেননি, তাঁরা খুব দ্রুত কাজে যোগ দেবেন বলে এদিন আশা প্রকাশ করেন ব্রাত্য।

এদিকে, কেন্দ্রের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে ড্রপআউটের সংখ্যা শূন্য হওয়া নিয়ে ব্রাত্যর বক্তব্য, 'গুজরাট, বিহার, উত্তরপ্রদেশে এত ড্রপআউট, সেখানে আমাদের এখানে ড্রপআউট নেই। এটা সম্ভব হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। যিনি কেন্দ্রের সাহায্য না পেয়েও স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল পৌঁছে দিচ্ছেন।'

সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রী ভর্তি না হওয়া নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বললেন, 'বিশ্বায়নের পর চাকরির ভাষা হয়ে গিয়েছে ইংরেজি। এটা বাংলামাধ্যমে একটা বড় প্রভাব ফেলেছে। ইংরেজি শেখা দরকার, কিন্তু মাতৃভাষাকে ভুলে নয়। এসব না হলে হয়তো একটা সময়, সাহিত্যিক থাকবেন, তবে পাঠক থাকবেন না। থিয়েটার থাকবে, অভিনেতা থাকবেন না।' শীঘ্রই ছাত্র ভোট ফের চালু করার বিষয়টি নিয়ে খুব শীঘ্রই সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে জানিয়েছেন ব্রাত্য।

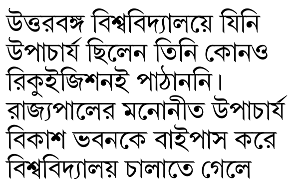

> উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি উপাচার্য ছিলেন তিনি কোনও রিকুইজিশনই পাঠাননি। রাজ্যপালের মনোনীত উপাচার্য বিকাশ ভবনকে বাইপাস করে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে গেলে যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়ার মতো অবস্থা হওয়ার কথা, সেরকমই হয়েছে।
>
> **-ব্রাত্য বসু**

জোড়া হাতি তাড়িয়ে হিরো জলদাপাড়ার রবি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১০ জানুয়ারি : একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তখনই সাফল্য অর্জন করে যখন সেখানে থাকেন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক। যাঁদের শিক্ষায় তৈরি হয় প্রচুর মেধাবী ছাত্রছাত্রী। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান যেন অনেকটা সেরকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেখানে রয়েছেন রবি বিশ্বকর্মাদের মতো অভিজ্ঞ মাহুত। যাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সঙ্গে তুলনা করেন এই জাতীয় উদ্যানের অন্য মাহুতরা। তবে এই জাতীয় উদ্যানে প্রচুর বিশেষজ্ঞ মাহুত কাজ করে গিয়েছেন। আর তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে ব্যাটন হাতে তুলে নিয়েছেন রবি। যার তুলনা রবি নিজেই। যতই দামাল বুনো হাতি দাপিয়ে বেড়াক না কেন, রবির উদয় হতেই সব দামালরা ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে থাকে জঙ্গলের পথে। সেই কারণেই বৃহস্পতিবার জোড়া হাতি তাড়িয়ে হিরো মাহুত রবি বিশ্বকর্মা। ফালাকাটার মতো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আগেও করেছেন তিনি। তবে রবির কথায়, 'একজন মাহুত যত বেশি সাহসী হবেন তার হাতিও তত বেশি সাহসী হয়।' আর এই মন্ত্র তিনি শিখেছেন তাঁর গুরুমাতা পার্বতী বড়ুয়ার কাছ থেকে। তবে তাঁর মাহুতের শিক্ষাগুরু রঘুনাথ রায়, জানবকস আলি, ইদ্রিস আলিরা। গরুমারার দীনবন্ধু রায়ের কাছেও শিখেছেন। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান যেন কুনকি হাতি তৈরির বিশ্ববিদ্যালয়। আর বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হলেন রবি বিশ্বকর্মা। যদিও আরও কয়েকজন শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা রবির মতোই অভিজ্ঞ হয়ে উঠছেন।

ফালাকাটায় জোড়া হাতি তাড়াতে নিয়ে আসা দুটি কুনকি হাতি। (ডানদিকে) জলদাপাড়ার মাহুত রবি বিশ্বকর্মা।

১৯৯১ সালে কুনকি হাতির পাতাওয়ালার কাজে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে রবি বিশ্বকর্মার পেশাগত জীবন শুরু। ১৯৯৪ সালে তিনি প্রথম মেনকা হাতির মাহুতের কাজ শুরু করেন। তাকে হাতে ধরে এই কাজ শেখান রঘুনাথ, ইদ্রিস মাহুতরা। তবে সকলের মাথার উপরে ছিলেন বিশিষ্ট হস্তীবিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়া। তবে রবি বলেন, 'বনকর্তা এবং প্রাণী চিকিৎসকদের কাছ থেকে সবসময়ই আমি কাজ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি।'

দামাল হাতিদের তাড়াতে সবসময় ডাক পড়ে রবির। তিনি গিয়েছেন বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুরে। সেখানকার বদমেজাজি দামাল হাতিদের তাড়িয়ে যথেষ্ট বাহবা আদায় করেছেন। আবার দামাল হাতিদের তাড়া খেয়ে বেঁচেছেন অনেকবার। রবির কথায়, একবার তো পেছন থেকে এসে বুনো হাতি শুঁড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তবে আঘাত পেলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।

জলদাপাড়ায় প্রচুর হাতির মাহুত হিসেবে কাজ করেছেন রবি। তবে জলদাপাড়ার কয়েকটি সেরা কুনকির মধ্যে চম্পাকলি একটি। ওই হাতির মাহুত হয়ে রবি গর্বিত। ২০০০ সাল থেকেই ওই হাতির মাহুত হিসেবেই আছেন। আর দামাল হাতিদের শায়েস্তা করতে চম্পাকলির তুলনা দুর্দান্ত। ও কোনও হাতিকেই ভয় পায় না। এমন একজন সেনাপতি যদি সঙ্গে থাকে যুদ্ধ জয় করা তো নস্যি।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে থমকে নিয়োগ

প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ

রূপক সরকার ও জয়ন্ত সরকার

বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার সকাল থেকেই বালুরঘাট জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদে তোড়জোড় চলছিল প্রধান শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে। সার্কেলের আধিকারিকরাও এসে পৌঁছেছিলেন ডিপিএসসিতে। কিন্তু দুপুরে হঠাৎ ডিপিএসসি চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদার নির্দেশে নিয়োগপত্র দেওয়া বন্ধ করা হয়।

শুক্রবার গোটা দক্ষিণ দিনাজপুরে নিজের সার্কেলে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পাওয়া শিক্ষকদের নিয়োগপত্র দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অজানা কারণেই এরপরই কেন মাঝপথে নিয়োগ বন্ধ হল, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন? অজানা কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হতেই শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ডিপিএসসির চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদার বক্তব্য, 'নিয়োগ বন্ধ হয়নি। আপাতত স্থগিত রাখা হল। কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে, আমি বাইরে রয়েছি। ফোনে সেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। বালুরঘাটে ফিরেই নিয়োগপত্র দেওয়ার কাজ দ্রুত শুরু করব।'

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সামনে জটলা। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ১১৮২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশ কিছু স্কুলে প্রধান শিক্ষক রয়েছে। তবে এখনও ৮৪০টি স্কুলে কোনও প্রধান শিক্ষক নেই। সেই স্কুলগুলির কাজকর্ম টিআইসি দিয়েই দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। ২০১৩ সালের পর ১২ বছর বাদে অবশেষে প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে ডিপিএসসি। গত ২ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে আবেদন প্রক্রিয়া। অবশেষে আজ ১৭টি সার্কেলের প্রধান শিক্ষক পদে যারা পদোন্নতি পেয়েছেন তাদের হাতে নিয়োগপত্র দেওয়ার কথা ছিল। আজ এই প্রক্রিয়ার জন্য তোড়জোড় চলছিল।

গঙ্গারামপুরের প্রধান শিক্ষক পদপ্রার্থী সুভাষ সরকার জানান, 'অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করেছিলাম যে, আজকে প্রধান শিক্ষকের নিয়োগপত্র পাব। কিন্তু এসআই অফিস থেকে জানতে পারলাম আজকে নিয়োগপত্র পাচ্ছি না। কবে পাব ঠিক নেই।'

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে মামলাকারী শিক্ষিকা আলপনা দাস সাহা বলেন, 'আমার মতো যারা অপেক্ষা করেছিলেন, আজ হেডটিচারের নিয়োগপত্র হাতে পাবেন, তাদের জন্য খুব খারাপ লাগছে। অনেকেই আজ হয়রানির শিকার হলেন।'

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক শংকর ঘোষের কথায়, 'তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে নিয়োগপত্র বিলি বন্ধ করা হল। ওদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ও স্কুল ভাগাভাগি নিয়েই হয়তো ঝামেলা হয়েছে।'

বালুরঘাট সদর সার্কেলের তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি সুশান্তকুমার সরকার বলেন, 'দীর্ঘ ১২ বছর পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ হতে যাচ্ছিল। কোনও অজ্ঞাতকারণে এটা থেমে গেল।'

অগ্নিকাণ্ডে মৃত প্রৌঢ়া

মালদা, ১০ জানুয়ারি : চা বানাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ার। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত প্রৌঢ়ার নাম মায়া দাস ওরফে কল্পনা (৭৪)। বাড়ি কালিয়াচকের কদমতলায়। পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চা বানাতে যান মায়াদেবী। সেইসময় অসাবধানতাবশত তাঁর কাপড়ে আগুন ধরে যায়। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার ভোরে মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।

দুর্ঘটনায় আহত ৪

করণদিঘি, ১০ জানুয়ারি : বাইক ও টোটোর সংঘর্ষে জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত ৪। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে করণদিঘি থানার আলতাপুর বাসস্ট্যান্ডে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। টোটো ও বাইকের সংঘর্ষ হলে টোটোয় থাকা আহত ২ জনের বাড়ি আলতাপুর গ্রামে। তাঁদের নাম অমল পাল ও পিন্টু পাল। অন্যদিকে, বাইকে থাকা দুই তরুণের নাম রোহিত বর্মন ও প্রভাত বর্মন ।দুজনের বাড়ি রায়গঞ্জ থানার শীতগ্রাম এলাকায়। আহতদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য পাঠায় করণদিঘি থানার পুলিশ।

'কাটমানি না দিলে মিলবে না 'দ্বিতীয় কিস্তি'

আবাস দুর্নীতিতে ফের কাঠগড়ায় শাসকদল

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ১০ জানুয়ারি : 'কুড়ি হাজার টাকা দিলে তবে ঢুকবে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা।' এই দাবি তুলে উপভোক্তাদের বাড়ি থেকে কাটমানি তোলার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল চাঁচল-১ ব্লকের খদিয়ারপুরে।

অভিযোগ, প্রত্যেক উপভোক্তার কাছে বাড়ি গিয়ে শাসানি দেওয়া হচ্ছে। এরপর জোর করে কাটমানি আদায় করা হচ্ছে। এদিন পঞ্চায়েত সদস্যা কাওসারা বেগমের স্বামী হারুন আলির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র নিয়ে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হন অভিযোগকারীরা।

ওই এলাকার বীরেন দাস, রাজকুমার দাস ও ধিনু দাসেরা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন। বীরেন দাস নামে এক উপভোক্তার দাবি, 'রাজ্য সরকার যে টাকা দিচ্ছে সেই টাকায় পাকা ঘর তৈরি করা অসম্ভব। আবার সেই টাকা থেকে তৃণমূল নেতাদের ভাগ দিতে হচ্ছে।'

অভিযোগ

- অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার পরই উপভোক্তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হন হারুন আলি
- কুড়ি হাজার টাকা কাটমানি দাবি করেন তিনি
- উপভোক্তারা কাটমানি দিতে না চাইলে গ্রামছাড়া করার হুঁশিয়ারি দেন
- দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকবে না বলেও হুমকি দেন

অভিযোগ, অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার পরই উপভোক্তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হন হারুন। তাঁদের কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা কাটমানি দাবি করেন তিনি। যেসব উপভোক্তা কাটমানি দিতে চাননি, তাঁদের গ্রামছাড়া করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকবে না বলেও হুমকি দেন। কিছু উপভোক্তা তার হাতে টাকা তুলেও দেন বলে অভিযোগ।

রাজকুমার দাস নামে আরেকজনের কথায়, 'হারুন বলেছে কাটমানি না দিলে পরে আর টাকা ঢুকবে না অ্যাকাউন্টে।' ধিনু দাসের বক্তব্য, 'আমরা প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে জানলাম, এটা অবৈধ। আমরা চাঁচল থানায় লিখিত আকারে অভিযোগ জানিয়েছি।'

যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী হারুন আলি। তাঁর সাফ কথা, 'ঘর তৈরির জন্য ইট কেনার টাকা দিয়েছিল ওরা।'

ভগবানপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জেড রহমানের আশ্বাস, 'কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার টাকা দিচ্ছে না। রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে গরিবদের মাথায় ছাদ দিচ্ছে। এতে পঞ্চায়েতের সদস্যের কারও কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

রাস্তা বিবাদে জখম কাকা-ভাইপো

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১০ জানুয়ারি : রাস্তার দখলদারি নিয়ে দুই পরিবারের বিবাদের জেরে উত্তেজনা ছড়াল হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নানারাহি গ্রামে। দুই পরিবারের গণ্ডগোলের জেরে গুরুতর আহত হয়েছে দু'জন। আহতদের নাম মহম্মদ নজরুল (৫৫) ও মহম্মদ জিয়াউল (৪১)। এরা সম্পর্কে কাকা ভাইপো। ওই দু'জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাতে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলায় দুই পরিবারের বাড়ির মাঝখানে একটি রাস্তার দখলকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল বাধে। যা ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হয়। অস্ত্রের আঘাতে কাকার হাত জখম হয়। অন্যদিকে ভাইপোর মাথা ফেটে যায়। দুই পক্ষই এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় রাতে অভিযোগ দায়ের করেন। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই দুই পরিবারের মধ্যে রাস্তার দখল নিয়ে গণ্ডগোল চলছে এমনকি আদালতেও মামলা গড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খুদের নজর বইয়ের দিকে...। শুক্রবার গাজোল উৎসবের বইয়ের দোকানে ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

ভ্রাম্যমাণ পশু চিকিৎসাকেন্দ্র

বুনিয়াদপুর, ১০ জানুয়ারি : দূর থেকে একঝলক দেখলে মনে হবে পশু বিক্রির হাট। মাঠে ঘোরাঘুরি করছে গোরু, ছাগল। একে তাকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, মঙ্গলবার এই মাঠে পশুদের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। বংশীহারী প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ভ্রাম্যমাণ পশু চিকিৎসাকেন্দ্রের সহায়তায় বংশীহারীর গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতের বলরামপুর মাঠে রোগাক্রান্ত পশুদের চিকিৎসা চলছে। এদিন বলরামপুর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার ১৭০টি ছাগল এবং ৯৯টি পশুর চিকিৎসা করেন আজিজুর রহমান এবং এলডিএ মৃন্ময় সরকার সহ অন্য কর্মীবৃন্দ। এই প্রসঙ্গে বিএলডিও সুমন সাহা বলেন, 'প্রতি মাসে একাধিকবার বুনিয়াদপুর শহর এবং পঞ্চায়েত এলাকায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে রোগাক্রান্ত পশুদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। আজ গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতের বলরামভিটায় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

উন্নয়নে, বরাদ্দে বৈষম্য আটকাতাম

২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির ৩২টি আসনের মধ্যে ২৪টি আসনে জয়লাভ করে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। সভাপতির দায়িত্ব পান তৃণমূল নেতা অরূপ সরকার। পদ্মের হয়ে জয়ী হন ৮ জন। ২০১৮-২৩ সালের পঞ্চায়েত বোর্ডে জয়ী হয়ে ডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন চাঁদমণি পাহান। অভিজ্ঞতার নিরিখে এই গৃহবধূরই পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতার তকমা মিলেছে। কিন্তু চাঁদমণি যদি সভাপতি হতেন তাহলে তিনি কী কাজ করতেন?

পেতাম যদি সিংহাসন

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১০ জানুয়ারি : বালুরঘাট ব্লকে কয়েকশো আদিবাসী গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামগুলির পাড়ার রাস্তাগুলি আজও বেহাল। কোথাও আবার রাস্তাই নেই।

সভাপতি হলে চাঁদমণি পাহান আদিবাসী গ্রাম বা গরিব অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে মানুষের রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার দিতেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন গ্রামের রাস্তাগুলি বেহাল হয়ে রয়েছে, মানুষের চলাচল করতে খুবই অসুবিধার মুখে পড়তে হয়। আমি প্রথমেই এই রাস্তাঘাটগুলি সারাই করে যোগাযোগ ব্যবস্থাটাকে উন্নতি করাতে অগ্রাধিকার দিতাম।

চাঁদমণি পাহানের আক্ষেপ, 'আমাদের সংবিধানে বিরোধীদেরও ভূমিকা রাখা হয়েছে। গণতন্ত্র বজায় রাখতে বিরোধীদেরও ভূমিকা রয়েছে। যারা ক্ষমতায় থাকে, তারা অনেক সময় অনেক কিছু দেখতে পায় না। যা দেখানোর দায়িত্ব থাকে বিরোধীদের ঘাড়ে। কিন্তু বর্তমানে তৃণমূল বোর্ড বিরোধীদের পাত্তাই দেয় না। কোনও কথাই শুনতে চায় না। আমি সভাপতি হলে আমার দলের সদস্যদের পাশাপাশি বিরোধী সদস্যদেরও মতামতকে গুরুত্ব দিতাম।'

চাঁদমণি পাহান।

পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিল একেবারে নিম্নমুখী। এমন কোনও আয়ের জায়গা নেই, এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের। আমি সভাপতি হলে এই নিজস্ব তহবিলের আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিতাম। আয় বাড়ানোর জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে। আমি বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির হয়ে সেই কাজ করতাম।'

একনজরে

- গ্রামের রাস্তাগুলি বেহাল হয়ে রয়েছে, মানুষের চলাচল করতে খুবই অসুবিধার মুখে পড়তে হয়
- পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিল একেবারে নিম্নমুখী। এমন কোনও আয়ের জায়গা নেই, এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের
- মুখ দেখে বিরোধী ও প্রকৃত প্রাপকদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তৃণমূল পরিবারগুলিকে বাড়ির তালিকায় আনা হচ্ছে

কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকা উপেক্ষা করে, 'রাজ্য সরকারের তালিকা তৈরি করতে গিয়ে মাত্র কয়েকজনকে বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পঞ্চায়েত সমিতির তরফে ওই সমীক্ষাগুলি করা হচ্ছে। মুখ দেখে বিরোধী ও প্রকৃত প্রাপকদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তৃণমূল পরিবারগুলিকে বাড়ির তালিকায় আনা হচ্ছে। আমি সভাপতি থাকলে এমন বৈষম্যমূলক কাজ করতে দিতাম না। প্রকৃত প্রাপকদেরই আগে বাড়ির তালিকায় নাম দিতাম। পঞ্চায়েত সমিতির কোনও কাজে দুর্নীতি বা বৈষম্যমূলক আচরণ করতে দিতাম না।'

বালুরঘাট গ্রামীণ এলাকায় মূলত কৃষকদের বাস। এই কৃষকদের নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির কোনও ভাবনা নেই। তাঁর কথায়, 'সরকারি তরফে যে যৎসামান্য সহায়তা মেলে, তাই দেওয়া হয়। কিন্তু আমি সভাপতি হলে কৃষকদের জন্য স্থানীয়ভাবেই নানা প্রকল্প গ্রহণ করতাম। যেমন মৎস্যচাষিদের সহায়তার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির তরফেই চারাপোনা তৈরি সহ নানা প্রকল্প করা হত। যাতে কৃষকদের সুবিধা হত। পাশাপাশি ১০০ শতাংশ জমিতে চাষের জন্যে জলের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হতাম।'

আম গাছ নষ্ট দুষ্কৃতীদের, থানায় তৃণমূল নেতা

আজাদ

মানিকচক, ১০ জানুয়ারি : গাছ কেটে প্লট করে বিক্রি হচ্ছে, মালদায় এই ছবি এখন চেনা। বেশ কিছু ক্ষেত্রে শাসকদলের নেতাদের নামও জড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানিকচকের মথুরাপুর অঞ্চলে একদম অন্যরকম ছবি।

নিজে তৃণমূল নেতা, স্ত্রী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, তাঁর বাগানেরই ছয়টি আম গাছ কেটে নষ্ট করল দুষ্কৃতীরা। এমনই অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেতা অপু মণ্ডল। সুবিচারের আশায় মানিকচক পুলিশের দ্বারস্থ মথুরাপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি তথা মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিঙ্কি মণ্ডলের স্বামী অপু মণ্ডল। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বলে দাবি তৃণমূল নেতার। কোনও বিরোধী দলের নেতার ষড়যন্ত্রে এই কাণ্ড বলে দাবি অপুবাবুর। এদিকে, গাছ নষ্টের অভিযোগে কটাক্ষ করেছে বাম ও বিজেপি।

মথুরাপুর গভর্নমেন্ট মডেল স্কুলের পেছনে তালিমনগর মৌজায় ১২ কাঠা নিজস্ব জমি আছে মথুরাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতির। সেই জমিতে শখ করে আম গাছ লাগিয়েছিলেন তিনি। শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে বাগানে এসে দেখেন, ছয়টি আম গাছ গোড়া থেকে কেউ বা কারা কেটে নষ্ট করেছে। সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানিয়ে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অপু।

তৃণমূল নেতার দাবি, 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার আমি। এলাকারই বিরোধী রাজনৈতিক দলের ষড়যন্ত্রে কেউ বা কারা পরিকল্পনা করে আমার আম গাছ কেটেছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছি।'

যদিও আম গাছ কাটা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বিরোধীরা। সিপিএম নেতা শ্যামল বসাকের মত, 'খোদ শাসকদলের নেতার গাছ কাটা হচ্ছে। এটা খুব হাস্যকর। আসলে এসব নেতারা সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। নেতার উপর রাগবশত কেউ বা কারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।'

একই বক্তব্য মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মণ্ডলের। তাঁর মন্তব্য, 'নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে শাসকদলের নেতারা। অপু মণ্ডল শাসকদলের নেতা। তাঁর স্ত্রী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। অথচ তাঁরা নিজের বাগানের আম গাছ রক্ষা করতে পারছে না।'

দুঃস্থদের শীতবস্ত্র প্রদান

পুরাতন মালদা ও পতিরাম, ১০ জানুয়ারি : মালদহ নাগরিক উন্নয়ন সমিতির মানবিক উদ্যোগে, সেবা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অফ মালদার সহযোগিতায় দুঃস্থ ৬০ জন বয়স্ক আদিবাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধদের মধ্যে কম্বল, চাদর, বিস্কুট, চকোলেট, কেক প্রদান করা হয়। শুক্রবার পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চলের মাধাইপুরে বেলাশেষে বৃদ্ধাশ্রমের পার্শ্ববর্তী গ্রামে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদহ নাগরিক উন্নয়ন সমিতির সহ-সভাপতি দীপালি ঝা, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ সান্যাল, আজীবন সদস্য সৌমেশচন্দ্র দাস ও রুমা সান্যাল, রক্তদান আন্দোলনের কর্মী অনিলকুমার সাহা প্রমুখ।

পতিরাম নীচাবন্দরের রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম প্রাঙ্গণে বেলুড় মঠ ও মিশনের উদ্যোগে এবং বালুরঘাট রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সত্যধর্মানন্দজি মহারাজের ব্যবস্থাপনায় ৫৮ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে সহায়তা তুলে দেওয়া হল। প্রত্যেককে একটি করে কম্বল ও দুই প্যাকেট করে বিস্কুট দেওয়া হয়।

'বিষপানে' তরুণের মৃত্যু

মালদা, ১০ জানুয়ারি : এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে শোরগোল পুরাতন মালদায়। মৃত ব্যক্তির নাম তারাপদ কোল (৩৫)। পরিবারের সদস্যদের অনুমান, মানসিক অবসাদের জেরে বিষপান করে আত্মঘাতী হয়েছেন তারাপদ। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত ব্যক্তির বাড়ি পুরাতন মালদা থানার অন্তর্গত আদিনা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটে নাগাদ জমিতে গিয়ে বিষ পান করেন তারাপদবাবু। ঘটনাটি নজরে আসার পর স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। ভোর তিনটে নাগাদ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তারাপদবাবুর।

বাৎসরিক ক্রীড়া

গঙ্গারামপুর ও পতিরাম, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার নিজ স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হল গঙ্গারামপুর শহরের কাদিহাট বেলবাড়ি হাইস্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৪, অনূর্ধ্ব ১৭ ও অনূর্ধ্ব ১৯ তিনটি বয়স বিভাগে ১২ টি ইভেন্টে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল ছাত্রদের ছিল ৪০০ মিটার দৌড়, ভোকেশনাল ছাত্রীদের জন্য ছিল মিউজিক্যাল চেয়ার, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য ছিল বাস্কেট বল নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা। দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের জন্য ছিল পাসিং দ্যা বল প্রতিযোগিতা।

পতিরাম বিবেকানন্দ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বাহিচা এলকে উচ্চবিদ্যালয় এবং আঙিনা-বরইট উচ্চবিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যথাক্রমে পারপতিরাম মাঠ, বাহিচা স্কুল মাঠ এবং আঙিনা-বরইট স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতাগুলিতে রান, লং জাম্প, হাইজাম্প সহ বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন

কালিয়াচক, ১০ জানুয়ারি : এলাকার মুখ্য রাস্তাটির অবস্থা বেহাল। যার জেরে ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে ঘটল তারই বহিঃপ্রকাশ । রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক মানুষ। কালিয়াচক থানার চরি অনন্তপুর পঞ্চায়েতের গোলাপগঞ্জ থেকে মহব্বতপুর পর্যন্ত প্রায় ৯ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির সংস্কারের দাবি জানিয়ে এসেছেন স্থানীয়রা। কোনও কাজ হয়নি।

এমতাবস্থায় শুক্রবার সকালে এলাকার কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক -শিক্ষিকা ও সচেতন মানুষজন বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বাহান্নকুড়ি মোড় এলাকায় দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তা অবরোধ করে রাখেন তাঁরা। শীঘ্রই রাস্তাটির সংস্কার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দেন বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দা শওকত আলি বলেন, 'আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। আজকে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বীজ বপন করা হল। রাস্তা না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।'

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক মুকুল মোল্লার অভিযোগ, 'প্রায় ২০ বছর আগে একবার রাস্তা মেরামত হয়েছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত রাস্তাটির সংস্কার হয়নি। ফলে রাস্তার যেখানে- সেখানে গর্ত হয়ে গিয়েছে। যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা পায়ে হেঁটেও যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েত সব জায়গায় জানানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই রাস্তাটির সংস্কারে কেউ এগিয়ে আসেননি।'

হাইভোল্টেজ তার বসাতে বাধা

মানিকচক, ১০ জানুয়ারি : বাড়ির গা ঘেঁষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাই ভোল্টেজ তার। যে কোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড়ো দুর্ঘটনা। তাই দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ সংযোগের সরকারি কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন মানিকচকের শিবনটোলার বাসিন্দারা। যদিও পরে মানিকচক পুলিশের হস্তক্ষেপে আবার কাজ শুরু হয়।

এদিন কাজ শুরু হতেই নিমাই মণ্ডল, পুলিন মণ্ডল, সরস্বতী মণ্ডল সহ স্থানীয়রা কাজে বাধা দেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি আটকে চলে বিক্ষোভ। গ্রামবাসীর দাবি, যেভাবে বাঁধের ওপর একেবারে বাড়ির গা ঘেঁষে বৈদ্যুতিক খুঁটি দেওয়া হচ্ছে, তাতে বাঁধের উপরে বসবাসকারী কুঁড়ে ঘর এবং খড়ের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এমনকি, বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও রয়েছে। স্থানীয় গৃহবধূ সরস্বতী মণ্ডলের বক্তব্য, 'গঙ্গা ভাঙনের হাত থেকে বেঁচে বাঁধের ধারে থাকছি। ব্লক প্রশাসন আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছে। তার ওপর বাড়ির গা ঘেঁষে যদি হাইভোল্টেজের বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়া হয় তাতে আমাদের প্রাণের ঝুঁকি হতে পারে। বাঁধের ধারে প্রচুর ফাঁকা জায়গা সেখান দিয়ে কেন তার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। যদি পরবর্তীতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তার দায় প্রশাসনকে নিতে হবে।'

প্লাস্টিক সচেতনতা

হবিবপুর, ১০ জানুয়ারি : প্লাস্টিক কতটা ক্ষতিকর সেই বিষয়ে সচেতনতার পাশাপাশি প্লাস্টিক বর্জন করতে প্রচার চালাল পুলিশ ও প্রশাসন। মালদা জেলা পুলিশের উদ্যোগে হবিবপুর থানার আয়োজনে এই প্লাস্টিক সচেতনতামূলক প্রচার অনুষ্ঠিত হয় হবিবপুরের আইহো এলাকায়। প্লাস্টিক সচেতনতায় হবিবপুর থানার পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন আইহো পঞ্চায়েতের প্রধান বাসনা মণ্ডল এবং আইহো ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ডালিম ঘোষ প্রমুখ। এদিন আইহো বাসস্ট্যান্ডে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়।

'মাছ ট্যাক্স' বন্ধে স্বস্তি মৎস্যজীবীদের

তনয়কুমার মিশ্র

মোথাবাড়ি, ১০ জানুয়ারি : কিছুদিন আগের কথা। নদী থেকে মাছ তুললে দাদাদের দিতে হবে কর। কত করে দিতে হবে, সেটাও নির্দিষ্ট করে দেন দাদারা। প্রতি কেজিতে মাছের দামের ওপর বসত ২০ শতাংশ ট্যাক্স। এ বাদে ছিল নৌকা এবং জালের জন্য কর। জেলা শাসকের নির্দেশে গত এক বছর ধরে সব পাওনা আদায় বন্ধ হওয়ায় যারা দাদাগিরি ট্যাক্স দিতে দিতে কার্যত নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল, তাদের অনেকেই পুরোনো পেশায় ফিরে আসতে শুরু করেছেন। নদীতীরবর্তী এলাকায় বাড়ছে নৌকার কদর। ভিনজেলা থেকেও আসছে নৌকা তৈরির কারিগর। একটু লাভের আশায় দিন গুনছেন বাবলু, রাজেশ। তৈরি হচ্ছে নতুন নৌকা। গঙ্গারামপুর থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে কাঠমিস্ত্রি রতন হালদারকে।

নৌকাতেই রান্না। শুক্রবার মোথাবাড়িতে তোলা সংবাদচিত্র।

রতন হালদার বলেন, 'ভুটভুটি সহ একটি নতুন নৌকা তৈরি করতে ২ লক্ষ টাকার বেশি খরচ হয়। নৌকাপিছু ৫০০ টাকা মজুরি পাই। এবার ৫টি নৌকা তৈরি করছি। অনেকেই লাভের আশায় নতুন নৌকা তৈরি করছেন।'

সকুল্লাপুরের মৎস্যজীবী বাবলু মণ্ডল বলেন, 'লকডাউনে মৎস্যজীবীদের অবস্থা খুব খারাপ হয়। এ বছর কর আদায় বন্ধ হয়েছে। আগামী বর্ষার আগেই নদীতে মাছ বেশি আসবে। তাই, পুরোনো নৌকা মেরামত করে নিচ্ছি।

দাদাগিরি কর বন্ধ হওয়ায় খুশি মৎস্যজীবী সৃজন চৌধুরী। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তাঁর অভিমত, 'বর্তমানে কর আদায় বন্ধ হয়েছে। আগামী বর্ষায় জল বেশি হলে মাছ ধরে রোজগার বাড়তে পারে। সেই আশায় দিন গুনছি।'

মৎস্যজীবীদের সংগঠন 'মালদা জেলা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতি'র আফজাল হোসেন জানান, 'আগে গঙ্গায় মাছ ধরলে কুড়ি শতাংশ কর দিতে হত। আন্দোলনের ফলে গঙ্গাকে ফ্রি জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে বহু মৎস্যজীবী তাদের পুরোনো পেশায় ফিরে আসছে। বাড়ছে নৌকার কদর।'

প্রাণীসম্পদমেলা শুরু

বুনিয়াদপুর, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার বংশীহারীর ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েতের মহুগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের মাঠে বসল প্রাণীসম্পদ বিকাশ মেলা। মেলার আয়োজন করে বংশীহারীর প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ। উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের কর্তা অভিজিৎ মণ্ডল, জয়দেব বেরা, সুমনকুমার রাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ প্রসাদ প্রমুখ।

এই উপলক্ষ্যে এদিন একটি শোভাযাত্রা বের হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অতিথিদের বরণের পর শুরু হয় আলোচনা সভা, টিকাকরণ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ডগ শো প্রতিযোগিতা। পুরস্কার বিতরণের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

সাইকেল বিলি

কালিয়াগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : কালিয়াগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার কালিয়াগঞ্জ ব্লকের তরঙ্গপুর নন্দকুমার উচ্চবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে সবুজ সাথীর সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরণ্ময় সরকার, তরঙ্গপুর নন্দকুমার উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সঞ্জয়কুমার রায়, বিদ্যালয়ের শিক্ষক এজামুল হক প্রমুখ। এদিন চারটি স্কুলের প্রায় ৫০০ জন পড়ুয়াদের হাতে এই সাইকেল প্রদান করা হয়।

৭ বছরের ব্যবধানে নৃশংস খুন

দুই দাদাকে হারানোর স্মৃতি হাতড়াচ্ছেন সুভাষ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১০ জানুয়ারি : দুই দাদা খুন হয়েছিলেন। সেই দগদগে ক্ষতটা সময়ের প্রলেপে কিছুটা নিরাময় পাচ্ছিল। কিন্তু বাবলা সরকারের হত্যায় স্বপন শর্মা গ্রেপ্তার হতেই প্রায় তিন দশক ধরে বয়ে বেড়ানো সেই যন্ত্রণাটা সুভাষের বুকে ফের চাগাড় দিয়ে উঠেছে।

সুভাষ হলেন নিতাই ও প্রশান্ত সরকারের ছোট ভাই। যে নিতাই ও প্রশান্তকে খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন বাবলা খুনে ধৃত স্বপন।

নিতাই, প্রশান্তদের বাড়ি ছিল কালীতলায়। সিপিএমের সদর দপ্তর মিহির দাস ভবনের ঠিক উলটোদিকে। এখনও সেখানে থাকেন তাঁদের বড় দাদা। তবে ছোট ভাই সুভাষ বেশ কয়েক বছর আগে আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে গিয়েছেন মকদুমপুরে। তিনি এখন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার এসসি মোর্চার সভাপতি। শুক্রবার সকালে বাড়িতে বসে পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন তিনি। সুভাষ বলেন, 'আমি তখন অনেক ছোট। পরপর দুই দাদাকে খুন হতে দেখেছি। স্বপন শর্মার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পরে দেখলাম বাইরে ঘুরছে। জামিনে নাকি ছাড়া পায়, মামলাও নাকি মিটেছে। বহু অপরাধে স্বপন শর্মার নাম জড়িয়ে।'

দিনটা ছিল ১৯৯১ সালের ৩১ অক্টোবর। চলছে উৎসবের মরশুম। ঠান্ডাটাও ভালোই পড়েছিল। কিছুটা কুয়াশা ছিল। তখন রাত প্রায় বারোটা। মালদা স্টেট বাসস্ট্যান্ডের সামনে বেঞ্চ পেতে আড্ডা দিচ্ছিলেন কয়েকজন যুব কংগ্রেস কর্মী। হঠাৎই একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায়। ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন নিতাই।

নিতাইয়ের বাবা সতীশ সরকার ছিলেন একটি ছাপাখানার মালিক। ইংরেজবাজার পুরসভার সামনে সতীশবাবুর ছাপাখানা ছিল। তিনি গৌড়বঙ্গ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এহেন পরিবারের ছেলে নিহত হওয়ার ঘটনা জেলায় আলোড়ন ফেলে।

দাদার হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ভাই প্রশান্ত সরকার। সেটাই তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। সাত বছর পর ১৯৯৮ সালের ১৬ এপ্রিল। মালদা জেলার রাজনীতির ইতিহাসে আরও একটি কালো দিন। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ হংসগিরি লেনের দিক থেকে বাড়ি ফিরছিলেন প্রশান্ত। পথে গোলাপট্টি বাইলেনে তাঁকে কুপিয়ে খুন করা হয়। এই দুটি ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম ছিল স্বপন। নিতাই ও প্রশান্ত দুজনেই কংগ্রেসের অনুগামী। সেই অতীত ঘাঁটতে গিয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেন সুভাষ।

বাবলার স্মরণসভায় আসছেন সুব্রত, জয়প্রকাশ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১০ জানুয়ারি : বাবলা খুন নিয়ে একেই দ্বিধাবিভক্ত জেলা তৃণমূল। এরই মধ্যে রবিবার স্মরণসভার আয়োজন করা হচ্ছে মালদা শহরের রামকৃষ্ণপল্লি ময়দানে। এই স্মরণসভায় যোগ দিতে মালদায় আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি সুব্রত বক্সী ও সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার।

রবিবার দুপুর ১টায় আয়োজিত স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। বাবলা স্মরণে আয়োজিত সভায় মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লক ও দুই শহরের নেতৃত্ব স্থানীয়দের সঙ্গে সাধারণ কর্মীরাও উপস্থিত থাকবেন। শুক্রবার এমনই জানিয়েছেন জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু।

যদিও বাবলা খুনের পর বড় কোনও শোক মিছিল হয়নি জেলা তৃণমূলের তরফে। যা নিয়ে জেলা জল্পনা ছিল। একইসঙ্গে এই স্মরণসভার পর বড় কোনও খোলাসা করবেন না তো বাবলা-জায়া, এই জল্পনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাবলা সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন। বিশ্বজিৎ সেনের পর তিনিই মালদা জেলা তৃণমূলের দীর্ঘদিন সভাপতি পদে ছিলেন। পরবর্তীতে অনেকেই মালদা জেলার তাবড় তাবড় নেতা কংগ্রেস-সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে এসেছেন। দলের অসময়ের সঙ্গী বাবলা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই বাবলা সরকারের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলাদা সহানুভূতি ছিল। তাই তাঁর খুনের ঘটনার তদন্তের জন্য জোর দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। রাজ্যের নির্দেশেই বাবলা সরকারের স্মরণসভা বড় আকারে পালন করতে উদ্যোগী হয়েছে জেলা নেতৃত্ব।

দলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুর কথায়, বাবলা সরকার দলের প্রতিষ্ঠালগ্নের সঙ্গী। তিনি জেলা সভাপতিও ছিলেন। দলের তরফে রামকৃষ্ণপল্লি ময়দানে রবিবার বেলা ১টায় স্মরণসভা করা হবে। জেলার প্রতিটি ব্লকের নেতা-নেত্রী ও পুরাতন মালদা ও মালদা শহরের নেতাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও উপস্থিত থাকবেন। থাকবেন সুব্রত বক্সী ও জয়প্রকাশ মজুমদার। হাজার সাতেক মানুষের সমাগম হবে এই সভায়।

বাবলা সরকার খুনের মামলার শুনানির জন্য আদালত চত্বরে পুলিশকর্মীরা। - অরিন্দম বাগ

সিবিআই তদন্তের দাবি করছে বিরোধীরা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১০ জানুয়ারি : বাবলা সরকার খুনে 'বড় মাথা'র পরিচয় খোঁজা যে সিবিআই তদন্ত ছাড়া অসম্ভব তা মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শাসকদলের নেতারা পুলিশে আস্থা রাখলেও বিরোধীদের দাবি সিবিআই তদন্ত।

দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর দাবি, 'এরপরেও বড় মাথা ধরা না পড়লে সিবিআই তদন্তের দাবি জোরদার তোলা হবে।' বাবলা খুন কাণ্ডে নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাজ্য পুলিশকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, মূলচক্রী ধৃত। মালদা জেলার রাজনৈতিক মহল তা মানতে রাজি নন। কার্যত তা মেনে নেননি মৃতের স্ত্রী চৈতালি সরকার। তাঁদের বক্তব্যে বারবার উঠে আসছে বড় মাথার তত্ত্ব। একইভাবে বাবলা খুনের রহস্য ভেদ করতে জেলা পুলিশের উপর আস্থা না রেখে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে তদন্তের কথা বলছেন সিপিএমের জেলা কমিটির সম্পাদক অম্বর মিত্র। তাঁর সাফ কথা, 'জেলা পুলিশ না পারলে সিবিআই তদন্ত দরকার।'

শুধু কংগ্রেস, সিপিএমের নেতারাই নন, বড়মাথা ধরতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তদন্তের পক্ষপাতী মালদা জেলা বিজেপির মুখপাত্র অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। তৃণমূলের সঙ্গে বাম জামানার তুলনা করে তাঁর কটাক্ষ, 'সিপিএমের সময় থেকে এখনও কোনও খুনেরই বড় মাথারা ধরা পড়েনি। এক্ষেত্রেও তাই হতে পারে। মনে হচ্ছে জেলা পুলিশ পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

> সিবিআই ছাড়া এই বড় মাথা ধরা অসম্ভব। পুলিশের উপর রাজনৈতিক চাপ রয়েছে। তাই আরজি কর থেকে বাবলা সরকার খুনের ঘটনার কোনওটারই আসল রহস্য উন্মোচন হচ্ছে না।
>
> **ইশা খান চৌধুরী,** সাংসদ

গ্রেপ্তার হওয়ার পর নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি বারবার অভিযোগ করেছিলেন, পিছনে বড় মাথা আছে। কিন্তু বড় মাথা কে, তা সেদিন খোলসা করে বলেননি। তবে বিরোধীরা যাই বলুন, জেলা পুলিশেই আস্থা রাখছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী। তাঁর কথায়, 'এখনও যারা ধরা পড়েছে, তাদের ধরেছে জেলা পুলিশই। আমরা পুলিশেই আস্থা রাখছি। আশা করি, বাকি যারা ধরা পড়েনি তাদের খুব শীঘ্রই জেলা পুলিশ গ্রেপ্তার করবে।'

তজমুলকে আরও তিন রক্ষী

নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন একজন এএসআই'ও

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১০ জানুয়ারি : বাবলা সরকার খুনের ঘটনার পরে রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেনের নিরাপত্তা বাড়ানো হল। আগে ছিলেন একজন পার্সোনাল বডিগার্ড ও কনভয়। এবার বাড়ল আরও তিন রক্ষী। পাঁচ রক্ষীর মধ্যে একজন এএসআই পদের পুলিশ অফিসারও আছেন। আবার মন্ত্রী বাড়তি নিরাপত্তা পাওয়ায় এবার তৃণমূলের অন্যান্য নেতা-নেত্রীদের দাবি, তাঁদের জন্যও রক্ষী মোতায়েন হোক।

মন্ত্রী তজমুল যে এলাকার বিধায়ক সেই হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের সভানেত্রী মর্জিনা খাতুনের দাবি, পুলিশ-প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাড়ানো হয়নি।

জেলা পরিষদ সদস্য মর্জিনার আক্ষেপ, 'আমি তৃণমূলের ব্লক সভানেত্রী। দলের কাজে রাতবিরেতেও এলাকায় ঘুরতে হয়। নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কায় আছি। এর আগেও জেলা পুলিশকে নিরাপত্তার জন্য বলেছিলাম। কিন্তু তারা শোনেননি।'

বিরোধীরা অবশ্য কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন তুলছেন, যে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার কোনও সমস্যা নেই বলে দাবি করা হয় সেখানে শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের এত নিরাপত্তার আশঙ্কা কেন?

> আমি তৃণমূলের ব্লক সভানেত্রী। দলের কাজে রাতবিরেতেও এলাকায় ঘুরতে হয়। নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কায় আছি। এর আগেও জেলা পুলিশকে নিরাপত্তার জন্য বলেছিলাম। কিন্তু তারা শোনেননি।
>
> **মর্জিনা খাতুন,** সদস্য, জেলা পরিষদ

অন্যদিকে, দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা মেনে নিলেন আরেক জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। পাশাপাশি তাঁর দাবি, বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় হরিশ্চন্দ্রপুরে বিহারের দুষ্কৃতীরা এসে অপরাধমূলক কাজকর্ম করে চলে যাচ্ছে।

ওই প্রসঙ্গে এলাকার বিরোধীদের দাবি তৃণমূলের বিপদ বিরোধী দলের কারও কাছ থেকে নয়, তাদের দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে দলের নেতৃত্বের মধ্যে আক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে চলেছে। নিজেদের দলের লোকই তাদের কাছে বিপদের কারণ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাবলা সরকার খুনের ঘটনার পর থেকেই মালদা সহ বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীদের সরকারি নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী হওয়াতে এবং বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় দুই বিহার দুষ্কৃতীর ধরা পড়ার পর থেকেই এলাকার শাসকদলের নেতাদের মধ্যে চরম আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

এলাকার দলীয় সূত্রে দাবি, এলাকার অনেক হেভিওয়েট নেতা-নেত্রী এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। কেউ কেউ আবার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী রাখার চিন্তাভাবনাও করছেন।

অন্যদিকে, বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য রূপেশ আগরওয়ালা বলেন, 'তৃণমূল নেতাদের ভয় বিরোধীদের থেকে নয়। পুলিশ এখন সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তার থেকে তৃণমূল নেতাদের নিরাপত্তায় দিতে ব্যস্ত।'

> তৃণমূল নেতাদের ভয় বিরোধীদের থেকে নয়। পুলিশ এখন সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তার থেকে তৃণমূল নেতাদের নিরাপত্তায় দিতে ব্যস্ত।
>
> **রূপেশ আগরওয়াল**
> সদস্য, বিজেপির জেলা কমিটি

সুদিন ফিরে পেতে অকাল বিশ্বকর্মাপুজো

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১০ জানুয়ারি : রাজ্য শিল্পহীন। সামান্য দিনমজুরি খাটবে বলে অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে। ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বহুজনের। শিল্পহীন বাংলার প্রতি একদিন লক্ষ্মী সদয় হবেন এই আশায় হরিশ্চন্দ্রপুরের তাঁতিপাড়ায় গত ৪০ বছর ধরে পৌষ মাসে হয়ে আসছে বিশ্বকর্মাপুজো। এদিন সূচনা হল পুজোর।

কথা হচ্ছিল এই পুজোর সভাপতি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হারাধনচন্দ্র দাসের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'একসময় এই কিসমত বড়ল গ্রামে তাঁত শিল্পের রমরমা ছিল। গ্রামটি মূলত তাঁতিদের গ্রাম। গঠিত হয়েছিল তন্তুবায় সমিতি। এই সমিতি থেকে এলাকার বেশ কয়েকজন সরকারি চাকরিও পেয়েছিল।'

আক্ষেপের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক বলেন, 'তৎকালীন সরকারের উদ্যোগের অভাবে সমিতি বেশিদিন টেকেনি। একই সময় কালিয়াচকেও তৈরি হয়েছি তন্তুবায় সমিতি। সেই সমিতি আজও চলছে।'

স্থানীয় তাঁতি সুশান্ত দাস বলেন, 'বাবা-দাদুরা তাঁতশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। এখনও এলাকার অনেকের ঘরেই পুরোনো যন্ত্রপাতি দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সরকারি সাহায্যের অভাবে সুদিন শেষ। কিন্তু পরম্পরা মেনে আজও আমরা বিশ্বকর্মা পুজো করি।'

পুজো কমিটির কর্মকর্তা তথা পঞ্চায়েত মেম্বার ঐশিক দাস বলেন, 'পুজো ৪৪ বছরে পড়ল। এই পুজো উপলক্ষ্যে তিনদিন চলবে কীর্তন। সেই সঙ্গে দুঃস্থদের বস্ত্র বিলি ও নারায়ণ সেবা হবে।

বর্তমানে গ্রামে তাঁতকল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সরকার থেকে মেলে না সাহায্য। তাঁত চালানোর খরচের ধাক্কায় অনেকেই বাপ-ঠাকুরদার পেশা ছেড়ে দিলেও ঐতিহ্য মেনে আজও তারা বিশ্বকর্মা পুজো করেন। একটাই আশা, আবার যদি সেই তাঁত শিল্পের সুদিন ফেরে।

কালিয়াচকে প্রস্তুতি ও সামসীতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

কালিয়াচক ও সামসী, ১০ জানুয়ারি : কালিয়াচক ১ ব্লকে বইমেলা বসবে সুজাপুরের হাতিমারি ময়দানে। শুরু হবে ২১ জানুয়ারি, চলবে ছয় দিন ধরে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হবে বইমেলা। ছয়দিন ধরে চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শুক্রবার বিকেলে নয়মৌজা হাইস্কুলে মেলা কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা ছিলেন, উপস্থিত ছিলেন বইমেলা কমিটির সম্পাদক শারিফুল ইসলাম, সদস্য আতিউর রহমান, কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ নাজিবুর রহমান, বিশিষ্ট শিক্ষক আবুল বারকাত, শিল্পপতি আজিজুর রহমান, বিশিষ্ট চিকিৎসক তাসলিম আরিফ সহ অন্যরা। বইমেলা কী করে সফল করে তোলা যায়, তা নিয়ে প্রস্তুতি সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এদিকে সামসী বইমেলা কমিটি ও মালদা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক(মাধ্যমিক)করণের যৌথ উদ্যোগে সামসী এগ্রিল হাইস্কুল প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে বইমেলা। শুক্রবার ছিল বইমেলার চতুর্থ দিন। এদিনও বইমেলার শুরুতেই ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। তারপর ছিল খড়িমাটি দিয়ে আলপনা প্রতিযোগিতা। এছাড়াও ছিল বিনামূল্যে আইনি সহায়তা শিবির। দিল্লি বার কাউন্সিলের সদস্য তথা আইনজীবী ও ওয়াসিম আকরাম উপস্থিত ছিলেন আইনি সহায়তা শিবিরে। সামসী প্রত্যাশা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। স্বাস্থ্য শিবিরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডাক্তার মাহবুবুর রহমান।

পথসভা

গঙ্গারামপুর, ১০ জানুয়ারি : সিপিআইএমের ২৪তম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলনকে সামনে রেখে বৃস্পতিবার গঙ্গারামপুর চৌপথি মোড়ে একটি পথসভা করল সিপিআইএমের গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির নেতৃত্ব। পথসভায় জেলা সম্মেলনকে সফল করতে দলীয় কর্মীদের বার্তা দেওয়া হয়। সঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক কাজের বিরোধিতা করেন সিপিআইএম নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক জীবনকুমার সরকার, জেলা নেতৃত্ব অচিন্ত্য চক্রবর্তী, তৌহিদ আমন, সুশান্ত বিশ্বাস, সুবীরকুমার দাস প্রমুখ।

ডাকাতির ছক ভেস্তে ধৃত ৪

হরিরামপুর, ১০ জানুয়ারি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার মাঝরাতে ডাকাতির ছক ভেস্তে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করল হরিরামপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে দু'জন আজাদ মিয়াঁ (২৪) এবং গোলাপ মিয়াঁ (২৬)। তাদের বাড়ি মালদা জেলার রতুয়া থানার পরানপুর গ্রামে। অপর দুইজন ধৃতের নাম মাজিফুল নাদাপ (২৩) ও মহম্মদ সিন্টু (৩৬)। বাড়ি মানিকচকের নুরপুরে।

হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদারের বক্তব্য, 'বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় গোপন সূত্রে খবর পাই হরিরামপুর থেকে গাজোল যাওয়ার রাস্তায় দানগ্রাম বাজারের কাছে বেশ কয়েকজন ডাকাতির উদ্দেশ্যে একত্রিত হচ্ছে। আমরা তাদের পেছনে ধাওয়া করি। বেশ কয়েকজন পালিয়ে গেলেও চারজনকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধরা হয়েছে। ওই ডাকাতদলের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে হাঁসুয়া, চাকু, দড়ি, শাবল, গ্যাস লাইটার।'

জমি বিবাদে জখম তরুণ

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের রক্তারক্তির ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সাহাজাহান আলি (২৪), অন্যজনের নাম মধুসূদন দাস (৪৮)। তাঁদের বাড়ি রায়গঞ্জের মাড়াইকুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পদ্মপুকুর গ্রামে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

প্রতিবেশীর মারে ফাটল মাথা

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মারধর দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি রায়গঞ্জের টেনহরি পদ্মপুকুর এলাকার বাসিন্দা ভক্ত দাস (৩০)।

ভক্তের দাদা মধুসূদন দাস বলেন, 'সপ্তাহখানেক আগে আমরা ট্র্যাক্টরের মাধ্যমে বাড়িতে মাটি ফেলছিলাম, সেইসময় প্রতিবেশী কুমিরুদ্দিনের খড়ের পালার উপরের অংশটি ভেঙে যায়। তারপর আমরা সেই অংশটি ঠিকও করে দিই। এরপর হঠাৎ এদিন পুরোনো সেদিনের প্রসঙ্গ টেনে কটূক্তি করতে থাকে অভিযুক্ত। প্রতিবাদ করতে গেলে বচসা শুরু হয়। সেইসময় আমার ভাই ভক্তকে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে কুমিরুদ্দিন সহ তার পরিবারের সদস্যরা।'

এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

পিষ্ট হয়ে মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক অবসরপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসনের কর্তার। এই ঘটনায় ডাম্পারের চালক শ্যামল দস্তিদারকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে অভিযুক্তকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন। অভিযুক্ত শ্যামল দস্তিদারের বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার শ্রীকলোনি এলাকায়।

৮ বছরে ওয়ার্ডবাসীর প্রাপ্তি শুধু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

তাঁর পরিচিতি ছিল ডাকাবুকো নেতা হিসাবে। ২০১৭-তে পুরভোটের মুখে তৃণমূলে যোগ দিয়ে টিকিট পান। জিতেও যান রায়গঞ্জের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তপন দাস। সেভাবে উন্নয়ন করতে না পারলেও ব্যবস্থা করেছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের। লিখলেন দীপঙ্কর মিত্র।

দলবদলু নেতা

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : রাজনৈতিক জীবনে সিপিএমের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে পরিচিত দীর্ঘদিনের। শহরে তো বটেই গ্রামাঞ্চলেও তাঁর পরিচিতি ছিল ডাকাবুকো নেতা হিসেবে। ১৯৯১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পুরসভায় ২২ নং ওয়ার্ডে সিপিএমের কাউন্সিলার ছিলেন তপন দাস।

২০১৭-তে পুরভোটের মুখে দলের বেশ কয়েকজন কাউন্সিলারের সঙ্গে তিনিও তৃণমূলে যোগ দেন। টিকিটও পেয়ে যান। সিপিএমের প্রার্থী অশোক পালকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেন। যদিও নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে সরব হয় বিরোধীরা। ২০২২ সালে পুরসভার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হলেও ভোট না হওয়ায় কোঅর্ডিনেটর পদে রয়েছেন তপনবাবু। ওয়ার্ডে ২০১৭ সালের আগে কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ডের আমলে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছিল। তারপর আর কিছুই হয়নি। অভিযোগ তেমনই। রাস্তাঘাট, নিকাশিনালা, পানীয় জলের যেমন অবস্থা ছিল সেরকমই রয়েছে। দুই একটি নতুন রাস্তা ও ড্রেন ছাড়া আর কিছুই হয়নি। ওয়ার্ডের একমাত্র হাইড্রেনটির (যুবশ্রী কালীমন্দির থেকে বিপ্লবী ক্লাব পর্যন্ত) বেহাল অবস্থা।

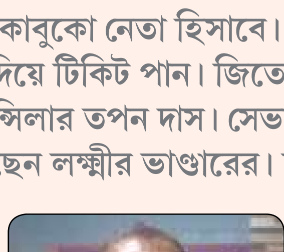

সিপিএমের একমাত্র দলবদলু কাউন্সিলার তপন দাস।

> তৃণমূলের আমলে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। এখন অনেক টাকা আসছে। ওয়ার্ডে আমি নিজেও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। উন্নয়নের জন্যই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলাম।
>
> **তপন দাস**

যদিও দলবদলু কাউন্সিলার হলেও শ্মশান কলোনি এলাকায় যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে। দিনের অধিকাংশ সময় শ্মশান কলোনি এলাকার মানুষদের নিয়ে থাকেন। তাদের সুখ-দুঃখে তপনবাবু যেন আপনজন। সেভাবে উন্নয়ন করতে না পারলেও ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করেছেন। ওয়ার্ডে ৯৬০ জন মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা পান। বার্ধক্য ভাতা পান ৪৮৪ জন, বিধবা ভাতা ২২২ জন এবং প্রতিবন্ধী ভাতা পান ৩০ জন। প্রায় ১২০০ হোল্ডিং রয়েছে ওয়ার্ডে।

এলাকার বাসিন্দা সুপ্রিয় কুণ্ডু বলেন, আমাদের এলাকার হাইড্রেনের অবস্থা বেহাল। কারও নজর নেই। ড্রেনের সংস্কার জরুরি। কারণ, বর্ষায় এই ড্রেন দিয়ে শহরের দূষিত জল বের হয়। তপন দাসের দাবি, 'তৃণমূলের আমলে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। এখন অনেক টাকা আসছে। ওয়ার্ডে আমি নিজেও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। উন্নয়নের জন্যই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলাম।'

তাঁর আরও বক্তব্য, 'আমার ওয়ার্ডে অধিকাংশ মানুষ নিম্নবিত্ত শ্রেণির। হাটঘাট করে জীবিকানির্বাহ করে। আগে এই এলাকা সমাজবিরোধী এবং নেশাগ্রস্তদের মুক্তাঞ্চল ছিল। পুলিশ সেটা পুরোপুরিভাবে বন্ধ করেছে। তবে এই ওয়ার্ডে শ্মশান থাকায়, বাইরের লোকেরা এসে নেশা করে। তপন দাস ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'এই ওয়ার্ডের বীণাদেবী এবং শিববাড়ির প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা রায়গঞ্জ করোনেশন ও রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে।'

শংসাপত্র জাল করে পঞ্চায়েত প্রধানের জমি রেকর্ড

বিধান ঘোষ

হিলি, ১০ জানুয়ারি : উত্তরাধিকার শংসাপত্র জাল করে জমি রেকর্ডের চেষ্টার অভিযোগ উঠল অসাধু চক্রের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে হিলি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ধলপাড়া পঞ্চায়েত প্রধান। অভিযোগ পেতেই মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পঞ্চায়েত প্রধান প্যাডে উত্তরাধিকার শংসাপত্র জাল করার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

সম্প্রতি, হিলির ধলপাড়া পঞ্চায়েতের পূর্ব কালিকাপুর গ্রামের বাসিন্দা আবদুল লতিফ প্রামাণিক ও নুরুজ্জামান প্রামাণিক। তাঁদের পিতা মৃত খেজমত আলি প্রামাণিক। অভিযোগ, কয়েকমাস আগে খেজমত আলি প্রামাণিকের ছোট ছেলে নুরুজ্জামান প্রামাণিক ওই ব্যক্তির বড় ছেলে আবদুল লতিফ প্রামাণিককে অন্ধকারে আড়াল করে উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিজের নামে জমি রেকর্ড করে। পরবর্তীতে ঘটনাটি নজরে আসে আবদুল লতিফ প্রামাণিকের। ঘটনায় আবদুল লতিফ প্রামাণিক তথ্যের অধিকার আইনের মাধ্যমে ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে শংসাপত্রের আবেদন করে। ওই শংসাপত্রটি হাতে পেতেই চক্ষু চড়কগাছ সকলের। ঘটনায় খেজমত আলি প্রামাণিকের একজন ছেলের হয়ে উত্তরাধিকার শংসাপত্র ইস্যু করেছে সংশ্লিষ্ট প্রধান বলে ওই শংসাপত্রে উঠে আসে। তারপরেই ওই ঘটনায় রেকর্ড সংশোধনের আবেদন করে জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ও ধলপাড়া পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আবেদন করেন। ওই আবেদন পেতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেন পঞ্চায়েত প্রধান। তদন্তে ওই উত্তরাধিকার শংসাপত্রের মেমো নম্বর, পঞ্চায়েতের সিল ও প্রধানের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে বলে উঠে আসে। ঘটনায় তড়িঘড়ি হিলি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান।

অভিযোগকারী আবদুল লতিফ প্রামাণিক বলেন, 'আমার ভাই বাবার উত্তরাধিকার শংসাপত্রে আমাকে আড়াল করে সম্পূর্ণ জমি নিজের নামে রেকর্ড করিয়ে নিয়েছে। ঘটনাটি নজরে আসতেই তথ্য বের করে জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার, সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং পঞ্চায়েতে প্রধানের কাছে রেকর্ড সংশোধন করে সুবিচারের আবেদন করেছি।'

ধলপাড়া পঞ্চায়েত প্রধান বীথিকা ঘোষ জানান, 'আমরা একটি আবেদনের ভিত্তিতে প্রক্রিয়া শুরু করি। তাতেই উত্তরাধিকার শংসাপত্রে অসংগতি ধরা পড়ে। জমির রেকর্ডের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের নামে জাল উত্তরাধিকার শংসাপত্র তৈরি করে ব্যবহার করা হয়েছে। ওই উত্তরাধিকার শংসাপত্রে মেমো নম্বর, পঞ্চায়েতের সিল এবং আমার স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে। হিলি থানায় অভিযোগ করেছি। কোনও ভুয়ো কার্যকলাপ বরদাস্ত করব না।'

হিলির সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দ্বীপেশকুমার মল্লিকের কথায়, 'খেজমত আলি প্রামাণিক ২০২৪ সালের দলিল নম্বর ৩৫০৩-এর মাধ্যমে নুরুজ্জামান প্রামাণিককে জমি দান করেছে। সেই দলিল দিয়ে এগজিকিউশন হয়। সেসময় নুরুজ্জামান প্রামাণিক একটি লিগ্যাল হেয়ার সার্টিফিকেট দাখিল করেন। পরবর্তীতে আরটিআইয়ের মাধ্যমে লিগ্যাল হেয়ার সার্টিফিকেটটি এক আবেদনকারীকে প্রেরণ করা হয়। আমার কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে পুলিশে অভিযোগ করব।'

হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাসের বক্তব্য, 'ধলপাড়া পঞ্চায়েত প্রধান একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পঞ্জিকা
বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা
সর্বাধিক প্রচলিত

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৩ সংখ্যা, শনিবার, ২৬ পৌষ ১৪৩১

‘ইন্ডিয়া’র ভবিষ্যৎ

দিল্লি বিধানসভা ভোটে গত তিনবারের মতো এবারও আপ, বিজেপি ও কংগ্রেসের ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, ‘ইন্ডিয়া’ জোটের বদান্যতায় আপ-কংগ্রেস জোটবদ্ধ হয়ে বিজেপির মোকাবিলা করবে। সেই ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করে দুই শিবিরই সম্মুখসমরে নেমেছে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে শেষ হাসি কারা হাসবে, তার জন্য ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় নেই।

তবে আপ-কংগ্রেস দ্বন্দ্বের জেরে ভোটের মুখে ‘ইন্ডিয়া’ জোটকে ভেঙে দেওয়ার দাবি ওঠায় বিরোধী শিবিরের অন্দরের সমীকরণ ক্রমশ ঘোলাটে হচ্ছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলকে ইতিমধ্যে সমর্থন ঘোষণা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল, অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি)। এই পরিস্থিতিতে জোট রেখে দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

ওমরের মতে ‘ইন্ডিয়া’ জোট যদি শুধু লোকসভা ভোটের জন্য করা হয়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে এই জোট ভেঙে দেওয়া উচিত। আর যদি বিধানসভা ভোটের জন্যও করা হয়ে থাকে, তাহলে সবার উচিত একসঙ্গে পথ চলা। ওমর যেটা বলেননি, সেটা তেজস্বী খোলসা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপিকে আটকানোর উদ্দেশ্যেই ‘ইন্ডিয়া’ তৈরি হয়েছিল। এখন আর সেই জোটের গুরুত্ব নেই।

অতীতে কংগ্রেসের অনেক নেতাও বলেছিলেন, সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপির মোকাবিলায় ‘ইন্ডিয়া’ তৈরি হয়েছে। রাজ্য স্তরে কোনও জোট নেই। ‘ইন্ডিয়া’র সার কথা এটাই। রাজ্য স্তরে জোট নেই বলেই দিল্লিতে আপ-কংগ্রেসের দ্বৈরথ হচ্ছে। একই কারণে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল বনাম কংগ্রেস, কেরলে কংগ্রেস বনাম সিপিএমের দ্বন্দ্ব বর্তমান। রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট, চরিত্র আলাদা। লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটের বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা। এটাই ভারতীয় রাজনীতির চালচরিত্র, চেহারা।

এই বিষয়টিকে যেন ইচ্ছা করে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে কোনও জোটে শরিকি টানাপোড়েন স্বাভাবিক। বড় শরিকের সঙ্গে বাকিদের মতান্তরও স্বাভাবিক। শুধুমাত্র সেই কারণে জোট ভেঙে দেওয়া অযৌক্তিক। ‘ইন্ডিয়া’য় বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। ওমর বেশ কিছু যুক্তিসংগত প্রশ্ন তুলেছেন। জোটের বৈঠক না ডাকা, জোটের অ্যাজেন্ডার অস্পষ্টতা, জোটের নেতৃত্ব ইত্যাদি নিয়ে।

অতীতে ইউপিএ-র অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি ছিল। জোটের নেতৃত্ব স্পষ্ট ছিল। নিয়মিত জোটের বৈঠক হত। ‘ইন্ডিয়া’য় তেমন হয়নি। কংগ্রেস বড় শরিক বলে দায়িত্ব তাদের বেশি। এখনও পর্যন্ত অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি হল না কেন, কেনই বা সংসদের অন্দরে ও বাইরে সমন্বয় রাখা হচ্ছে না ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব নেই। কংগ্রেস, তৃণমূল, আপ, সমাজবাদী পার্টি, সিপিএম ইত্যাদি সব দলই বিজেপিকে হারাতে চায়। কিন্তু তাদের কথায় ও কাজে পাহাড়সমান ফারাক। যা জোট রাজনীতিতে মানানসই নয়।

এনডিএ-তেও শরিকদের আবদার মাথায় রাখতে হয় বিজেপিকে। কিন্তু শরিকদের মধ্যে জেডিইউ এবং তেলুগু দেশম বাদে আর কোনও দল বিজেপির ধারেকাছে নেই বলে বিজেপির সুবিধা। নীতীশ, চন্দ্রবাবুর দল দেওয়া-নেওয়ার বাধ্যবাধকতায় বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। ফলে বিজেপিকে চটায় না। ‘ইন্ডিয়া’ জোটের ছবিটা আলাদা। তৃণমূল, আপ, ডিএমকে, সিপিএম ইত্যাদি দল কোনও না কোনও রাজ্যের ক্ষমতায় রয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ, বিহারে কংগ্রেসের তুলনায় সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি’র প্রভাব বেশি। ফলে কংগ্রেস বড় শরিক হলেও ওই দলগুলির গুরুত্ব কম নয়। কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নেই বলে তাদের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলা আঞ্চলিক দলগুলির পক্ষে সহজ। বিজেপির বিরুদ্ধে একক লড়াইয়েও কংগ্রেসের তুলনায় তৃণমূল, আপ, সমাজবাদী পার্টির স্ট্রাইক রেট বেশি। তাই ‘ইন্ডিয়া’ জোটে সমস্যা বাড়ছে। কংগ্রেস সহ সমস্ত শরিক নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় অধিক নজর না দিলে জোটের অস্তিত্ব বিলীন হতে বাধ্য।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

পাকিস্তানি বাঙালি : যন্ত্রণার চালচিত্র

বাংলাদেশে উথলে উঠছে পাকিস্তান প্রেম। অথচ পাকিস্তানে দু’লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশি ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আল জাজিরা চ্যানেলে বছর দুই আগে পাকিস্তানের দুই প্রতিভাবান জিমনাস্টকে নিয়ে তথ্যচিত্র দেখিয়েছিল। পাকিস্তানে দুজনে অপ্রতিরোধ্য। অথচ দেশের প্রতিনিধিত্ব করার কোনও অধিকার নেই করাচির ছেলেমেয়ে দুটির। কারণ? তাঁরা বাঙালি।

স্বপ্ন দেখেন দুজনে। এবং সেই স্বপ্ন মরে যেতে থাকে করাচির এক সুবিশাল বস্তির আবর্জনায়, পূতিগন্ধময় ড্রেনে।

বিমানে মুম্বইয়ে যাচ্ছেন হয়তো। ল্যান্ড করার সময় নীচে তাকালে অবশ্যই দেখেছেন ধারাভি বস্তি। মানুষ কত কষ্টে থাকে, তার ইঙ্গিত দিয়ে যায় ওই ভয়ংকর দৃশ্যমালা। একইরকম হিমশীতল অনুভূতি হয় ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো বিমানবন্দরে নামার সময়। নীচে চোখে পড়বে ফাভেলা-- সেখানকার কুখ্যাত বস্তি। খুন, ছিনতাই, ড্রাগস পাচারই সেখানে জীবনের অন্য নাম।

করাচির ওই মচ্ছর বস্তি এমনই ভয়ংকর। দিনে-দুপুরে আতঙ্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে। ৭ লক্ষ লোক সেখানে। অন্তত ৬৩ শতাংশ স্পষ্ট বাংলায় কথা বলেন। এমন আরও তিনটি বস্তি পাবেন করাচিতে। এসআইটিই টাউনে চিটাগং কলোনি। অন্যদিকে মুসা কলোনি। সর্বত্র এখনও বাংলায় কথা বলে লোক। কতদিন পারবে জানি না।

এখানকার অন্য নাম ভয়াবহ দারিদ্র্য। ঘুপচি বাড়ি, উপচে পড়া নর্দমা চারদিকে, রাস্তা হয়নি অনেক জায়গায়। করাচিতে লোকের বাড়ি বাড়ি রান্না করে, পরিচারকের কাজ করে তাঁদের রোজগার। অথচ এত বছরেও এঁদের নাগরিকত্ব দেয়নি পাক সরকার। আগে দেওয়া পরিচয়পত্র তুলে নেওয়া হয়েছে অনেক বছর। মাঝে মাঝেই পুলিশ এসে বলে, পরিচয়পত্র দেখাও। না দেখাতে পারলেই ঘুষ দিতে হয়। তাঁরা কার্ড না থাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন না, পারেন না ভালো স্কুলে ছেলেদের পাঠাতে। সরকারি চাকরি জোটে না, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধেও। হাজার ঝামেলা, হাজার কৈফিয়ত।

তাঁরা তাহলে কোন দেশের নাগরিক, এতদিনেও মীমাংসা হয়নি। সরকারি কার্ড না পাওয়ায় ক্লাস এইটের পর পড়াশোনা বন্ধ। ভর্তিই নেবে না স্কুল। ভবিষ্যৎ? শুধু লোকের বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করা। মচ্ছর কলোনির কিছু মহিলা রাত তিনটে থেকে চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়ান প্রচুর কষ্ট করে। ১০ কেজি চিংড়ির খোসা ছাড়ালে মেলে ১৫০ টাকা। বরফে রাখা মাছ নিয়ে কাজ করলে হাতের চামড়া নষ্ট হয়ে যায়। কিছু করার নেই, স্বামী বেকার। মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যায় আরব সাগরে।

তিনটি বস্তিকেই করাচির লোকে বলে ‘মিনি বাংলাদেশ’। আর একটা জায়গা আছে ওরাঙ্গি টাউন। সেখানে বাংলাদেশের বিহারি মুসলমানরা ১৯৭১ সালের পর এসে ডেরা বাঁধেন।

দুটো কারণে এই অসহায় পাকিস্তানি বাংলাদেশিদের কথা মনে পড়ল এই সময়।

এক, বিদ্বেষের বাংলাদেশে পাকিস্তান প্রীতি রাতারাতি অবিশ্বাস্য বেড়ে গিয়েছে। পাকিস্তানই যেন স্বর্গ। মুজিবুরের মুক্তিযুদ্ধকে অকথ্য গালাগাল দিয়ে ওই সময়ের রাজাকারদের বন্দনা চলছে দেশে। অনেকেরই ধারণা, পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হলে নাকি সব সমস্যার সমাধান অনিবার্য।

দুই, নির্বাসিত লেখক তসলিমা নাসরিনের সাম্প্রতিকতম পোস্ট। সেখানে তিনি এই বাংলাদেশি পাকিস্তানিদের দুর্দশা নিয়ে সোচ্চার।

তসলিমা শুরুই করেছেন এভাবে, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী-মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যে বাঙালিরা পাকিস্তানের প্রেমে দিশেহারা, তাঁরা তো ইচ্ছে করলেই পারেন পাকিস্তানে চলে যেতে। বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার চেষ্টা না করে খোদ পাকিস্তানেই তো বাস করা উত্তম।’ তাঁর যুক্তি অকাট্য, ‘যে বাঙালিরা ইউরোপকে ভালোবাসে, তারা ইউরোপে গিয়ে বাস করছে। যারা আমেরিকাকে ভালোবাসে, তারা আমেরিকায় গিয়ে বাস করছে। যারা মধ্যপ্রাচ্যে বাস করতে চায়, তারা সেখানে বাস করছে। পাকিস্তানে ৩০ লক্ষ বাঙালি বাস করেন, সুতরাং সেটল করতে কোনও অসুবিধেই হবে না। বাঙালিরা যে-সব বস্তিতে বাস করেন, তাঁরাও বাস করতে পারেন সেসব নোংরা বস্তিতে।’

তসলিমার পরবর্তী বিদ্রুপ, ‘পাকিস্তান তাঁদের কোনও পাসপোর্ট দেবে না, কোনও জাতীয় পরিচয়পত্র দেবে না, তাতে কী! এমন পবিত্র ইসলামিক রাষ্ট্রে বাস করলে পুণ্য অর্জন তো হবে। পুণ্যের বোঝা ভারী হলে শর্টকাটে বেহেস্তও তো তাঁরা পেয়ে যাবেন। তবে আর দেরি কেন?’

বছর দেড়েক আগে পাকিস্তানের নামী কাগজ ট্রিবিউন এক রিপোর্ট করেছিল করাচির বাংলাভাষী মহিলাদের যন্ত্রণা নিয়ে। সেখানে বলা হয়েছিল, তিরিশ লক্ষ বাঙালি বাস করেন পাকিস্তানে। মচ্ছর কলোনিতেই সংখ্যাটা ৮ লক্ষ। সালমা, নুরিন নূর মহম্মদ, নাজমা বিবিরা সেখানে উজাড় করে বলেছিলেন যন্ত্রণার কথা। কত স্বপ্ন মেঘে ঢেকে যায়। সাংবাদিক আলিয়া বুখারি কথা বলেছিলেন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক মুনিস আহমারের সঙ্গে। তিনি খোলাখুলি বলেছিলেন, ‘১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর অধিকাংশ বাঙালি পাকিস্তান ছেড়ে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিলেন। যাঁরা থেকে গিয়েছেন, তাঁদের বারবার দুটো জিনিসের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। দারিদ্র্য এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রমাণের যুদ্ধ।’

পাক অধ্যাপক ছিলেন ফ্যাকাল্টি অফ সোশ্যাল সায়েন্সের প্রাক্তন ডিনও। তাঁর বিশ্লেষণে উঠে আসে নতুন তথ্য, ‘সত্তর দশকের শেষদিকে আর আশির দশকে ১০ লক্ষ বাংলাদেশি পাকিস্তানে ফিরে এসেছিলেন এখানে থাকবেন বলে। এখানে ভবিষ্যৎ ভালো হবে বলে। ভালো চাকরি মিলবে বলে। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা খারাপ দেখে অধিকাংশই হতাশ হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যান। যাঁরা থেকে গিয়েছেন, তাঁরা মারাত্মক অস্তিত্বের সংকটে ভুগছেন।’

আল জাজিরার ২০২১ সালের এক রিপোর্টের শিরোনাম ছিল-- স্টেটলেস ও হোপলেসঃ দ্য প্লাইট অফ এথনিক বেঙ্গলিজ অফ পাকিস্তান। কোনও গোদি মিডিয়া নয়, হিন্দুত্ববাদী কাগজ নয়। কাতারের আল জাজিরা মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় ও বিশ্বাসযোগ্য মিডিয়া। সেখানে হাজিরা মরিয়ম কথা বলেছিলেন পাকিস্তান বেঙ্গলি অ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান শেখ মুহাম্মদ সিরাজের সঙ্গে। তাঁর অভিযোগ চাঞ্চল্যকর, ‘পাকিস্তানিরা আমাদের ভিনদেশি, শরণার্থী বলে দাগিয়ে দেয়। আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। আমরা বাঙালি, কিন্তু পাকিস্তানি বাঙালি। আমাদের অধিকাংশেরই আইডি কার্ড দেওয়া হয়নি। যদিও ১৯৭১ সালের যুদ্ধের আগে থেকে ওরা আছে পাকিস্তানে।’

এই আইডি কার্ড নিয়ে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা রয়েছে, যার কেন্দ্রে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দুই প্রাক্তন নারী রাষ্ট্রনায়ক। বেনজির ভুট্টো ও খালেদা জিয়া। বেনজির এই পাকিস্তানি বাঙালিদের বাংলাদেশে তাড়াতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। একবার দুটো বিমানভর্তি পাকিস্তানি বাঙালিদের পাঠিয়েও দেন বাংলাদেশে। ঢাকায় পৌঁছোনোর পর খালেদা জিয়ার সরকার তাঁদের আটকে দেয়। বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানি বাঙালিদের।

বেনজির ও ইমরান খানের যত রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকুক, এখানে তাঁরা একই পথের পথিক। ভোটে জেতার আগে ইমরান বলেছিলেন, ‘পাকিস্তানি বাঙালিদের নাগরিকত্ব দিতে হবে।’ ভোটে জিতেই সব ভুলে গিয়েছেন। বাংলাদেশিদের মতোই দুর্দশা পাকিস্তানে বার্মিজ ও ইরানিয়ানদের।

পাকিস্তানে থেকে যাওয়া বাংলাদেশিদের একটা ম্যানুয়াল কার্ড দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। প্রথমদিকে মোটামুটি চলে যেত ওই কার্ডে। সমস্যা শুরু হয় ২০০০ সাল থেকে। পাকিস্তান যখন থেকে ন্যাশনাল ডেটাবেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অথরিটি (নাদরা) তৈরি করল। শুরু হল আইডি কার্ডের ডিজিটাইজেশন। এবং পাকিস্তানি বাঙালিদের সর্বনাশের শুরু। তাঁদের বলা হল, নাগরিক পরিচয় দেওয়ার মতো উপযুক্ত প্রমাণপত্র নেই।

পাকিস্তানি বাঙালিদের এত দারিদ্র্য ও অস্তিত্বের সংকটে দিন কাটলেও এঁদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছে বিশিষ্ট নাম। ঢাকার শেষ নবাব খোয়াজা হাসান আসকরি জন্মেছিলেন ঢাকায়। শুয়ে আছেন করাচির সেনা কবরখানায়। মুহাম্মদ মাহমুদ আলম জন্মেছিলেন কলকাতায়। পঁয়ষট্টির যুদ্ধে এক মিনিটে ভারতের পাঁচটা যুদ্ধবিমান শেষ করার বিশ্বরেকর্ড তাঁর। তিনিও শেষশয্যা নিয়েছেন করাচিতে।

নামী পপ গায়ক, হাওয়া হাওয়া গানের স্রষ্টা হাসান জাহাঙ্গির গানের জগতে দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন করেন বাংলা গান ‘দোল দোল দোলুনি’ দিয়ে। পাকিস্তানের সুপারস্টার জুটি রহমান ও শবনম বাংলার মতো উর্দু ছবি করেছেন অনেক। শবনমের আসল নাম ঝর্ণা বসাক, তাঁর স্বামী সুরকার রবিন ঘোষ। মেহদি হাসান তাঁর মৃত্যুশয্যায় শবনমের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। ২৮ বছর পাকিস্তানের এক নম্বর অভিনেত্রী থাকা সেই শবনম আজ ঢাকায়, কাগজে তাঁর খবরও বেরোয় না।

সিলেট-কন্যা রুনা লায়লা ১৯৭৪ পর্যন্ত পাক নাগরিক ছিলেন। পাকিস্তানি ফিল্মে প্রচুর গান। তাঁর মা গায়িকা অনিতা সেন হিন্দু, মামা বাঙালির প্রিয় গায়ক সুবীর সেন। শাহনওয়াজ রহমুতুল্লা পাকিস্তানের সবচেয়ে পরিচিত দুটি দেশপ্রেমের গান গেয়েছিলেন। জিয়ে জিয়ে পাকিস্তান এবং সোহনি ধরতি। পরে চলে যান জন্মভূমি ঢাকায়। গজলে পাকিস্তান মাতানো মুন্নি বেগম তো মুর্শিদাবাদের মেয়ে।

রাজনীতিতে আসুন। বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফজলুল হক পাকিস্তানি বাঙালির দলে পড়বেন। পাকিস্তানের দুই প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলি বোগরা (জন্ম বগুড়া) খোয়াজা নাজিমুদ্দিন (জন্ম ঢাকা)-ও। সেই অর্থে জিন্না-ঘনিষ্ঠ রাজনীতিক যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও পাকিস্তানি বাঙালি। যদিও মোহভঙ্গ হলে দুজনেই ফিরে আসেন এই বাংলায়।

এই যে এত এত স্মরণীয় নাম পাকিস্তানি বাঙালিদের মধ্যে। তারপরেও কেন আজকের পাকিস্তানে বাঙালিদের চরম হেনস্তা? পদ্মাপারে পাক প্রেমিক বাঙালিরা এই কথাগুলো ভাবলে বাংলাদেশেরই মঙ্গল।

আজ

১৯৬৬

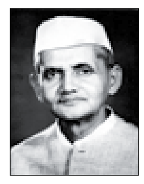

আজকের দিনে প্রয়াত হন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

২০০৮

পর্বতারোহী এডমন্ড হিলারি প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

‘ওয়াকফ’ শব্দটি দেখলেই তদন্ত করে দেখা হবে, আসলে কার নামে জমি ছিল। তারপর সঠিক মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার খারাপ কিছু নয়। বিতর্কিত স্থাপনাগুলিকে মসজিদ বলা উচিত নয়। ভারত কখনও মুসলিম লিগের মানসিকতা মেনে চলবে না।

- যোগী আদিত্যনাথ

ভাইরাল/১

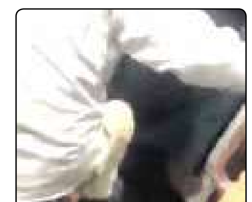

যাত্রীকে ট্রেনের কোচ অ্যাটেনডেন্ট ও টিটিই মারছেন—ভিডিও ভাইরাল। অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে মদ খেয়ে যাত্রীটি মহিলাদের প্রতি অশালীন হলে প্রথমে অ্যাটেনডেন্ট ও পরে টিটিইর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়। ঘটনায় যাত্রী ও টিটিই গ্রেপ্তার।

ভাইরাল/২

১২ ফুটের বিশাল ব্ল্যাঙ্কেট রুটির ভিডিও ভাইরাল। একজন ময়দার লেচি কিছুটা বেলে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে বিশাল আকার দিয়ে লোহার চোঙের ওপর বিছিয়ে দিলেন। চোঙের মাঝেই কাঠের আগুন। কিছুক্ষণের মধ্যে রুটি তৈরি।

উত্তরের পাঁচালি

পাথরে ইতিহাস

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বানগড়। ভক্ত প্রহ্লাদের বংশধর রাজা বাণ ছিলেন শিবের উপাসক। মহাভারতের যুগে পুনর্ভবা নদীতীরে ছিল এই রাজার রাজধানী বাণগড়। অজ্ঞাতবাস পর্বে সস্ত্রীক পঞ্চপাণ্ডব ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন এখানে। এলাকাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রচুর। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সেই খোঁজে ব্যস্ত। এখানে থাকা একটি পাথর উল্লেখযোগ্য। এখানকার সর্বোচ্চ ঢিপির ওপর সেটি রয়েছে। সুড়ঙ্গের মুখ চাপা দিতে সেটি ব্যবহার করা হয়েছিল। কথিত আছে, বাণরাজার রাজপ্রাসাদ থেকে একটি সুড়ঙ্গ ধলদিঘি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সুড়ঙ্গের পথ ধরে বাণরাজার পরিবারের মহিলা সদস্যরা ধলদিঘিতে স্নানে যেতেন। স্নান সেরে এই পথেই রাজপ্রাসাদে ফিরতেন। শত্রুর আক্রমণের সময় সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা দিয়ে সেই পথকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বাণরাজ্য আজ নেই। ঢিপির নীচে চাপা পড়েছে সবকিছু। পাথরটি কিন্তু এখনও বর্তমান। মনে করা হয় পাথরটির যতটুকু মাটির উপরে আছে তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। জায়গাটি খোঁড়া হলে হয়তো পাথরটির প্রকৃত আকার জানা যাবে, ঐতিহাসিক বহু তথ্যও মিলবে। এলাকা আপাতত সেই অপেক্ষাতেই।

–অজিত ঘোষ

নজরে।। বাণগড়ের সর্বোচ্চ ঢিপিতে থাকা পাথর।

সৃষ্টিসুখে বুঁদ

সুবল সূত্রধর।

সুবল সূত্রধর কোচবিহার শহরের ১ নম্বর কালীঘাট রোডের বাসিন্দা। বাবা নৌকা বানানো ছাড়াও হাতের নানা কাজে পারদর্শী ছিলেন। সেই দেখেই সুবলের হাতের কাজের প্রতি দারুণ টান। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় জেলা হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় শামিল হয়ে সবার প্রশংসা কুড়োন। স্কুলে পড়াকালীন কর্মশিক্ষায় সবসময়ই সেরা হতেন। কলকাতায় গিয়ে রাজ্য স্তরে হস্তশিল্পমেলায় শামিল হওয়া। সুবল সেখানে কাঠ দিয়ে বিশেষ দড়ি বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সুবলের সৃষ্টির প্রশংসা এরপর উত্তরোত্তর ছড়িয়েছে। দিল্লিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক হস্তশিল্পমেলায় অংশ নেন। প্রশংসা ঝুলিতে আরও প্রাপ্তি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই, রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। একটা সময় জীবন বেশ প্রতিকূল হলেও সুবল তাঁর প্যাশনকে আঁকড়ে থেকেছেন। কাঠ দিয়ে অনায়াসে মিনি রেপ্লিকা বানাতে পারেন। এবারের রাসমেলায় সুবলের সৃষ্টি মিনি রাসচক্র সবাইকে মুগ্ধ করেছে। কাঠের কাজকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সাতজনকে সঙ্গী করেছেন। লক্ষ্য, হস্তশিল্পের উন্নয়নকে পাখির চোখ করে একটি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্তি।

–ভাস্কর সেহানবিশ

‘উত্তরের পাঁচালি’ বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিয়ন্ত্রিত ভয় পাওয়াই পছন্দের বিনোদন

বাংলা গল্পে তন্ত্র এখন ট্রেন্ডিং। সিনেমা হিট হয় বন্দুক দিয়ে নয়, রামদা-ভোজালি দিয়ে কতগুলো মুণ্ডু কাটা গেল তার ওপর।

কৌশিক দাম

‘সেই সাপ জ্যান্ত, গোটা দুই আনতো’ সেই কবে থেকে আমরা সেই সাপ পছন্দ করি, যার বিষ নেই, অর্থাৎ ভয় পেতে ভালোবাসি। আমাদের, আরও ভালো করে বলতে গেলে নিয়ন্ত্রিত ভয় পাওয়া আজ সবচেয়ে পছন্দের বিনোদন।

বাংলা গল্পে তন্ত্র, বলি এখন ট্রেন্ডিং। সিনেমা হিট হয় বন্দুক দিয়ে নয়, রামদা-ভোজালি দিয়ে কতগুলো মুণ্ডু কাটা গেল তার ওপর। খবর সেটাই বেঁচে থাকে, যেটায় প্রচুর পাশবিক নির্যাতন থাকবে বা কোনও সাইকো দৃষ্টিকোণ থাকবে। দিনশেষে একটা ভয় খুব ভালো বিক্রি হয়।

স্কুইড গেমের মতো ওয়েব সিরিজ সুপার হিট, যেখানে মানুষ মরবে আর মজা দিয়ে যাবে দর্শককে, আর সবচেয়ে বড় রিয়েলিটি শো তো কয়েকদিন আগেই শেষ হল পৃথিবীতে, যেখানে মানুষ দেখল পাড়ায় পাড়ায় মৃত্যুমিছিল, স্তূপাকার লাশে পেট্রোল দিয়ে পোড়ানো, অথবা নদীর জলে ভেসে বেড়ানো কিছু দুর্ভাগার দেহ, তাই মঞ্চ তৈরিই আছে। এবার এই মঞ্চে যে কোনও হিট সিনেমার মতো সিক্যুয়েল আনার খবর দিতে পারলেই সুপার হিট, ‘আবার আসছে সেই মুখোশ চাপা দিন।’

সোশ্যাল মিডিয়া দেখলেই দেখা যাচ্ছে একটা নাম এইচএমপিভি। হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস, অনেকেই বলছেন নতুন ভাইরাস। কিন্তু ইন্টারনেট দেখাচ্ছে ২০০১ সালে নেদারল্যান্ডসে একজন চিকিৎসক ভাইরাসকে চিহ্নিত করেন। আরও ভালো করে জানলে জানা যাবে এটির দাদু বা তার ঠাকুরদার বাবা ১০০ বছর ধরে এই পৃথিবীতে আছেন বা ছিলেন। উনি নতুন নন। বিশিষ্ট চিকিৎসকরা বলছেন, বিগত কিছু বছরে কিছু সিরিয়াস রোগীর কয়েকটা টেস্ট করলে তখনও হয়তো এই ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেলেও যেতে পারত।

এই টেস্টগুলোর গড় খরচ নাকি প্রায় পনেরো হাজার টাকা। এবার ভাবা দরকার শীতকালে লালমোহনবাবুর মাঙ্কি টুপি পরেও হাঁচি-কাশিতে ভোগেনি কোন বাঙালি? ওষুধ খেলে সাতদিনে সেরে গিয়েছে। না খেলে এক সপ্তাহ লেগেছে সারতে। কিন্তু নোবেল করোনা এখন কোনও কিছুকেই নর্মালভাবে নিতে দিচ্ছে না, আসলে ভাইরাসের মার্কেট এখন গরম অথচ নিউমোনিয়াতে বেশি মারা যাচ্ছে মানুষ ব্যাকটিরিয়ায়, অনেক বেশি মানুষ মারা যাচ্ছেন জীবাণু আক্রমণে। কিন্তু এদের দিকে কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না।

এবার ক্ষুধার্ত শিয়ালের সামনে আপনি যদি একটা নধর মুরগি রাখেন, তাহলে খাওয়ার জন্য খুব দোষ দেওয়া যায়? এরকম চললে ভয় দেখানো যাদের ব্যবসা, তারা তো একটা হরর প্লট লিখবেই। তারা আপনাকে বাধ্য করবে সাধারণ সর্দিকাশিতে ২০ হাজার টাকার টেস্ট, আর অনেক অপ্রয়োজনীয় কিছু।

এবার আমরা তাই বলে সবাই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেব এটাও হবে না। কারণ অনেক রাজ্য সরকার কিছু বিধিনিষেধ নিতে বলেছে, আর তারা সেটা এমনি এমনি নিশ্চয়ই করেনি।

তাই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে। সতর্ক থাকতে হবে প্যানিক না করে, কারণ এবার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বাড়ির সবচেয়ে ছোট্ট সদস্যদের। যারা কিছু বুঝতে পারে না। এবার কিছুতেই একলা ঘরকে নিজের দেশ বানাতে দেওয়া যাবে না, নিজেকে বা নিজের প্রিয় মানুষগুলোকে কিছুতেই পণ্য হতে দেওয়া যাবে না।

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ৩। দুর্মূল্য, চড়া দামের ৫। মাসের সমাপ্তি, মাসের শেষ দিন ৭। অল্প গরম, কুসুমকুসুম গরম ৯। মোটা পশমের কাপড় ১১। সর্বসাধারণ, সাধারণ মানুষ ১৪। বিপ্লব ১৫। মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু।

উপর-নীচ : ১। সংযতবাক, অল্পভাষী ২। মহত্ত্ব, গৌরব, মাহাত্ম্য ৩। ক্ষুদ্রমালা ৪। ভারতীয় নয়, তারওয়ালা বিদেশি বাদ্যযন্ত্র ৬। ছলছুতো, অজুহাত, অছিলা ৮। বিষ্ণু-উপাসক, কণ্ঠিধারী ১০। স্বচ্ছন্দ, দ্রুত অগ্রগতিসূচক, জলস্রোতের বয়ে যাওয়ার শব্দ ১১। মানসিক চাঞ্চল্য, তীব্র মানসিকভাব, ব্যাকুলতা ১২। অতি মূল্যবান রত্ন বা মণি, বিষ ১৩। শিক্ষা, অভ্যাস, ট্রেনিং।

সমাধান ■ ৪০৩৬

পাশাপাশি : ১। শোণিত ৩। কশা ৫। কড়ে ৬। আতপ ৮। তরিক ১০। মঞ্জিমা ১২। লাজুক ১৪। হাবা ১৫। মত্ত ১৬। দস্তুর।

উপর-নীচ : ১। শোহরত ২। তকতক ৪। শাশ্বত ৭। পর্ণ ৯। পলা ১০। মতবাদ ১১। মান্যবর ১৩। জুলুম।

বিন্দুবিসর্গ

ফিরল বাঘ

গত কয়েকদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৈপীঠ গ্রামের বাসিন্দাদের চিন্তায় ফেলেছিল একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। অবশেষে শুক্রবার সে তার নিজের ডেরায় ফিরে গেল।

সাধুর চিকিৎসা

গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন উত্তরপ্রদেশের এক সন্ন্যাসী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ডায়মন্ড হারবারের সেবাশ্রয় ক্যাম্পে। চিকিৎসার পর তাঁকে গঙ্গাসাগরে পাঠানো হয়।

জখম ৪

ফের কলকাতায় বেসরকারি বাসের রেষারেষিতে জখম হলেন এক শিশু সহ চারজন। শুক্রবার সকালে মহাত্মা গান্ধি রোড সংলগ্ন বড়বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।

তৃণমূলে যোগ

কেরলের নীলাম্বুর কেন্দ্রের নির্দল বিধায়ক পিভি আনভার তৃণমূলে যোগ দিলেন। শুক্রবার কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে স্বাগত জানান।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বঙ্গে স্কুলছুট শূন্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও স্কুলছুট নেই। এই দাবি রাজ্য সরকারের নয়। খোদ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্টে এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও পড়ুয়া মাঝপথে স্কুলছুট হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লি, চণ্ডীগড়, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, কেরল ও তামিলনাড়ু। রিপোর্ট অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি স্কুলছুট বিহারে। সেখানে ৮.৯ শতাংশ পড়ুয়া স্কুলছুট হয়েছে। এছাড়াও বিজেপি শাসিত রাজস্থানে (৭.৬ শতাংশ), অসম (৬.২ শতাংশ), মেঘালয় (৭.৫ শতাংশ) ও অরুণাচলপ্রদেশে (৫.৪ শতাংশ)। শুধু প্রাথমিক নয়, উচ্চমাধ্যমিকেও স্কুলছুটের হিসাবে সবার আগে আছে বিহার। সেখানে ২৫.৯ শতাংশ পড়ুয়া স্কুলছুট হয়েছে। রাজ্যকে লাল তালিকাভুক্ত করেছে কেন্দ্র।

প্রাথমিক শিক্ষায় এই পরিসংখ্যান সামনে আসার পরে খুশি রাজ্য সরকার। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, 'রাজ্য সরকার শিক্ষাকে যে গুরুত্ব দেয় ও পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করে তুলেছে, তারই ফল এটা। এই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করেছে। ফলে এখানে আশাকরি বিরোধীরা কিছু বলতে পারবে না।' নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, মূলত কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজসাথীর মতো প্রকল্প এই রাজ্যে কার্যকর হওয়ার কারণেই স্কুলছুটের হার শূন্যে নেমে এসেছে। এই প্রকল্পগুলির ফলে পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে আরও আগ্রহী হয়েছে। ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর এই প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডও ছাত্রছাত্রীদের কাছে যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি করেছে।

তবে প্রাথমিকে স্কুলছুটের নিরিখে রাজ্য অনেক এগিয়ে থাকলেও তাদের চিন্তায় রেখেছে মাধ্যমিক স্তর। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ১৭.৮৫ শতাংশ পড়ুয়া স্কুলছুট হয়েছে। যা যথেষ্ট উদ্বেগের। তবে মাধ্যমিকে স্কুলছুটেও সবার আগে আছে বিহার। সেখানকার ২৫.৬৩ শতাংশ পড়ুয়া মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুট হয়েছে। এছাড়া অসম (২৫.০৭ শতাংশ), কর্ণাটক (২২.০৯ শতাংশ), মেঘালয় (২২ শতাংশ), গুজরাট (২১.০২ শতাংশ), লাদাখ (১৯.৮৪ শতাংশ), অরুণাচলপ্রদেশ (১৯.২৯ শতাংশ), সিকিম (১৯.০৫ শতাংশ), মধ্যপ্রদেশ (১৭.৬৯ শতাংশ), ছত্তিশগড় (১৬.২৯ শতাংশ), মণিপুর (১৫.৩০ শতাংশ) ও ঝাড়খণ্ডে (১৫.১৬ শতাংশ) স্কুলছুট হয়েছে। নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, আগামী দিনে এই সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশি করে পেলে স্কুলছুটের হার অনেক কমে যাবে।

বাজিমাত

- ২০২৩-'২৪ শিক্ষাবর্ষে সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য উঠে এসেছে
- পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও তালিকায় রয়েছে হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লি, চণ্ডীগড়, ওড়িশা প্রভৃতি
- সবচেয়ে বেশি স্কুলছুট বিহারে

> রাজ্য সরকার শিক্ষাকে যে গুরুত্ব দেয় ও পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করে তুলেছে, তারই ফল এটা। এই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করেছে। ফলে এখানে আশা করি বিরোধীরা কিছু বলতে পারবে না।
>
> **ব্রাত্য বসু** *শিক্ষামন্ত্রী*

শান্তনু ও আরাবুলকে সাসপেন্ড

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডের সময় থেকেই দলের সুনজরে ছিলেন না তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন। একইসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক তথা ভাঙড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সওকত মোল্লার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছিলেন ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম। এরপরই শান্তনু সেন ও আরাবুল ইসলামকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। দলের অন্যতম মুখপাত্র তথা তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এক ভিডিওবার্তায় এই কথা জানিয়েছেন। শুক্রবারই তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক ছিল। ওই বৈঠকের পরই জয়প্রকাশ ভিডিওবার্তায় বলেন, 'দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' তবে কী কারণে এই দু-জনকে বহিষ্কার করা হল, তা তিনি স্পষ্ট করেননি। এদিন রাত পর্যন্ত শান্তনু সেন বা আরাবুল ইসলাম এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়াও দেননি।

আরজি কর আন্দোলনে প্রথম মুখ খুলেছিলেন শান্তনু সেন। তাঁর নিশানায় ছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। এমনকি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তারপরই তৃণমূলের মুখপাত্র পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দল যে তাঁর ভূমিকায় সন্তুষ্ট নয়, তা অনেকদিন ধরেই বোঝা যাচ্ছিল। অবশেষে শান্তনুকে সাসপেন্ড করল দল। আরাবুল ইসলামকে নিয়েও বারবার অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে দলকে। আইএসএফ কর্মী খুনের অভিযোগে গত বছর ৮ ফেব্রুয়ারি কাশীপুর থানার পুলিশ আরাবুলকে গ্রেপ্তার করে। সাত মাস জেলে কাটিয়ে তিনি জামিনে মুক্তি পান। ১ জানুয়ারি আরাবুলের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে সওকতের বিরুদ্ধে। তখন থেকেই দু-পক্ষের কাদাছোড়াছুড়ি হচ্ছিল। তারপরই দল থেকে সাসপেন্ড করা হল তৃণমূলের এই 'তাজা নেতা'কে।

কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি পেল সিবিআই। শুক্রবার সিবিআইকে নিম্ন আদালতের বিচারক জানিয়ে দেন, ২১ জানুয়ারি সুজয়কৃষ্ণকে আদালতে পেশ করে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন তদন্তকারীরা। তবে সুজয়কৃষ্ণের অনুমতি থাকলে তবেই এই কাজ করা যাবে। এদিন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতিও দিয়েছে আদালত।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ওরফে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিল সিবিআই। সেই আবেদন এদিন গ্রহণ হয়। এই মামলায় ৫৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। তারপরই সিবিআইয়ের আবেদনে সাড়া দিয়েছে নিম্ন আদালত। চার্জ গঠন সম্পন্ন হওয়ার যুক্তিতে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন পার্থর জামাই। এদিন বিচারক জানান, বিদেশ যেতে কোনও বাধা নেই কল্যাণময়ের।

ধান চাষের জন্য জমি প্রস্তুতি। শুক্রবার নদিয়ায়। - পিটিআই

সীমানাহীন এলাকা পছন্দ দুষ্কৃতীদের

বিএসএফের চিন্তা বাড়ছে নদী সীমান্তে

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : ভারত-বাংলাদেশের কাঁটাতারবিহীন নদী সীমান্ত এলাকা চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে। মূলত উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থানা এলাকায় থাকা সোনাই নদী চোরাচালানের বড় রুট হয়ে উঠেছে। এখানে কোনও সীমানা প্রাচীর নেই। একইসঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকায় রাস্তা অপরিসর হওয়ায় টহলদারিরও সমস্যা রয়েছে। সেই সুযোগ নিয়েই চোরাচালানকারীরা এই এলাকাকে বেছে নিয়েছে। সিসিটিভি, ফ্লাড লাইট বসিয়েও সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। মূলত শীতকালে দৃশ্যমানতা এতটাই কম থাকছে যে, সেই সুযোগ নিয়ে চোরাচালান হয়ে যাচ্ছে। বিএসএফ-এর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এলাকাভুক্ত ৯১৩ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ৫৫০ কিলোমিটার স্থলসীমানা। বাকি জলসীমানা। স্থলসীমানার প্রায় ৫০ শতাংশ এবং জলসীমানার প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার চ্যালেঞ্জের হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মূলত সীমানাহীন এলাকাকেই চোরাচালানের জন্য বেছে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সেই কারণে এই এলাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বিএসএফ-এর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি নীলোৎপলকুমার পান্ডে বলেন, 'চোরাচালানকারীরা স্থানীয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়েই তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। শীতকালে খুব কম দৃশ্যমানতা আরও সমস্যায় ফেলছে। তা সত্ত্বেও আমরা সীমানা এলাকায় টহলদারি বাড়িয়েছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিওপিতে বসে কোনও এলাকায় চোরাচালানের ঘটনা নজরে আসার পর বাহিনী সেখানে পৌঁছোনোর আগেই চোরাচালানকারীরা গা-ঢাকা দিচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ তাদের মদতও করছে।'

> সীমানা এলাকায় টহলদারি বাড়িয়েছি। চোরাচালানের ঘটনা নজরে আসার পর বাহিনী সেখানে পৌঁছোনোর আগেই চোরাচালানকারীরা গা-ঢাকা দিচ্ছে।
>
> **নীলোৎপলকুমার পান্ডে** *ডিআইজি*

২০২৩ সালের ৫ অগাস্টের পর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮৩৩ জন বাংলাদেশি ও ৩৯৪ জন ভারতীয়কে অবৈধভাবে পারাপার করার জন্য আটক করা হয়েছিল। কিন্তু গত বছর ৫ অগাস্টের পর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ হাসিনার দেশ ছাড়া ও বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১১০২ জন বাংলাদেশি ও ২৪৫ জন ভারতীয় অবৈধভাবে ঢুকতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। শুধুমাত্র ২০২৩ সালেই দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার ১৬০ কেজি সোনা পাচার রুখেছে। এছাড়াও ১৭৬ কেজি দামি অন্যান্য ধাতু পারাপার আটকেছে। ২০২৩ সালে ৪৯৩ জন ভারতীয় চোরাচালানকারী ও ১৮৬ জন বাংলাদেশি চোরাচালানকারী গ্রেপ্তার হয়েছে।

২০২৪ সালে ৩৩৯ জন ভারতীয় চোরাচালানকারী ও ১১৬ জন বাংলাদেশি চোরাচালানকারী গ্রেপ্তার হয়েছে। এছাড়াও ৪৩ জন ভারতীয় ও ৩ জন বাংলাদেশি দালালকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোনাই নদীকে ব্যবহার করেই ফেনসিডিল, গবাদি পশু পাচার হচ্ছে। কারণ এই নদীর গভীরতা ও চওড়া অনেক কম। খুব সহজেই এপার থেকে ওপার করে দেওয়া যায়।

৯০০ চালক ও কনডাক্টর নিয়োগের ছাড়পত্র

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : কলকাতা ও জেলার রাস্তায় বাস কম থাকা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপের মুখে পড়েছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম চালক ও কনডাক্টর থাকায় সব বাস রাস্তায় নামানো যাচ্ছে না বলে খতিয়ে দেখেছে পরিবহণ দপ্তর। তারপরই প্রায় ৯০০ চালক ও কনডাক্টর নিয়োগ করতে চেয়ে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন চেয়েছিল পরিবহণ দপ্তর। সেইমতো ৪৫০ জন চালক ও ৪৫০ জন কনডাক্টর নিয়োগের ছাড়পত্র দিয়েছে অর্থ দপ্তর। পরবর্তী মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়োগের অনুমোদন করানো হবে। তারপরই পরিবহণ দপ্তর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। তবে আপাতত এই পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হবে। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম ও দক্ষিণবঙ্গ পরিবহণ নিগমের অধীনে এই চালক ও কনডাক্টররা থাকবেন।

তবে শুধু চালক ও কনডাক্টর নিয়োগ নয়, বাসের সংখ্যাও আরও বাড়াতে চলেছে রাজ্য সরকার। ২০০ নতুন সিএনজি বাস কেনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন,'বেশি সংখ্যায় সরকারি বাস রাস্তায় থাকুক। এটাই রাজ্য সরকার চায়। কিন্তু পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব ছিল। সেই কারণে নিয়োগের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। অর্থ দপ্তর ৯০০ চালক ও কনডাক্টর নিয়োগের ছাড়পত্র দিয়েছে। মন্ত্রীসভার বৈঠকে তা পাশ হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। একইসঙ্গে চলতি বছরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো আরও ২০০ সিএনজি বাস রাস্তায় নামবে। তার ফলে বাসের ঘাটতি অনেকটাই মেটানো যাবে।'

আবাসে কাটমানি, ৫০ এফআইআর

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : বাংলা আবাস যোজনায় যাতে কেউ কাটমানি খেতে না পারে, তার জন্য প্রশাসনের কর্তাদের বারবার সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তারপরও কাটমানি খাওয়া বন্ধ হয়নি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আবাসের টাকা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৫০টি অভিযোগ বিভিন্ন থানায় জমা করেছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার দক্ষিণ মানকুন্ডা গ্রাম থেকে শাহনাজ আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। ধৃতের আত্মীয় আজমীরা খাতুন মানকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য।

অভিযোগ, আজমীরার প্রভাব খাটিয়েই এক উপভোক্তার কাছ থেকে আবাসের কাটমানি খেয়েছিল শাহনাজ। তার বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ তছরুপ, কাটমানি নেওয়া, তোলাবাজি সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে তৃণমূলের ওই নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যের ভূমিকাও। নবান্ন সূত্রে খবর, তবে শুধু এই একটি অভিযোগ নয়, প্রথম অভিযোগ জমা হয়েছিল মুর্শিদাবাদ থেকে।

চোখ পরীক্ষা। শুক্রবার বাবুঘাটে। ছবি : আবির চৌধুরী

শুভেন্দুর রামরাজ্য সংকল্প যাত্রা

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বাংলা দখলে মেরুকরণকে অস্ত্র করেছে বিজেপি। হিন্দু ভোট এক ছাতার তলায় আনতে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের বিষয়টিকে হাতিয়ার করে রাজ্যে হিন্দু ঐক্য গড়তে উদ্যোগী হয়েছে বিজেপি। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে রাজ্যের হিন্দিভাষী ও সীমান্তবর্তী এলাকায় হিন্দুত্বের অস্ত্রে শান দিতে 'রামরাজ্য সংকল্প সভা' শুরু করেছে বিজেপি। অনেকেই মনে করেন, এই মুহূর্তে রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্বের প্রচারের অন্যতম পোস্টার বয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার রানিগঞ্জের সভায় শুভেন্দু বলেন, 'হিন্দিভাষী এলাকায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এরা হিন্দিভাষী আর ওরা অ-হিন্দিভাষী। কখনও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে বলেন না ওরা উর্দু স্পিকিং আর এরা বাংলা স্পিকিং মুসলমান। কারণ হিন্দু ভোটের বিভাজন হলেই তৃণমূলের লাভ। তাই হিন্দু ঐক্যের জন্য এই বিভাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।'

কিন্তু রাজ্য বিজেপিই মনে করে, বাস্তবে এই ঐক্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে মমতার বাংলার ঘর ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। সদস্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তা বেশ টের পেয়েছেন বিজেপি নেতারা। বিজেপির সদস্য হলে 'বাংলার ঘর' ও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো প্রকল্প থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দলের বহু কর্মী-সমর্থকও। এদিন তাই শুভেন্দু বলেন, 'বাড়ির টাকা দিচ্ছে? আরও জমি কিনুন, দোতলা, তিনতলা বাড়ি করুন, সম্পত্তি করুন, কিন্তু সেই বাড়ি দখল করবে ওরা।' পর্যবেক্ষকদের মতে, শুধু মুসলিমদের হাতে হিন্দুদের সম্পত্তি বেদখল হওয়ার জুজু দিয়েই ভোট বৈতরণি পার হওয়া যাবে কি না তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত হতে পারছে না বিজেপি। তাই এর পাশাপাশি শুভেন্দুর মুখে শোনা গেল মমতার দেখানো পথেই পালটা প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছোটাতে। মমতার 'বাংলার ঘর' আর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মোকাবিলায় শুভেন্দু বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর ভয়? আমরা যেখানে আছি সেখানে এর চেয়ে অনেকগুণ বেশি টাকা দিই। 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এ ১ হাজারের জায়গায় আমরা ৩ হাজার দেব। ১ লাখে আবার ঘর হয় নাকি? আমরা এলে ৩ লাখে পাকা বাড়ি দেব। সঙ্গে শৌচালয় আর বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ।'

তবে ঘুরে-ফিরে সেই হিন্দুত্বের হাওয়া তুলতে এদিন সভায় উপস্থিত যুবকদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'নিজেদের হিন্দু হিসাবে ভাবতে গর্ব বোধ করুন। তার জন্য হ্যালো না বলে বলুন জয় শ্রীরাম, হরেকৃষ্ণ।' মাথায় টিকি রাখার মতো হিন্দু প্রথা ফিরিয়ে আনার পক্ষে সওয়ালও করেন।

সত্যেনের তোপ

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : বিজেপির সংগঠন ও নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি মুখ খুলে দল ও নেতৃত্বকে অস্বস্তির মুখে ফেললেন গঙ্গারামপুরের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন রায়। শুক্রবার বিধানসভার বাইরে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান নিয়ে সত্যেন বলেন, 'শুধু মিসড কল দিয়ে মেম্বার করতে গিয়ে আসল কাজই করা হচ্ছে না।' দলের নীচুতলার সংগঠনের কাজে ত্রুটি আছে বলেও এদিন মন্তব্য করেন তিনি। সত্যেনের মতে, '২৬-এর বিধানসভা জিততে হলে দিল্লিকেও সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। শুধু 'ভারতমাতা কি জয়' বললে কোনও কাজ হবে না। দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন রায় এদিন বলেন, 'দলের নীচুতলার সংগঠনের কাজে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। সেইসব ত্রুটি সংশোধন না করে শুধু মিসড কল দিয়ে সদস্য করে কাজের কাজ কিছু হবে না। এই মুহূর্তে আমাদের সংগঠনের আরও নীচে নামা দরকার।'

বার্ষিক পুষ্প প্রদর্শনী। শুক্রবার রবীন্দ্র সরোবরে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ভাতারে পথে ঘুরছে ময়ূর-ময়ূরী

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১০ জানুয়ারি : বাঘের ভয়ে যখন ত্রস্ত বঙ্গের কুলতলি এলাকা, তখন এর উলটো ছবি দেখা গেল পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ও আউশগ্রামে। গত তিন-চারদিন হল ভাতারের রতনপুর ও বামুনারা এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে একটি ময়ূর ও একটি ময়ূরী। সকালে দরজা খুললেই দর্শন মিলছে সেই ময়ূর জোড়ার। আর তা নিয়েই দুই এলাকার আট থেকে আশি সকলেই আনন্দে আত্মহারা। ময়ূর জোড়ার খাতির-যত্নেও খামতি রাখছেন না গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে বন দপ্তর। শুরু হয়েছে সচেতনতা প্রচার।

ভাতারের বামুনারা হাটতলার বাসিন্দাদের মধ্যে সৌরিন হাটি জানালেন, তিন-চারদিন আগে বামুনারা হাটতলায় তাঁরা বেশ কিছুজন দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। হঠাৎই তাঁরা দেখেন, একদল কাক কিছু একটা দেখে অত্যন্ত কর্কশভাবে ডাক পাড়ছে। তাঁরা সামনে তাকাতেই দেখেন, হাটতলায় থাকা তেঁতুল গাছের মগডালে বসে আছে একজোড়া ময়ূর। সেই ময়ূরদের দেখেই কাকগুলি কর্কশভাবে ডাকছে। কাকেদের তাড়া খেয়ে ময়ূর দুটি তেঁতুল গাছটি থেকে উড়ে গিয়ে কিছুটা দূরে অন্য একটি গাছে গিয়ে বসে। তারপর থেকে ময়ূর ও ময়ূরী ভাতারের বামুনারা ও রতনপুর এলাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। এ ব্যাপারে বন দপ্তরের বর্ধমান ডিভিশনের আধিকারিক সঞ্চিতা শর্মা বলেন, 'ময়ূর দুটির বিষয়ে আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি।'

জোড়া ময়ূরের দর্শন পূর্ব বর্ধমানে।

ঘরের সামনে ময়ূর দুটিকে এভাবে ঘুরতে দেখে বাসিন্দারা বেশ আনন্দিত। বাসিন্দা মধুসূদন দে'র কথায়, 'এতদিন চিড়িয়াখানায় বা ছবিতে জাতীয় পাখি ময়ূর দেখেছি। আর এখন গ্রামে বসেই ময়ূর-ময়ূরী দেখছি। এটা আমাদের কাছে ভীষণ ভাগ্যের ব্যাপার।' তবে মাংসের লোভে কেউ যাতে ময়ূর ও ময়ূরীকে হত্যা না করে সেদিকেই এখন কড়া নজর গ্রামের তরুণদের। প্রধানত তাঁরাই ময়ূর ও ময়ূরীকে আগলে রেখেছেন।

ওড়গ্রাম বন বিভাগের কর্মীদের ধারণা, খাবারের সন্ধানেই হয়তো ময়ূর-ময়ূরী আউশগ্রাম জঙ্গল থেকে ভাতারে চলে এসেছে। বন বিভাগ তাদের নিরাপদ এলাকায় পাঠানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। কেউ যাতে ময়ূরগুলির কোনও ক্ষতি না করে বা বিরক্ত না করে সেজন্য বন দপ্তরের তরফে মাইকিং করে এলাকাবাসীকে সচেতন করা হচ্ছে।

থাকছে না এপিডিআর

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : ৪৮তম কলকাতা বইমেলায় থাকছে না গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি বা এপিডিআর-এর বুকস্টল। বইমেলার আয়োজক পাবলিসার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে এই মানবাধিকার সংগঠন। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ গিল্ড একটি বেসরকারি সংস্থা। অংশগ্রহণকারীদের বুকস্টল দেওয়ার ক্ষেত্রে যাচাই করার অধিকার রয়েছে গিল্ডের। তাই এপিডিআরের মামলার কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই।

হাজিরার নির্দেশ

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : বাম আমলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উত্তর ২৪ পরগনার ৮৭৮ জনকে গত বছরের এপ্রিল মাসে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। আদালতের নির্দেশ পালন না হওয়ায় স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কমিশনারকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। ২২ জানুয়ারি তাঁকে আদালতে হাজিরা দিয়ে নির্দেশ পালন না হওয়ার কারণ দর্শাতে হবে।

২০০৯ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিস্তর অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। পরে নতুন করে পরীক্ষা হয়। কিন্তু সেই প্যানেল প্রকাশিত হয়নি।

বইটই

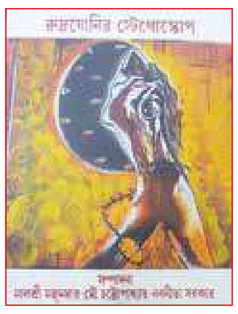

রক্তাক্ত মহানগর কথা

সম্প্রতি মালদা টাউন হলে প্রকাশিত হল 'রুদ্রযোনির স্টেথোস্কোপ' নামে একটি বিশেষ সংকলন, যা এই সময়ের নাগরিক আন্দোলনের এক 'সময়ের দলিল'। সংকলন সম্পর্কে আলোচনা করেন ঋষি ঘোষ। একটি টক শোও হয়। সংকলনের সম্পাদনায় ছিলেন মালশ্রী মজুমদার, মৌ চট্টোপাধ্যায় এবং নবনীতা সরকার। সঞ্চালনায় ছিলেন সুতপা পান্ডে।

মিহির দাশগুপ্ত

হেমতাবাদে মিহির দাশগুপ্তের বার্ষিক স্মরণ অনুষ্ঠানে ডঃ বৃন্দাবন ঘোষের 'সংস্কৃতি চর্চায় মিহির দাশগুপ্ত' বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

১২৮ পৃষ্ঠার এই বইটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। সেখানে তাঁর বংশ পরিচয় ও শৈশবকাল, ছাত্রজীবন ও রাজনীতি, শরীরচর্চা ও বেশভূষা, কর্মজীবন ও মানবতা, সংস্কৃতিচর্চা নিয়ে আলোচনা হয়। চিন্তনে ও মননে মিহির দাশগুপ্ত সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখা হয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে তথ্যসূত্রও উল্লেখ করা হয়েছে। বইটিতে ৭১টি রঙিন ছবি সংযোজিত হয়েছে।

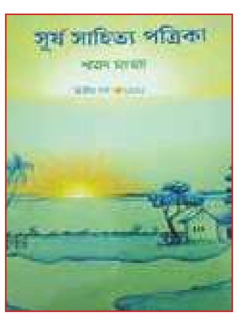

সূর্য পত্রিকা

সম্প্রতি কুমারগঞ্জের গোপালগঞ্জে 'সূর্য' সাহিত্য পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন হল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কবি নির্মলরঞ্জন চৌধুরী, হামিদুল ইসলাম, ডঃ গুরুদাস বিশ্বাস প্রমুখ।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১

তুলিতে প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা

শিশুর মেধা বিকশিত হোক, সকলের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ভালো থাকুক এবং প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বর্জনের বার্তা নিয়ে গাজোল পরিবেশ রক্ষা সমিতির উদ্যোগে অগ্রগামী সংঘ ময়দানে সম্প্রতি হয়ে গেল সোনা সরকারের স্মৃতি পরিবেশ সচেতনতামূলক বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।

অংকুর থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। চারটি বিভাগের এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়।

এই কর্মসূচি পরিচালনা করেন পরিবেশ রক্ষা সমিতির সভাপতি প্রকাশকুমার ব্যানার্জি, সম্পাদক পলাশ সরকার সহ সমিতির অন্য সদস্যরা। অনুষ্ঠানে পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্যরা।

তথ্য : গৌতম দাস ও ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

চর্চায় বাংলার ধ্রুপদি সম্মান

সম্প্রতি রায়গঞ্জ কবিকথা উত্তর দিনাজপুরের ৪৬তম বিষয়ভিত্তিক মাসিক সাহিত্য বাসর হল পূর্বাশা পাড়ায়। বিষয় ছিল বাংলা ভাষার ধ্রুপদি সম্মান প্রাপ্তি। অনুষ্ঠানের শুরুতে সদ্য প্রয়াত কবি অরুণকুমার চক্রবর্তীর স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়।

ধরিত্রী চৌধুরীর উদ্বোধনী সংগীতের পর আয়োজক সংস্থার সম্পাদক যাদব চৌধুরী স্বাগত বক্তব্যে বাংলা ভাষার ধ্রুপদি সম্মান প্রাপ্তি বিষয়ে বলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এই সম্মান লাভ করার জন্য ভাষার যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন, তা বলেন। এই সম্মান লাভ করার ফলে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে কী সুবিধা হবে সেটা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন আভা সরকার মণ্ডল, শুভব্রত লাহিড়ি, সুমনা পাল মুখার্জি, গৌতম চক্রবর্তী প্রমুখ। স্বরচিত গল্প পাঠ করেন সমর আচার্য্য, খুশি সরকার, শিপ্রা দেবনাথ প্রমুখ। অর্পিতা গোস্বামী চৌধুরী শোনান মরণোত্তর পরমবীর চক্র প্রাপক সুবেদার জোগিন্দর সিং সাহনানের রোমহর্ষক কাহিনী। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন অমল বিশ্বাস ও ডাঃ প্রদীপকুমার মণ্ডল। শুভেচ্ছা জানান সজল সরকার। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন সুদেবকুমার রায়।

তথ্য : সুকুমার বাড়ই

বুনিয়াদপুরে ছবি প্রদর্শনী

সম্প্রতি বুনিয়াদপুর তরুণ সংঘের পরিচালনায় তরুণ সংঘ শিশু উদ্যানে অনুষ্ঠিত হল তিনদিন ধরে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খাদ্য উৎসব তরুকৃতি-২০২৪।

অনুষ্ঠানের প্রথমদিন বিকালে আলপনা প্রতিযোগিতা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর শুরু হয় অনুর্দ্ধ ১৮ কুইজ। কুইজ শেষে বিশেষ আকর্ষণ ছিল, মিস বুনিয়াদপুর। এই প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। এরপর ছিল ক্রিয়েটিভ ডান্স অ্যাকাডেমির নৃত্যানুষ্ঠান।

সবশেষে বুনিয়াদপুর উদিস নাট্যসংস্থার 'আম পাকিলে মিঠো, মানুষ পাকিলে তিতো' নাটকে কুশীলবদের অভিনয় প্রশংসা পায়। দ্বিতীয়দিন ১০ বছর ও ১০ বছর উর্দ্ধে ছেলেমেয়েদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। এরপর একে একে শুরু হয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, কুইজ, ডান্স এবং রবীন্দ্র কলাকেন্দ্র পরিচালিত নৃত্যানুষ্ঠান। বিশেষ আকর্ষণ ছিল দিদি নম্বর ওয়ান। শেষপর্বে ছিল বুনিয়াদপুরের সহচলী নাট্য অ্যাকাডেমির নাটক 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। শেষদিন ছোটদের জন্য অনুষ্ঠান লক্ষ্মীছানা, অন্ত্যাক্ষরী এবং আনন্দিনী কলামন্দির পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান রাধাকৃষ্ণ লীলা ছিল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল খাদ্য উৎসব এবং ছবি প্রদর্শনী। যা দর্শকদের জন্য ছিল এক বাড়তি পাওনা।

তথ্য : দিলীপকুমার তালুকদার

ফোটোস্টোরি

তখন রাত ন'টা। শীতের সন্ধ্যা। ইংরেজবাজারে কার্নিভালে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী অন্তরা মিত্র। তাঁর গানের সুরে উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে শ্রোতাদের মনে। – স্বরূপ সাহা

যুব উৎসবে মেধা অন্বেষণ

জেলার তরুণ তরুণীদের প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনাকে উৎসাহিত করতে ও মেধা অন্বেষণের লক্ষ্যে সম্প্রতি বালুরঘাটে আয়োজিত হল যুব উৎসব। নেহেরু যুব কেন্দ্রের জেলাস্তরের এই উৎসব ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে বালুরঘাট হাইস্কুলে আয়োজিত একদিনের এই উৎসবে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিরা অংশ নিয়েছিলেন।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী মোট সাতটি বিভাগের পাঁচ অঙ্গীকার থিমের চিত্রাঙ্কণ, কবিতা ও গল্প লেখা, বক্তৃতা, মোবাইল ফটোগ্রাফি সহ একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। পাশাপাশি, তরুণদের বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহিত করতে একাধিক স্টল ছিল।

জেলা যুব আধিকারিক কৌশিক পাল জানান, জেলা প্রশাসন ও নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এই উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। সাতটি বিভাগে ২১ জন বিচারক ছিলেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা শাসক হ্যারিস রাশিদের প্রশংসা, 'কবিতা ও ছবির প্রতিযোগিতা দেখেছি। বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ছাত্রছাত্রীরা খুব পরিশ্রম করে তাদের স্বতন্ত্র চিন্তাশক্তি মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। সবটাই খুব ভালো হয়েছে।'

তথ্য : পঙ্কজ মহন্ত

গৃহবধূদের গানে জলসা

তীব্র শীতের আমেজ। তারমধ্যেই ঘর সামলে হাজির একঝাঁক গৃহবধূ। গানে গানে মাতিয়ে তুললেন মঞ্চ। সম্প্রতি বুনিয়াদপুরের দুদিনের অনুষ্ঠানে বাজিমাৎ করেছেন তাঁরা।

উপস্থিত ছিলেন গৃহবধূ রিনা কুণ্ডু, মিলি পাল, রাখি তালুকদাররা। এছাড়াও এই দিন স্থানীয় ক্রিয়েটিভ ডান্স অ্যাকাডেমির এক ঝাঁক কলাকুশলী তাঁদের অনবদ্য উপস্থাপনা দর্শকদের তাক লাগিয়েছে। ছিল আনন্দিনী কলাকেন্দ্র, রবীন্দ্রনৃত্য কলাকেন্দ্র, সপ্তক মিউজিক কলেজ, কণ্ঠবীথি আবৃত্তিচর্চা কেন্দ্রের কলাকুশলীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত বহিরাগত শিল্পীদের বিচিত্রানুষ্ঠান হয়।

তথ্য : অনুপ মণ্ডল

সুর ও ছন্দের মেলবন্ধনে 'সঙ্গম'

নটরাজ ড্যান্স অ্যাকাডেমি ও বিকাশ সুরধারা আকাদেমির যৌথ উদ্যোগে গঙ্গারামপুরের মিলনী ক্লাবে হয়ে গেল সংগীত ও নৃত্যের মেলবন্ধনের অনুষ্ঠান 'সঙ্গম'। ভালো শিল্পী তৈরি করতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে জানান উদ্যোক্তারা।

দুই প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন থিমের উপরে ভরতনাট্যম পরিবেশন করেন নটরাজ ড্যান্স অ্যাকাডেমির শিল্পীরা। নটরাজ ড্যান্স অ্যাকাডেমির কর্ণধার রনিতা দাস কুণ্ডুর কোরিওগ্রাফিতে পরিবেশিত হয় পুষ্পাঞ্জলি 'তোডিয়াম', শিববন্দনা 'পদম', রবীন্দ্র নৃত্য 'আনন্দধারা'। পরিবেশ সচেতনতা নৃত্য 'প্রকৃতি', কৃষ্ণবন্দনা নৃত্য 'গৌরাঙ্গ' ছাড়াও তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে ছিল বিশেষ পরিবেশনা।

রণিতা দাস কুণ্ডু জানান, দুই সংস্থার আয়োজনে নাচ ও গানের এই কোলাবরেশন আশা করব সকলের ভালো লাগবে। এই ধরনের অনুষ্ঠান ভালো শিল্পী তৈরি করতে সাহায্য করবে বলে আমার ধারণা।

তথ্য ও ছবি : জয়ন্ত সরকার

বাউল উৎসব

রায়গঞ্জ নেতাজি শান্তি ক্লাবের পরিচালনায় সম্প্রতি হয়ে গেল লোকসংস্কৃতি ও বাউল উৎসব। রায়গঞ্জের পাশাপাশি বহিরাগত বাউল শিল্পীরাও অংশ নিয়েছেন এখানে।

মঞ্চ মাতাতে এসেছিলেন শিল্পী গৌরগোপাল দাস, সুজিত ক্ষ্যাপা, রথীন দাস বাউল, বিধান দাস, শিখা মজুমদার প্রমুখ।

পুরস্কার বিলি

কলাকুঞ্জ সংস্কৃতি পরিষদ পরিচালিত নতুনকুড়ির কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হল রায়গঞ্জ বিধানমঞ্চে। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক সুরজিত শর্মা সহ আরও অনেকে।

তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র

রবি থেকে শনি
ইভনিং শো

মালদা

■ ১১ জানুয়ারি, শনিবার বিকেল ৫টায় মালদা টাউন হলে সুর সৃষ্টি নবম বার্ষিক সংগীত সন্ধ্যা

উত্তর দিনাজপুর

■ ১১ জানুয়ারি, শনিবার নারায়ণা স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

■ ১১ জানুয়ারি, শনিবার মধ্য মোহনবাটি গ্রন্থাগারের ৪০তম বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

■ ১২ জানুয়ারি, রবিবার সকাল ৮টায় রায়গঞ্জ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও প্রদর্শনী

১৩ জানুয়ারি, সকাল ১২টায় প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব। বিকেল ৫টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দক্ষিণ দিনাজপুর

■ ১২ জানুয়ারি, রবিবার পতিরাম শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে সকাল ৮টায় শোভাযাত্রা ও বিকেল ৪টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

■ ১২ জানুয়ারি, রবিবার দিওড় পানাউল্লা উচ্চবিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক মিলন উৎসব

■ ১৫ জানুয়ারি, বুধবার সকাল ১২টায় গোপালচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা

যাঁরা ইভনিং শো বিভাগে নিজেদের সেমিনার, ওয়ার্কশপ, নাটক সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর দিতে চান, তাঁরা আমন্ত্রণপত্র পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১

জানুয়ারি মাসের বিষয়
পোর্ট্রেট ফোটোগ্রাফি

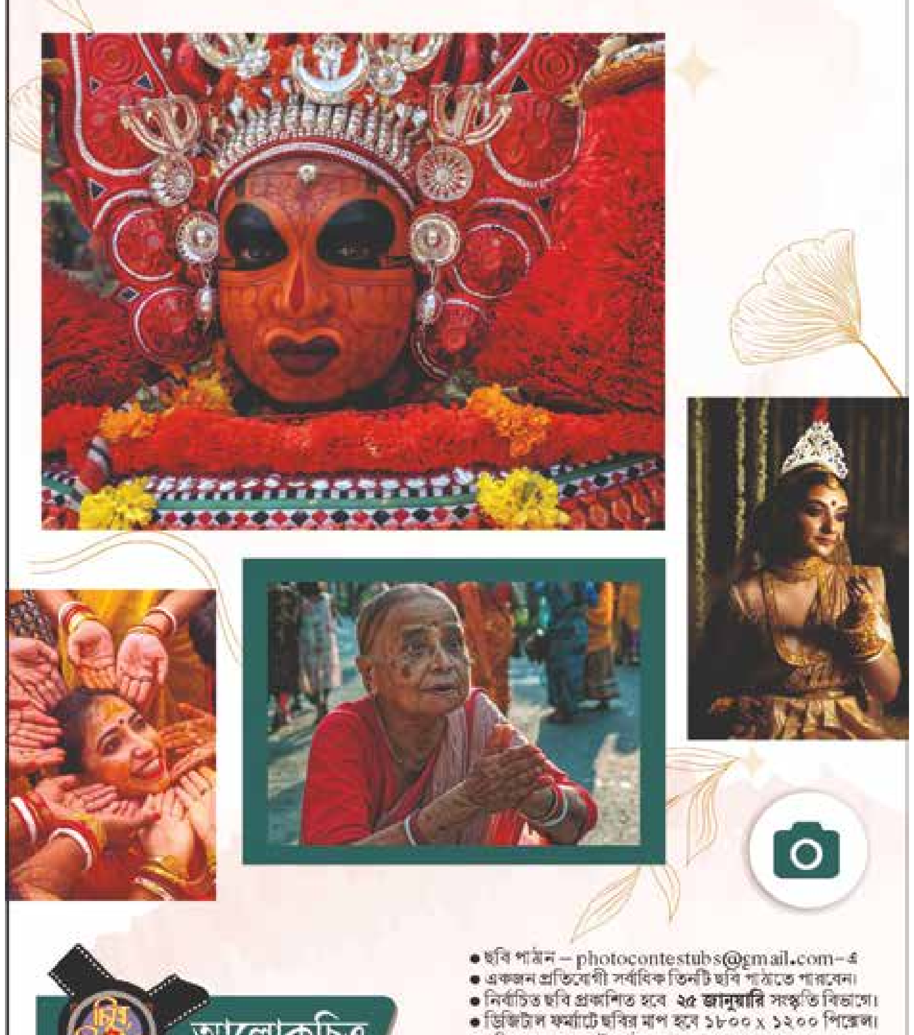

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ
২১ জানুয়ারি, ২০২৫

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com-এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে **২৫ জানুয়ারি** সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্ম্যাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ছবি : ডঃ দিলীপ দে সরকার, সৌভিক বসু, দীপঙ্কর ঘোষ ও গৌরব বিশ্বাস

আন্তঃরাজ্য নাট্যোৎসবে চেতনার স্ফুরণ

নাট্য সংস্কৃতির উত্তাপে হৃদয় সেঁকে নিতে সম্প্রতি কালিয়াগঞ্জ নজমু নাট্য নিকেতনে সুচেতা কলাকেন্দ্রের উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় হয়ে গেল সুচেতা আন্তঃরাজ্য নাট্যোৎসব। তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে এই নাট্যোৎসবে সিকিম, বিহার এবং অসম থেকে এসেছিল বেশ কয়েকটি নাটকের দল।

প্রথমদিন গোবরডাঙ্গা শিল্পায়নের নাটক উত্তমপুরুষ মঞ্চস্থ হয়। নাট্যরূপ, আবহ ও নির্দেশনা দেন আশিস চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় নাটক বিহারের অঙ্গনাট্যমঞ্চের ইয়ে ক্যায়সা ইনসাফ। আত্মজীন সিংহের নাটকে নির্দেশনা দেন সঞ্জয়কুমার। এরপর সুচেতা কলাকেন্দ্রের গীতি আলেখ্য 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যুতে রবিসুর ভাসে'। মালদা মালঞ্চের চাঁদমনসা কথার প্রযোজনা ও নির্দেশনায় ছিলেন পরিমল ত্রিবেদী। পরে অসমের জেংরাই এক্সম নাট্য সংস্থার লেখক ও নির্দেশক বিশ্বজিৎ ডেকার ডিগনিটি অফ লেবার মঞ্চস্থ হয়।

তৃতীয়দিন ছিল কল্যাণী কলা মণ্ডলমের নাটক শান্তনু দাসের নির্দেশনায় ম্যাকবেথ মিরর। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার রিপার্টয়ারের বীজ নাটকের রচয়িতা বাদল সরকার ও নির্দেশক শুভ্রাংশু মুখার্জি। পরের নাটক সুচেতা কলাকেন্দ্রের বসন্তশেষের রচয়িতা পত্রাবলী চক্রবর্তী। পরেরদিন মঞ্চস্থ হয় সুচেতা কলাকেন্দ্রের একটি রূপকথার জন্ম। সোমনাথ সাধুখাঁর নাটকে নির্দেশনা দেন গৌরাঙ্গ পাল ও কেয়া দাস। পরের নাটক কালিয়াগঞ্জ পার্বতীর সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ। নাটক ও নির্দেশনায় তামসরঞ্জন ব্যানার্জি। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ নাট্যচর্চার গল্প হলেও সত্যি নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটক ও নির্দেশনায় ছিলেন স্বাগত গুপ্ত।

নাট্যোৎসবের শেষদিনে আয়োজিত হয় জনশিক্ষার প্রসারে নাটক ও নাট্যকর্মীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনাচক্র এবং মঞ্চস্থ হয় রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয়ের সিকিম রিপোর্টারি কোম্পানির শংকর।

এই নাট্য উৎসবের নাটকগুলোতে উঠে এল নারী-পুরুষের ভেদাভেদ, ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার বার্তা, আদর্শে অবিচল থাকার ঘোষণা, শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, ম্যাকবেথের অনবদ্য বিন্যাসের আলেখ্য, জীবনতৃষ্ণার অনন্ত সংগ্রাম, ঈশ্বর প্রেমের জয়গাথা, নতুনের হাত ধরে সময়ের উত্তরণ, কৃষক সমাজের দুর্দশার কাহিনী, দানশীলতার জয়গানের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের রুজি রোজগারের মতো বিষয়গুলি।

আয়োজক সংস্থার কর্ণধার ড. তামসরঞ্জন ব্যানার্জির কথায়, 'কালিয়াগঞ্জের মতো মফসসল এলাকায় সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে এধরনের উদ্যোগ। এতে দর্শকদের সাড়া মিলেছে অভূতপূর্ব। তাদের সম্মিলিত সহযোগিতা আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পাথেয়।'

ছবি ও তথ্য : সুকুমার বাড়ই

পডকাস্টে ভুল স্বীকার প্রধানমন্ত্রীর

‘আমি মানুষ, ভগবান নই’

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : মাত্র আট মাসের ব্যবধানে সুর বদল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গতবছর অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের সময় বারাণসীতে নির্বাচনি প্রচারের ফাঁকে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের দূত বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু আট মাস পর সেই অবস্থান পালটে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘আমি তো সামান্য মানুষ মাত্র। কোনও ভগবান নই।’ শুক্রবার একটি পডকাস্ট অনুষ্ঠানে প্রথমবার অতিথি হিসেবে যোগদান করেন মোদি। জেরোধার সহ প্রতিষ্ঠাতা নিখিল কামাথের পিপল বাই ডব্লিউটিএফ পডকাস্ট সিরিজে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ভুলত্রুটি হয়। আমারও হয়েছে। আমিও তো মানুষ। দেবতা তো নই। মানুষ বলেই ভুল হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে কখনও কোনও ভুল করিনি।’

গত মে মাসে মোদি বলেছিলেন, ‘আগে যখন মা বেঁচেছিলেন তখন মনে হত, আমি বায়োলজিক্যালি জন্মগ্রহণ করেছি। মা চলে যাওয়ার পর সমস্ত অভিজ্ঞতাকে মিশিয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে আমাকে পরমাত্মাই পাঠিয়েছেন।’ তাঁর এই মন্তব্যকে সামনে রেখে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সহ তামাম বিরোধী নেতা তাঁকে নন-বায়োলজিক্যাল প্রধানমন্ত্রী, ভগবানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা প্রধানমন্ত্রী বলেও কটাক্ষ করেন। এদিন নিজেকে সামান্য মানুষ বলে আখ্যা দেওয়ার পর মোদির বিরুদ্ধে সমালোচনার পারদ আরও চড়েছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘মাত্র আট মাস আগে নিজেকে নন-বায়োলজিক্যাল তকমা দিয়েছিলেন এই মানুষটি। এটা আক্ষরিক অর্থে ড্যামেজ কন্ট্রোল।’

সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট জনপ্রিয়। যদিও তিনি গত সাড়ে দশ বছরে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে না বসায় বারবার সমালোচনা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে অনেকেই তাঁর পূর্বসূরি সদ্য প্রয়াত ড. মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে তুলনা টানেন। যদিও মোদি সেইসবে বিশেষ আমল দিতে নারাজ। তার বদলে তিনি এবার পডকাস্টের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি মন কি বাত সেরেছেন। মোদি বলেন, ‘আমি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছি একটি মিশন নিয়ে। আমার আদর্শ একটাই, দেশই প্রথম।’ তাঁর কথায়, ‘রাজনীতিতে যোগ দেওয়া এক জিনিস। আর রাজনীতিতে সফল হওয়া অন্য বিষয়। আপনি যখন একটি টিমে খেলার যোগ্য হবেন এবং জনকল্যাণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হবেন, তখনই দ্বিতীয় বিষয়টি ঘটবে। কাজেই তরুণ প্রজন্মের উচিত একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া। মনের মধ্যে কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রেখে নয়।’

প্রথম পডকাস্টে হাতেখড়ি হতেই মোদি বলে দেন, ‘এটা আমার প্রথম পডকাস্ট। আমি জানি না আমার দর্শকরা এটা কীভাবে নেবেন। তবে এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা।’ মোদি বলেন, ‘আমি কঠোর পরিশ্রম করা থেকে কখনও পিছু হটিনি। আমি নিজের জন্য কিছু করব না। আমি একজন মানুষ। ভুল হতেই পারে। কিন্তু খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কখনও কিছু করব না।’ চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিংপিংয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথাও বলেছেন পডকাস্টে। তিনি বলেন, ‘আমি ২০১৪ সালে প্রথমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সারা বিশ্ব থেকে প্রচুর মানুষ শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিংপিংও ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ভদনগরে আমার গ্রামে যাবেন। কেন জানেন? কারণ, চিনা দার্শনিক হিউয়েন সাং আমাদের গ্রামে দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন। আবার চিনে ফিরে উনি জিংপিংয়ের গ্রামে বাস করেছিলেন।’

পডকাস্টার নিখিল কামাথের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

> আমি তো সামান্য মানুষ মাত্র। কোনও ভগবান নই। ভুলত্রুটি হয়। আমারও হয়েছে। মানুষ বলেই ভুল হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে কখনও কোনও ভুল করিনি।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

> মাত্র আট মাস আগে নিজেকে নন-বায়োলজিক্যাল তকমা দিয়েছিলেন এই মানুষটি। এটা আক্ষরিক অর্থে ড্যামেজ কন্ট্রোল।
>
> **জয়রাম রমেশ**

নির্মলার করের ভাগে পিছিয়ে বাংলা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ কম নয় রাজ্যের। তবুও তাতে টনক নড়ছে না কেন্দ্রের। বরং নতুন বছরের প্রথম দফার অর্থ বরাদ্দ করার ক্ষেত্রেও ছবিটা একই থেকে গেল। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের মন্ত্রক থেকে করের ভাগ বাবদ বরাদ্দ অর্থের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গকে পিছনে ফেলে প্রথম হয়ে গেল যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। এমনকি বিহার, মধ্যপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিও পশ্চিমবঙ্গের থেকে বেশি টাকা পেয়েছে কেন্দ্রের থেকে। শুক্রবার সকালে অর্থমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ পেয়েছে ৩১,০৩৯.৮৪ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ১৩,০১৭.০৬ কোটি টাকা। বিহার পেয়েছে ১৭,৪০৩.৩৬ কোটি টাকা, মধ্যপ্রদেশ ১৩,৫৮২.৮৬ কোটি টাকা। অশান্তিতে বিধ্বস্ত মণিপুরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১,২৩৮.৯০ কোটি টাকা।

এই অর্থ রাজ্যগুলি তাদের পরিকাঠামো, সার্বিক উন্নয়নের খাতে ব্যয় করতে পারবে। অর্থমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যগুলি যাতে তাদের পরিকাঠামো খাতে আরও বেশি অর্থ খরচ করতে পারে এবং সার্বিক উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করতে পারে মসৃণভাবে, সেই কারণেই চলতি মাসে বেশি অঙ্কের টাকা দেওয়া হয়েছে করের ভাগ বাবদ।

প্রতিমাসে রাজ্যগুলিকে করের ভাগ বাবদ অর্থ প্রদান করে কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন বছরে এটাই প্রথম দফায় রাজ্যগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ কর রাজ্যের থেকে আদায় করে সেই তুলনায় বরাদ্দ যথেষ্ট কম। কেন্দ্রীয় সরকার সংগৃহীত করের ৪১% রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থবছরের বিভিন্ন পর্যায়ে কিস্তিতে বিতরণ করা হয়। অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই অর্থ রাজ্যগুলির উন্নয়ন কার্যক্রম এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পে গতি আনার উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে। কর বিতরণ বলতে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে কর রাজস্বের বণ্টনকে বোঝায়। এটি একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করের আয় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত এবং সমতাভিত্তিক পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। রাজ্যগুলির জন্য কর বণ্টনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এর মধ্যে ১২.৫% দেওয়া হয়েছে জনসংখ্যার কর্মক্ষমতাকে, ৪৫% আয়ের ভিত্তিতে, ১৫% করে জনসংখ্যা এবং এলাকার জন্য, ১০% বন ও পরিবেশের জন্য, এবং ২.৫% কর ও আর্থিক প্রচেষ্টার ভিত্তিতে।

তখনও পুড়ছে জঙ্গল। আগুন নেভানোর চেষ্টায় দমকলকর্মীরা। লস অ্যাঞ্জেলসের ওয়েস্ট হিলসে।

ট্রাম্পের সাজার দিকে তাকিয়ে বিশ্ব

ওয়াশিংটন, ১০ জানুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেবেন ২০ জানুয়ারি। তার আগে ঝামেলায় পড়েছেন তিনি। পর্ণ তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার মামলায় ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ট্রাম্প। শুক্রবার ভারতীয় সময় মধ্যরাতে সেই মামলার রায় ঘোষণা। সেদিকে তাকিয়ে ট্রাম্প সহ গোটা আমেরিকা। এর আগে মামলার সাজা ঘোষণা স্থগিত রাখার জন্য মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু আদালত তাঁর আর্জি নাকচ করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট পদে বসলেও ট্রাম্পের রক্ষাকবচের কোনও প্রশ্নই নেই। ট্রাম্পের কৌঁসুলিদের দাবি, প্রেসিডেন্টের আইনি রক্ষাকবচ আছে। সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সরকারি কাজের জন্য আইনি রক্ষাকবচ পান। পর্ণ তারকার মুখ বন্ধ করার জন্য ঘুষ দেওয়া সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। মামলার সাজা হিসেবে আর্থিক জরিমানার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারপর্বে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ভোটে জিতলে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধ করে দেবেন। শপথ নিয়ে কুর্সিতে বসার আগেই জানিয়েছেন, তিনি পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন।

লস অ্যাঞ্জেলেস
দাবানলে মৃত বেড়ে ১০

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১০ জানুয়ারি : লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানল আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। আরও বেশি পরিমাণে জমি আগুনের গ্রাসে, মৃতের সংখ্যাও বেড়েছে। স্যাটেলাইট ফুটেজে আগুন কবলিত এলাকার ছবি দেখে শিউরে উঠছেন সকলেই। গোটা এলাকা যেন নরক হয়ে গিয়েছে! চারিদিক শুধু কালো ধোঁয়া।

শুষ্ক আবহাওয়া এবং ঝোড়ো হাওয়ার জন্য আগুনের লেলিহান শিখা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। কোথাও কোথাও আগুনে-হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বা তারও বেশি। লস এঞ্জেলস শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা ছাড়াও দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ৩ লক্ষ ঘরবাড়ি। ঘরছাড়া ১ লক্ষের বেশি মানুষ।

মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কমপক্ষে ৩২ হাজার একর জমি। তার মধ্যে প্যাসিফিক পালিসাডেসের ১৯ হাজার এবং আল্টাডেনার ১৩ হাজার একর জমি রয়েছে। নতুন এলাকায় ছড়াতে শুরু করেছে লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানল।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে ওয়েস্ট হিলসে নতুন করে আগুন ছড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন কাউন্টি শেরিফ রবার্ট লুনা। তিনি বলেন, ‘মনে হচ্ছে যেন শহরের বুকে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছে।’ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই দাবানলকে লস অ্যাঞ্জেলেসের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বলে বর্ণনা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি ১৮০ দিনের জন্য ফেডারেল সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেন।

আগুন এত দ্রুতগতিতে (ঘণ্টায় ১১২ কিমি) ছড়াচ্ছে যে, কয়েক ঘণ্টায় ৯০০ একর জমি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। প্যাসিফিক পালিসাডেসে ১৯,০০০ একর জমি পুড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে আল্টাডেনায় আগুনের গ্রাসে ১৩,০০০ একর জমি। সবমিলিয়ে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন ১ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ। পাঁচ হাজারের বেশি বড় কাঠামো (স্কুল, অফিস সমেত) ধ্বংস হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের বহু জায়গায় তীব্র জলসংকট তৈরি হয়েছে। সঙ্গে বিদ্যুৎ না থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে নামানো হয়েছে ন্যাশনাল গার্ডকে।

হাসপাতালে ছোটা রাজন

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার তিহাড় জেলে বন্দি রাজনকে দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এক সময়ের দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ রাজন সাইনাসের সমস্যায় ভুগছেন। চিকিৎসকরা দ্রুত অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিয়েছেন। ২০২৪ সালে এক খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজা হয় তাঁর। গত সপ্তাহে রাজনের গোষ্ঠীর এক সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাড়ি থেকে উদ্ধার কুমির

ভোপাল, ১০ জানুয়ারি : মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক হরবংশ রাঠোর ও তাঁর ব্যবসায়িক সহযোগী প্রাক্তন কাউন্সিলার রাজেশ কেশরওয়ানির বাড়িতে হানা দিয়ে টাকাকড়ি, সোনাদানা, বেনামি গাড়ির সঙ্গে কুমির পেলেন আয়কর অফিসাররা। টাকার পরিমাণ নগদ তিন কোটি। বাড়ির পুকুর থেকে পাওয়া গিয়েছে তিনটি কুমির।

রবিবার থেকে অভিযান চলেছে। আধিকারিকরা কুমির দেখে স্তম্ভিত। রাঠোর ও কেশরওয়ানির বিড়ির ব্যবসা রয়েছে। তাঁদের দুজনের বিরুদ্ধে ১৫৫ কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তার তদন্তেই হানা দিয়েছিলেন আয়কর আধিকারিকরা। কুমিরগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য বনদপ্তরকে খবর দেন তদন্তকারীরা অফিসাররা।

সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা কাজ, রুষ্ট দীপিকা

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : এল অ্যান্ড টি চেয়ারম্যান এসএন সুব্রহ্মণিয়াম সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা কাজের যে সওয়াল করেছেন তাতে সমাজমাধ্যমে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। নেটিজেনদের অধিকাংশই এই ধরনের কর্মসংস্কৃতি আমদানি করা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। শুধু আমজনতা নয়, বলিউড অভিনেত্রী, প্রাক্তন খেলোয়ার, এমনকি শিল্পপতিও এল অ্যান্ড টি কর্তার বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘এহেন শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিরা এই ধরনের মন্তব্য করছেন দেখে অবাক লাগছে।’ এরপরই তিনি লিখেছেন ‘হ্যাশট্যাগ মেন্টাল হেল্থ ম্যাটার্স।’

৯০ ঘণ্টা কাজের কথা বলতে গিয়ে সুব্রহ্মণিয়াম মন্তব্য করেছিলেন, ‘আপনারা বাড়িতে বসে কী কাজ করবেন? কতক্ষণ আপনারা আপনাদের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন? স্ত্রী-রাই বা কতক্ষণ ধরে স্বামীদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন? অফিসে আসুন আর কাজ শুরু করুন।’ তাঁর এই কথার বিরোধিতা করে প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন তারকা জোয়ালা গুট্টা এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমি বলতে চাই...প্রথমত উনি কেন ওঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন না...আর শুধু রবিবারই বা কেন!’ এসএন সুব্রহ্মণিয়ামের মন্তব্যকে নারীবিদ্বেষী এবং ভয়ানক বলেও আখ্যা দিয়েছেন। শিল্পপতি হর্ষ গোয়েঙ্কাও সমালোচনা করেছেন এল অ্যান্ড টি চেয়ারম্যানের। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা? সানডের নাম বদলে সান ডিউটি করা হচ্ছে না আর কেনই বা ডে-অফ নামক বস্তুটিকে মিথে পরিণত করা হচ্ছে না! আমি বিশ্বাস করি, কঠোর এবং বুদ্ধিদীপ্তভাবে পরিশ্রম করায়। কিন্তু জীবনকে কার্যত অফিস শিফটে পরিণত করে ফেলাটা সাফল্য নয়, জীবন খারাপ করে তোলার উপায়। কাজের সঙ্গে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখাটা ঐচ্ছিক নয়, বরং আবশ্যিক। তবে এসব আমার ব্যক্তিগত মত।’

সমালোচনার মুখে পড়ে এল অ্যান্ড টি সংস্থাটি চেয়ারম্যানের সমর্থনে একটি বিবৃতি জারি করে। কিন্তু তাতেও নেটিজেনরা শান্ত হননি। দীপিকা পরে আবার জানান, সংস্থার বিবৃতি বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এসএন সুব্রহ্মণিয়ামের আগে ইনফোসিস কর্তা নারায়ণ মূর্তিও সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজের সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু ভারতের অন্যতম ধনকুবের বলে পরিচিত শিল্পপতি গৌতম আদানি এই ব্যাপারে সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘আপনার কাজ এবং জীবনের ভারসাম্য আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আমার কাজ-জীবনের ভারসাম্য আপনার ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কেউ যদি ৪ ঘণ্টা পরিবারের সঙ্গে থাকে এবং তাতে আনন্দ খুঁজে পায় অথবা কেউ যদি ৮ ঘণ্টা পরিবারের সঙ্গে কাটায় এবং উপভোগ করে তাহলে সেটা তাঁদের ভারসাম্য। এসবের পরও যদি আপনি ৮ ঘণ্টা সময় কাটান তাহলে বউ পালিয়ে যাবে।’

> এহেন শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিরা এই ধরনের মন্তব্য করছেন দেখে অবাক লাগছে। হ্যাশট্যাগ মেন্টাল হেল্থ ম্যাটার্স।
>
> **দীপিকা পাড়ুকোন**

সম্ভাল মসজিদে ‘স্থিতাবস্থা’

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের শাহি জামা মসজিদের প্রবেশপথ সংলগ্ন একটি ব্যক্তিগত কূপ সংক্রান্ত মামলায় মসজিদ ব্যবস্থাপক কমিটির আবেদনের ভিত্তিতে নোটিশ জারি করে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কূপ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। ওই এলাকায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। আরও সোজা করে বললে, হিন্দুপক্ষের দাবি খারিজ করে শীর্ষ আদালত বলেছে, সম্ভালের মসজিদে আপাতত কোনও ধরনের সমীক্ষা হবে না। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না শুক্রবার নির্দেশ দেন, দু'সপ্তাহের মধ্যে জেলা প্রশাসনকে ওই জলাশয় নিয়ে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। ততদিন জেলা প্রশাসন জলাশয় সমীক্ষার কাজ করতে পারবে না।

অন্যদিকে মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহি ইদগাহ মসজিদ নিয়ে ১৫টি মামলাকে একত্রিত করার এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপত্তি সুপ্রিম কোর্টে পরবর্তী সময়ে তোলা যেতে পারে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ প্রাথমিকভাবে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দেয়। বেঞ্চ জানায়, সব মামলাকে একত্রিত করা উভয়পক্ষের জন্যই সুবিধাজনক।

লাদাখে বন্যপ্রাণীর বিচরণভূমিতে সেনা গড়বে অস্ত্রভাণ্ডার

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : বিলুপ্তপ্রায় ইবেক্স, তিব্বতি গ্যাজেল, নেকড়ে, স্নো লেপার্ড, অ্যান্টিলোপ—কী নেই লাদাখে! বহু বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণভূমি চিন সীমান্তের এই এলাকায়। তারপরেও জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে সেই অঞ্চলেই এবার অস্ত্রভাণ্ডার ও পরিকাঠামো নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হল ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। লাদাখের চূড়ায় চিনা আগ্রাসন রুখতে পূর্ব লাদাখে চিন সীমান্তের কাছে গোলাবারুদ মজুতের জন্য একাধিক ফরমেশন অ্যামুনিশন স্টোরেজ ফেসিলিটি (এফএএসএফ) নির্মাণের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রকের বন্যপ্রাণ বিভাগ।

গত ২১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফের সভায় পূর্ব লাদাখের হানলে ও ফোটি লা সহ বিভিন্ন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সেনাবাহিনীকে এফএএসএফ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। একইসঙ্গে অনুমতি মেলে ভূগর্ভস্থ গুহা তৈরি এবং স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণেরও। এছাড়া লুকুং-এ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট প্লাটুন এবং এরথ এলাকায় স্থলসেনার স্থায়ী শিবিরও তৈরি করতে পারবে সেনা।

বন্যপ্রাণকে বিপন্ন করে এই অনুমোদন নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু পরিবেশমন্ত্রক জানিয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রেক্ষিতে এই অনুমোদন জরুরি ছিল। তাদের বক্তব্য, বর্তমানে গোলাবারুদ হানলে থেকে ২৫০ কিমি এবং ফোটি লা থেকে ৩০০ কিমি দূরে মজুত থাকে। ফলে প্রয়োজনের সময় তা সরবরাহে অনেক দেরি হয়ে যায়। আক্রমণের মুখে দ্রুত প্রতিরক্ষার জন্য স্পর্শকাতর এলাকার কাছাকাছি কোনও জায়গায় গোলাবারুদ মজুতের প্রয়োজন রয়েছে। অনুমতি পাওয়ার পর হানলে, ফোটি লা, প্যাংগং হ্রদের লুকুং গ্রাম এবং ডুরবুক এলাকায় সেনার সামরিক উপস্থিতি বাড়ানো ছাড়াও ভূগর্ভস্থ গুহা তৈরি করে গোলাবারুদ ও কৌশলগত সাজসরঞ্জাম সংরক্ষণ করা যাবে। কেন্দ্রের দাবি, এর ফলে চিন সীমান্তে অপারেশনাল সক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যাবে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর।

অখণ্ড ভারত সম্মেলনে ডাক পাক, বাংলাদেশকে

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : ভারত-পাকিস্তান বৈরিতার কারণে সার্কের অস্তিত্বের কথা ইদানীংকালে খুব একটা শোনা যায় না। ২০১৬ সালের পর থেকে আর কোনও সার্ক বৈঠক হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর পাশাপাশি সার্ককে আবারও চাঙ্গা করতে মরিয়া। কিন্তু তার আগেই ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি আলোচনাসভায় পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কার মতো সার্কভুক্ত দেশগুলির পাশাপাশি মায়ানমার, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়ার দেশগুলির কাছে আমন্ত্রণবার্তা জানিয়েছে নয়াদিল্লি। অখণ্ড ভারত শীর্ষক ওই আলোচনাসভায় যোগ দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তান ইতিমধ্যে সম্মতি জানিয়েছে। ঢাকাও যদি নয়াদিল্লির প্রস্তাবে সাড়া দেয় তাহলে তা আক্ষরিক অর্থেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত হবে।

এক আধিকারিকের কথায়, ‘আমরা চাই, যে সমস্ত দেশ আবহাওয়া দপ্তর প্রতিষ্ঠার সময় অখণ্ড ভারতের অঙ্গ ছিল তারা সকলেই যেন এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।’ রাজনৈতিক মহলের মতে, যাবতীয় মতপার্থক্যকে দূরে সরিয়ে যেভাবে দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশগুলিকে আবহাওয়া দপ্তরের সার্ধশতবর্ষের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাতে নয়াদিল্লির মহৎ হৃদয়ের দিকটিই ফুটে উঠেছে। কারণ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ তো বটেই, সার্কভুক্ত দেশগুলির প্রায় সকলেই দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তুলেছে। শুধু তাই নয়, নয়াদিল্লি দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমশ নির্বান্ধব হয়ে পড়ছে বলেও একটি দাবি করা হয়। আবহাওয়া দপ্তরের অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী দেশগুলিকে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে সেই দাবিও নস্যাৎ করে দিতে মরিয়া ভারত।

আবহাওয়া দপ্তর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের তরফে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসে বিশেষ ট্যাবলোও বের করা হবে। অর্থমন্ত্রকের তরফে স্মারক কয়েনও প্রকাশ করা হবে।

গরিবের জন্য যোগীর ‘মা কি রসোই’

প্রয়াগরাজ, ১০ জানুয়ারি : গরিবের মুখে অন্ন তুলে দিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথেই পা বাড়ালেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মহাকুম্ভমেলা শুরুর মুখে শুক্রবার প্রয়াগরাজে ‘মা কি রসোই’ নামে একটি যৌথ রান্নাঘর প্রকল্পের সূচনা করেছেন তিনি। বাংলার ‘মা ক্যান্টিন’-এর আদলে তৈরি ওই রান্নাঘর থেকে মাত্র ৯ টাকায় পেটভরা খাবার দেওয়া হবে প্রত্যেককে। খাবারের তালিকায় থাকছে ডাল, চারটি রুটি, তরকারি, ভাত, স্যালাড এবং একটি মিষ্টি।

মূলত আর্থিকভাবে দুর্বল গোষ্ঠীর মানুষের কথা ভেবে তৈরি এই রসুইঘর চালানোর দায়িত্বে রয়েছে নন্দী সেবা সংস্থান। রেস্তোরাঁটি বানানো হয়েছে প্রয়াগরাজের স্বরূপরানি নেহরু হাসপাতাল চত্বরে।

শুক্রবার প্রয়াগরাজ সফরের দ্বিতীয় দিনে হাসপাতালে গিয়ে ‘মা কি রসোই’-এর প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পর প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। তিনি বলেন, ‘এই উদ্যোগ কেবলমাত্র সাশ্রয়ী নয়, বরং দরিদ্র মানুষের জন্য এক বিশাল সহায়তা। মা অন্নপূর্ণার করুণা যেন সবার ওপর বর্ষিত হয়।’ এরপর তাঁকে ক্রেতাদের খাবার পরিবেশন করতেও দেখা যায়।

প্রশাসন সূত্রে খবর, যৌথ রান্নাঘরটি জনতার উদ্দেশে নিবেদিত হলেও আধুনিক রেস্তোরাঁয় যা যা থাকে, এতে তার সবকিছুই রয়েছে। এটি পুরোপুরি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রায় ২,০০০ বর্গফুট এলাকাজুড়ে তৈরি মা কি রসোই-এ একসঙ্গে ১৫০ জন বসে খেতে পারবেন। হাসপাতালে আসা হাজারো রোগীর পরিবারের লোকজনের পক্ষে এই রান্নাঘর সবচেয়ে কার্যকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

> বাংলার ‘মা ক্যান্টিন’-এর আদলে তৈরি ওই রান্নাঘর থেকে মাত্র ৯ টাকায় পেটভরা খাবার দেওয়া হবে প্রত্যেককে। খাবারের তালিকায় থাকছে ডাল, চারটি রুটি, তরকারি, ভাত, স্যালাড এবং একটি মিষ্টি।

‘মা কি রসোই’ ক্যান্টিন উদ্বোধন করে খাবার তুলে দিচ্ছেন যোগী আদিত্যনাথ। প্রয়াগরাজে।

বিজিবি'র বাধা, সীমান্তে বেড়া

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের সীমান্তের উত্তেজনার মাঝে এ এক অন্য চিত্র দেখল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি থানার ১৩৫ খরখরিয়া এলাকা। খোলা সীমান্ত হওয়ায় অনুপ্রবেশ থেকে গোরু পাচারের রমরমা এখানে। শুধু তাই নয়, খোলা সীমান্তের সুযোগ নিয়ে এপারে এসে ভারতীয়দের ফসল কেটে নিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। কখনও জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ খরখরিয়া এলাকার বাসিন্দারা। এই সমস্যার সমাধানে কৃষকরা এর আগে বিএসএফের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বেশ কয়েকবার। বিএসএফ সেখানে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু বিজিবি'র বাধায় বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। এবার কৃষকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। শুক্রবার নিজেরাই অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়ার সামগ্রী কিনে এনে একেবারে জিরো পয়েন্টে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করলে বিজিবি ফের বাধা দেয়। কিন্তু গ্রামবাসী সেই বাধা উপেক্ষা করেই বেড়া দেওয়ার কাজ করেন। সীমান্তে প্রায় দেড় থেকে দুই কিলোমিটার অস্থায়ী বেড়া দেন গ্রামবাসী। বেড়া দেওয়ার কাজে বিএসএফ সরাসরি যুক্ত না থাকলেও কৃষকদের নিরাপত্তায় অবশ্য জওয়ানরা পাহারায় ছিলেন। গ্রামবাসীদের দাবি, ওই সীমান্তে বাকি আরও ২-৩ কিমি খোলা সীমান্ত রয়েছে। শীঘ্রই সেখানেও অস্থায়ী বেড়া দেওয়া হবে। বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি সূর্যকান্ত শর্মার বক্তব্য, 'সীমান্তে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষার জন্য আমরা বিজিবি'র সঙ্গে বৈঠক করেছি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।'

অপর দিকে বেড়া দেওয়ার কাজে বিজিবি বাধা দিলেও পরে তারা পিছু হটে। তবে বিকেলের দিকে বিষয়টি জানাজানি হতেই বাংলাদেশের দহগ্রাম-অঙ্গারপোতা সীমান্তে জড়ো হন আরও প্রচুর মানুষ। যদিও বিএসএফের কড়া নিরাপত্তায় সীমান্তে ঘেঁষতে পারেননি তাঁরা। অস্থায়ী বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে সীমান্তে যাতে বড়সড়ো বিশৃঙ্খলা না হয় সেজন্য বিএসএফ ও বিজিবি আধিকারিকরা তিনবিঘা করিডরে সন্ধ্যার দিকে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকের বিষয়ে বিএসএফ ও বিজিবি প্রকাশ্যে কিছু না বললেও সীমান্তে যাতে শান্তি বজায় থাকে তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক আধিকারিক বলেন, 'সীমান্তে বিএসএফ আজকে কোনও বেড়া দেয়নি। গ্রামবাসী নিজেদের উদ্যোগে ফসল বাঁচাতে বেড়া দিয়েছে। বিজিবি এবং বাংলাদেশিরা বাধা দিতে চাইলেও আমরা গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি। ঘটনার উপর কড়া নজরদারি রাখা হয়েছে।'

উদ্যোগী বাসিন্দারা

- এ এক অন্য চিত্র দেখল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি থানার ১৩৫ খরখরিয়া এলাকা
- খোলা সীমান্তের সুযোগ নিয়ে এপারে এসে ভারতীয়দের ফসল কেটে নিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা
- সমস্যার সমাধানে কৃষকরা এর আগে বিএসএফের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বেশ কয়েকবার
- বিজিবি'র বাধায় বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি
- অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়ার সামগ্রী কিনে এনে একেবারে জিরো পয়েন্টে বেড়া দেন সীমান্তের বাসিন্দারা

বেড়া দিতে বাংলাদেশিরা বাধা দেওয়ায় গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি, নিজের জমিতে যা খুশি করব, কেউ আটকাতে পারবে না। ঘিযুরাম রায় নামে এক কৃষক বলেন, 'প্রত্যেক কৃষকই ফসল বাঁচাতে নিজেদের সীমান্তে বেড়া দেন। আমরাও দিয়েছি। বাকি আরও যতটুকু রয়েছে সেখানেও দেব। আমরা বিএসএফ বা বিজিবি কারও কথা শুনব না।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা অনুপ রায় বলেন, 'দহগ্রাম-অঙ্গারপোতা বাংলাদেশি ছিটমহল। এখানকার বাসিন্দাদের জন্য আমরা তিনবিঘা করিডর দিয়েছি। সেজন্য তাঁরা তিনবিঘা করিডরের মূল ভূখণ্ডে যাতায়াত করতে পারেন। তাই এখানে আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন নয়, বিএসএফ-বিজিবি'র চুক্তি অনুযায়ী জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া হওয়ার কথা। তাই বিজিবি বা বাংলাদেশিরা বাধা দিলে আমরা তিনবিঘা করিডর অবরুদ্ধ করে দেব।'

বেড়া ছাড়া উপায় নেই, দাবি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শেফালি রায়ের। তিনি বলেন, 'দিনের পর দিন বাংলাদেশিদের অত্যাচার চলছে। ইচ্ছাকৃতভাবে গোরু, ছাগল দিয়ে ভারতীয় কৃষকদের ফসল নষ্ট করে দেয় ওরা। চুরি ও অনুপ্রবেশ তো রয়েছেই। সেই কারণে চাঁদা তুলে গ্রামের বাসিন্দারা নিজেরাই বেড়ার সামগ্রী কিনে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছেন।'

মালদার এসপির রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : মালদার খড়বাগানে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য পরিবারকে পুলিশি হেনস্তার অভিযোগে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দেন, ১০ দিনের মধ্যে মালদা জেলার পুলিশ সুপারকে এই ঘটনা সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সিসিটিভির ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে।

কংগ্রেসের ওই পঞ্চায়েত সদস্যা হাবিবা খাতুনের পরিবারের সদস্যকে পুলিশি হেনস্তার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। আবেদনকারীর দাবি, কোনওরকম অভিযোগ ছাড়াই শরিফুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি পঞ্চায়েত সদস্যার দেওর। তাঁদের পরিবার যেহেতু কংগ্রেস সমর্থক তাই পুলিশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। শরিফুল ৩১ ডিসেম্বর ব্যক্তিগত বন্ডে ছাড়া পাওয়ার পরে তাঁর দাদা ও বৌদির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে পুলিশ। পরে তাঁরা আদালত থেকে জামিন নেন। এর পরে পুলিশের অতি সক্রিয়তার বিরুদ্ধে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন। এদিন পুলিশের রিপোর্টে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, পুলিশ এতদিন কেন উদাসীন ছিল তা রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে। ২৯ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি।

এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা

অভাব-অভিযোগ, চাওয়াপাওয়ার আশাতেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন এলাকাবাসী। তাঁদের সমস্যা এবং সেসব সমাধানের উপায় খুঁজতে জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনতার প্রশ্নের তালিকা নিয়ে **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

জনতার চার্জশিট

ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

নীলিমা বর্মন
প্রধান, ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : পঞ্চায়েতের সামনে সহ এলাকার একাধিক রাস্তার অবস্থা বেহাল! রাস্তাগুলো সারাই করছেন না কেন?

প্রধান : পঞ্চায়েতের সামনে রাস্তা থেকে অন্যান্য বেশিরভাগ রাস্তাই জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে রয়েছে। যেগুলো খারাপ রাস্তা রয়েছে সেগুলি আমরা সংশ্লিষ্ট বিভাগে জানিয়েছি। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো সারাই করা হবে।

জনতা : ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রয়েছে ডাঙ্গি ফরেস্ট। সেটি দিন-দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ফরেস্ট সংরক্ষণের জন্য কী করছেন?

প্রধান : এই ফরেস্টটি পঞ্চায়েতের অধীনে রয়েছে। তবে এত বড় ফরেস্টে উন্নয়নের কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ, পঞ্চায়েতের বরাদ্দ অনেক কম। সেই টাকা এক জায়গায় খরচ করা যাবে না। তবে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে ফরেস্টে সাজানোর জন্য একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জনতা : পঞ্চায়েত এলাকায় এখনও বাড়ি বাড়ি জলের নলকূপ পৌঁছায়নি? পিএইচই-র পাইপ গেলেও জল পাওয়া যাচ্ছে না?

প্রধান : পিএইচইকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে। তারা সার্ভের কাজ করছে। আশা করছি খুব দ্রুত জল পাবেন গোটা পঞ্চায়েতবাসী।

জনতা : শহর সংলগ্ন পঞ্চায়েত, তার পরেও রাত হলেই অন্ধকারে ডুবছে রাস্তাঘাট থেকে পঞ্চায়েত অফিস। কেন এমন হচ্ছে?

প্রধান : পঞ্চায়েতের সামনে থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সোলার লাইট দেওয়া আগেই হয়েছে। তার মধ্যে কিছু খারাপ হয়ে গেছে। সেগুলো ঠিক করা হবে। এবং আরও নতুন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আলো লাগানো হবে।

জনতা : বেশ কয়েকবছর আগে পঞ্চায়েতের তরফে গ্রামে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেগুলি বর্তমানে নষ্ট হয়ে গেছে কেন?

প্রধান: অনেকদিন আগে তৈরি করা হয়েছে। যেগুলো খারাপ হয়ে আছে সেগুলো ঠিক করা হবে। অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যানে সেগুলি তোলা হয়েছে।

জনতা : ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশ কিছু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে যাদের নিজস্ব ভবন নেই। ভাড়াবাড়িতে চলছে স্কুল কেন?

প্রধান : বিষয়গুলি ব্লক অফিস ও আইসিডিএস সুপারভাইজারকে জানানো হয়েছে। আমাদের কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আমরা সহযোগিতা করব। গাজিপুরে একটি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র করা হচ্ছে।

জনতা : পঞ্চায়েতের তরফে বেশ কিছু পানীয় জলের ট্যাংকি করা হয়েছিল। সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে কেন?

প্রধান : কিছু কিছু পানীয় জলের ট্যাংক কি নষ্ট হয়ে রয়েছে। অ্যাকশন প্ল্যানে সেগুলো মেরামত করার জন্য টাকা ধরা হয়েছে। দ্রুত এগুলোর কাজ হবে।

জনতা : ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বহু পাওয়ার যোগ্য মানুষ সরকারি আবাসের ঘর পাননি। কী কারণে?

প্রধান : আমরা নতুন ক্ষমতায় এসেছি। এর আগে অন্য বোর্ড ছিল। সেই আমলের ঘর এগুলি। যারা ঘর পেয়েছে তারা সকলে পাওয়ার যোগ্য ছিল না। কিন্তু বহু মানুষ পাওয়ার যোগ্য হলেও ঘর পাননি।

জনতা : বহু মানুষ ফোন বা পঞ্চায়েতে এসে দেখা পান না আপনার। পরিষেবা পেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কী কারণ?

প্রধান : যখনই ফাঁকা থাকি আমি পঞ্চায়েতে বসি। সবসময় ফোন খোলা থাকে। যখন পঞ্চায়েতে থাকি না তখন অফিসের কাজে হয় ব্লক অফিস বা অন্য জায়গায় যাই। আমাকে ফোনে পাওয়া যায় না এটা মিথ্যেকথা।

জনতা : সীমান্ত এলাকায় চাষবাসের ক্ষেত্রে ও ওপারে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে আপনি কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : স্থানীয় বিএসএফের সঙ্গে আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখি। কোনও কৃষক বা মানুষ যাতে সীমান্তের চাষবাস করতে গিয়ে সমস্যায় না পড়ে তার নিশ্চিত করা হয়।

একনজরে

ব্লক : বালুরঘাট
মোট সংসদ : ১৯
জনসংখ্যা : ২০,০১২
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)
মোট আয়তন : ১.০৬১২ বর্গকিলোমিটার

মহাকুম্ভের আগে শোভাযাত্রায় নিরঞ্জন আখড়ার সাধুরা। প্রয়াগরাজে শুক্রবার। - পিটিআই

বেগুনের ত্রিভুজে

প্রথম পাতার পর

অন্য দুই বেগুনের তুলনায় নবাবগঞ্জের বেগুনের আকার ও সাইজ অনেকটাই বড় ও লম্বা। ওজন এক থেকে তিন কেজি পর্যন্ত। স্বাদ? ইংরেজবাজারের বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক চিরঞ্জীব দাসকে প্রশ্নটা করতেই বললেন, 'বেগুনকে আগুনে পুড়িয়ে একটু পেঁয়াজকুচি, লংকাকুচি ও রসুনকুচি মিশিয়ে পরিমাণ মতো নুন-তেল দিয়ে মেখে নিন। মুখে দিলেই বলবেন, নবাবগঞ্জই লা-জবাব।' জনশ্রুতি আছে, মুর্শিদাবাদের নবাব নাকি এই বেগুনের গুণে মোহিত হয়ে পুরাতন মালদার চাষিদের দিয়ে চাষ করাতেন। অনেকে বলেন, বেগুনের প্রতি এই নবাবি প্রেম থেকেই চাষিদের সেই গ্রামের নাম হয়ে যায় নবাবগঞ্জ।

বিঘোরের বেগুনের সঙ্গে পাল্লা দেয় আরও একটি ব্যান্ডেড বেগুন। সেটি পরিচিত আশাপুরের বেগুন নামে। উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার লাগোয়া মালদার চাঁচল মহকুমার আশাপুর গ্রামের মাঠে জন্ম এই বেগুনের সাইজ নবাবগঞ্জ ও বিঘোরের তুলনায় ছোট। নবাবগঞ্জ ও বিঘোরের বেগুনের আকার লম্বাটে। আশাপুরের বেগুন কতকটা গোলাকৃতি। উত্তর দিনাজপুরে বিঘোরের বিকল্প হিসেবে বাজার দখল করেছে আশাপুরের বেগুন। যদিও ইটাহার ব্লকের গোরাহারের কৃষক ইব্রাহিম আলি নিজের জমিতেই 'বিঘোরের বেগুন' হাতে নিয়ে বললেন, 'ভাজা বা পোড়া, যেটাই খান, বিঘোরের জুড়ি মেলা ভার। আশাপুরের বেগুনে আঁশ বেশি। নরম বা মোলায়েম নয়। আর বিঘোর মুখে দেবেন তো বলবেন, আহ্! যেন মাখন!' ফলে বিঘোর বনাম আশাপুরের লড়াইয়ে বিঘোরকেই দশ গোলে এগিয়ে রাখেন রায়গঞ্জবাসী।

স্ত্রী চৈতালি

প্রথম পাতার পর

পারলৌকিক কাজ মেটার একদিন পরেই আইনজীবী বেশে আদালতে হাজির হয়ে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের পথেই পা বাড়লেন তিনি।

নন্দু-স্বপন জুটির প্রথমবারের পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষে এদিন তাদের আদালতে হাজির করা হয়েছিল। সিজেএম এজলাসে মামলাটি ওঠে বিকাল ৪.৫০ নাগাদ। কিন্তু উদগ্রীব চৈতালি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন আইনজীবীর সঙ্গে ৪.১৫তেই আদালত কক্ষে ঢুকে পড়েন। তিনি বাবলা খুনের ঘটনায় অভিযোগকারী। সরকার পক্ষের আইনজীবী এপিপি দেবজ্যোতি পাল তাঁর অভিযোগের পক্ষে মামলা লড়ছেন।

প্রথমে অনেকে ভেবেছিলেন নিহত নেতার স্ত্রী, তাই চৈতালি আদালতে এসেছেন। কিন্তু শামলা পোশাকে কেন? চৈতালি আদালতে সংবাদমাধ্যমের সামনে তেমনভাবে মুখ না খুললেও শুনানি শুরুর আগে আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'এটা আর দশটা সাধারণ খুনের কেসের মতো নয়, তাই সরকার পক্ষ মামলা লড়লেও আমার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন আইনজীবী ডিফ্যাক্টো টিম হিসেবে পেছনে থাকছে। আমার স্বামীর মামলা, সেই টিমে আমিতো নিশ্চিত ভাবেই থাকছি।' সদ্য স্বামী হারা চৈতালিকে গত কয়েকদিন বিধ্বস্ত দেখিয়েছে। এদিন তিনি অনেকটাই স্বাভাবিক। মালদার লোকজন যা দেখে অভ্যস্ত।

তপ্ত হেমতাবাদ

প্রথম পাতার পর

চলে আসছে। এখনও জমি থেকে ধান ঘরে তোলা, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লংকা, রকমারি সবজির পরিচর্যা চলছে। নওদার অন্নদাতা বরেন রায়, মাকরহাটের ওসমান আলিদের কথায়, চাষের কাজে যেতে নিয়মকানুন হয়রানি বলে আমাদের মনে হয়। এই অবস্থায় পুরো চাষের মরশুমের সময় যদি সকাল থেকে টানা গেট খুলে রাখা হয় তাহলে ভালো হয়। পাশাপাশি বিএসএফের কড়া নজরদারি চাই।

নতুন মুখের খোঁজে

প্রথম পাতার পর

নীচে সদস্য ছিল ৪.৬ শতাংশ। ২০২৪-এ হয়েছে ৪.৩ শতাংশ।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আবার চুল ছেঁড়ার অবস্থা। দলটা সবেতেই বিশ্বগুরু হতে চায়। দেশকে বিশ্বগুরু বানাতে চায়। প্রধানমন্ত্রী নিজে বিশ্বগুরু হতে চান। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দলের তকমাটা ধরে রাখতে চায়। তাহলে বাংলায় এমন ছন্নছাড়া দশা থাকলে কী চলে! সদস্য সংগ্রহের মেয়াদ বাড়িয়ে (সিপিএমে চাইলেও মেয়াদ বাড়ানো যায় না। আরও অনেক কিছুর মতো সিপিএমে সদস্য সংগ্রহ ও পুনর্নবীকরণের সময় নির্দিষ্ট) লক্ষ্যপূরণ করতে পদ্মের হিমসিম দশা বঙ্গে।

লোকসভা ভোটের ফলাফল দেখে দিল্লির হিন্দুত্ববাদী নেতাদের দুশ্চিন্তা বেড়েছে। ওই নেতাদের গুঁতো খেয়েই হোক আর বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ধাক্কাতেই (সেরকমই দাবি শুভেন্দু অধিকারীর) হোক, অবশেষে নাকি সদস্য সংগ্রহে কিছু গতি এসেছে বাংলায়। ১ কোটির ধারে-কাছে না পৌঁছালেও ৫০ লক্ষের কাছাকাছি নাকি পৌঁছেছে।

সিপিএমে তরুণ খোঁজার মেয়াদ বাড়ানোর উপায় নেই। সম্মেলনের দিনক্ষণ নির্ধারিত যে। কিন্তু তরুণ মুখ কই? অগত্যা কোনও কোনও সম্মেলনে তারুণ্যের কোটা ফাঁকা রেখে কমিটি তৈরি করে ফেলা হচ্ছে। সিপিএমে পরে 'কো-অপ্ট' (সংযোজন) করার সুযোগ বরাবরই আছে। তারুণ্যকে জায়গা দিতে পুরোনো নেতাদের কমিটি থেকে বিদায় দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ফলে সিপিএমে অবসরপ্রাপ্ত নেতার সংখ্যা বাড়ছে। অথচ তাঁদের অনেকের কর্মক্ষমতা আছে, দক্ষতা আছে।

আমাদের দেশে সরকারি, বেসরকারি চাকরিতে অবসরের নির্ধারিত বয়সে আজকাল অনেকে শারীরিকভাবে ফিট, মানসিকভাবে পরিণত থাকেন। অবসর মানে তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে সরকারি, বেসরকারি সংস্থার বঞ্চিত হওয়া। উপযুক্ত মানবসম্পদ ঠেলে সরিয়ে দেওয়া। সিপিএমেও তাই। আলিমুদ্দিনে কাজ নেই বিমান বসুর। শিলিগুড়িতে অনিল বিশ্বাস ভবনে অশোক ভট্টাচার্যের শুধু যাওয়া-আসা। রবীন দেবের মতো কর্মক্ষম নেতার এখন কোনও দায়িত্ব নেই। ভাবা যায়! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী সাধে নবীন-প্রবীণ ভারসাম্যের কথা বলেন!

বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অনেকটা 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের মতো। হাটে-বাজারে, রাস্তায় টেবিল পেতে হাঁকডাক, আসুন আসুন, পদ্মপাতায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসুন। দলের মতাদর্শ বোঝানোর বালাই নেই। হিন্দুত্বের টানে সবাই চলে আসবে- দলের নেতৃত্বের ধারণা তেমনই। বিয়ের আসরে সদস্য করায় চমক হয়তো আছে। কিন্তু দলের প্রতি দায়বদ্ধতা, আনুগত্য? বিশ্বের বৃহত্তম দলের সেসব ভাবলে চলে না।

মিছিল-মিটিং হলে সিপিএমে বেশকিছু তরুণ-তরুণীকে দেখা যায়। কিন্তু নেতৃত্বে আনার নতুন মুখ খুঁজতে হিমসিম সিপিএম। মিছিলে হাঁটা এই তরুণরা মূলত শহুরে। তাও আবার শহরের বস্তি বা কলোনি এলাকার নয়, শ্রমিক মহল্লারও নয়। যা ছিল একসময় সিপিএমের অন্তর্নিহিত শক্তি। এই শহুরে তরুণদের গ্রামে দূরে থাক, বস্তিতে-কলোনিতে, শ্রমিক মহল্লায়, কারখানায় সংগঠনের কাজে দেখা যায় না।

তৃণমূলের প্রতি রাগ-ক্ষোভ, বিজেপির হিন্দুত্বকে অপছন্দ- এই তরুণদের সিপিএম করার একমাত্র কারণ। তাঁদের 'সাংগঠনিক' কাজ সীমাবদ্ধ ভাষণে আস্ফালন, বক্রোক্তি (যাকে বলে ট্রোল) আর ফেসবুক বিপ্লবে। দল গড়ে তোলার পরিশ্রমসাধ্য, ধৈর্যশীল, মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ কাজ এঁদের আয়ত্তের বাইরে। ফলে দলে থাকলেও তাঁদের নেতৃত্বে তুলে আনা কঠিন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো কিছু জেলায় আবার গোষ্ঠীতন্ত্রে কমিটি থেকে বাদ পড়ছেন সম্ভাবনাময় তরুণরা।

বিজেপিতেও এসব চলে। ধরে ফেলেছেন পশ্চিমবঙ্গে দলের পর্যবেক্ষক সুনীল বনসাল। জেলা সভাপতিরা নাকি নিজেদের পদ সুরক্ষিত রাখতে বেছে বেছে নিজের অনুগামীদের সক্রিয় সদস্য করেছেন। বিজেপির নিয়মে সক্রিয় সদস্যরাই শুধু সাংগঠনিক ভোট দেওয়ার অধিকারী। কিন্তু এই যে এত এত সদস্য করা হচ্ছে, তাঁদের কাজ কী? নেতাদের তো কাজ বলতে পুজোপাঠ, হিন্দুত্বের প্রচার, মুখে মারিতং জগৎ।

সাংগঠনিক, মতাদর্শগত কাজ যেটুকু হয়, করে দেয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন, সমস্যা, সংকট ইত্যাদি নিয়ে তৃণমূল স্তর থেকে আন্দোলন গড়ে তোলার বালাই নেই বিজেপিতে। শুভেন্দুর কথা শুনে মনে হয়, হিন্দুত্বের বাতাসে ভরে যাবে ইভিএমে পদ্মের বোতাম। কংগ্রেসে সাংগঠনিক কাজ, আন্দোলন কোনও কালে ছিল না।

তৃণমূলেরও সাংগঠনিক কাজ নেই। ভরসা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু, কন্যাশ্রী, বাংলা আবাস। আর আছে জমি-বালি-পাথরের কারবার আর তোলাবাজির অবাধ ছাড়পত্র। এতে তরুণদের একাংশকে কবজায় রেখে দেওয়া যায়।

বাবলা খুনের অস্ত্র উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

দর্শানো হয়েছে। তবে এই তিন দিন পুলিশ কী করেছে?'

নন্দু তিওয়ারির আইনজীবী সওয়াল করতে গেলে নিহত বাবলা সরকারের ঘনিষ্ঠ কিছু আইনজীবী চ্যাঁচামেচি করে তাঁকে বলতেই দেননি। আদালত থেকে বেরোনোর পথে চৈতালিদেবী বলেন, 'পুলিশ তদন্ত করছে। কী ধরনের তথ্য পুলিশের হাতে রয়েছে, তা তদন্তকারীরা বলতে পারবেন।'

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এপিপি দেবজ্যোতি পালের বক্তব্য, 'নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মার এখনও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দিনের পর দিন তদন্তে নতুন তথ্য হাতে আসছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে অমিত রজকের হেপাজত থেকে একটি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। সেই মোবাইলকে আমরা ইলেক্ট্রনিক এভিডেন্স হিসেবে তুলে ধরব। আরও তদন্তের স্বার্থে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল, আদালত তা মঞ্জুর করেছে।'

ওই মোবাইলে পাওয়াতথ্যপ্রসঙ্গে সরকারি আইনজীবীর দাবি, 'ঘটনার আগে এবং পরে যে কথোপকথন পাওয়া গিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুরোটা পুলিশ সুপার মনিটরিং করছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাঁদের কাছেই রয়েছে। এখনও সমস্ত তথ্য সামনে আসেনি। কারওকে আটক করা হলে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আরও কিছু জনের নাম বলে দিতে পারে। শুধুমাত্র নাম বললেই হল না। তার পেছনে সঠিক কারণ, তথ্য থাকতে হবে। সে সব খতিয়ে দেখতেই পুলিশ তাদের নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে।'

বাবার হয়ে সাক্ষি দিল নাবালক

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : বাবার হয়ে বিচারকের কাছে সাক্ষি দিল নাবালক ছেলে। শুক্রবার এই ঘটনায় রায়গঞ্জ জেলা আদালতে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। স্ত্রী কর্ণজোড়া ফাঁড়িতে স্বামী ও দেওরের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন সকালে স্বামী বৈদ্যনাথ বর্মন ও দেওর বাপ্পা বর্মনকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। বাড়ি শেরপুর পঞ্চায়েতের খোকসায়। ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ওই নাবালকের বক্তব্য শোনার পর শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন। প্রায় নয় মাস আগে বৈদ্যনাথ বর্মনের স্ত্রী রিতা বর্মন পরপর দশবার অন্য পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যান। প্রত্যেকবার স্ত্রীর পা ধরে বাড়ি আনতে হয়েছে। স্বামীর কিছু টাকা জমলেই সেই টাকা নিয়ে ফের পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়। পরপর দশবার পালানোর পর স্বামীর সাফ জবাব, এই চরিত্রহীনের সঙ্গে সংসার করা সম্ভব নয়।

কাজ থামাল

প্রথম পাতার পর

যা নিয়েই কড়া অবস্থান দেখা যায় বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীদের। পার্শ্ববর্তী দেশের সীমান্তরক্ষী কার্যত দাঁড়িয়ে থেকে সেই কাজ বন্ধ করে দেয়। কাজের প্রথম দিন থেকেই দফায় দফায় বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে বিজিবি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় চাপা উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রবিকান্ত বর্মনের কথায়, প্রায় ৫০ জন বিএসএফ একসঙ্গে সীমান্তে থাকছে। বিজিবি আরও সরিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বলছে। কিন্তু ওপারও আমাদের দেশের অনেকটা জায়গা পড়ে রয়েছে। বিএসএফ কর্তৃপক্ষের দাবি, সীমান্তের উন্মুক্ত অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া ভারত সরকারের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা। সেই কাজে বিজিবি আচমকা বাধা দেয়। স্থানীয়দের কাছে জানা গিয়েছে, উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে এই কাজ থামানো হচ্ছে বলে বিজিবি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে।

র‍্যাপে বিকৃত

প্রথম পাতার পর

তারা আবার হাততালি দিয়েছেন। কোন দেশ এটা? গায়ক সহ ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

মালদা উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর বক্তব্য, 'জাতীয় সংগীত গাওয়ার একটা চিরায়ত রীতি রয়েছে। যেমন-তেমন করে যেখানে খুশি এই গান গাওয়া যায় না। সেটা যদি কেউ করে থাকেন তা যেমন লজ্জার, একইসঙ্গে তার থেকে ঘৃণ্য অপরাধ আর কিছু হতে পারে না।' যদিও আবদুর রহিম বক্সীর সাফাই, 'ঘটনার সময় আমি সেখানে ছিলাম না। বাইরে ছিলাম। কখন এই গান গেয়েছে জানি না। ঘটনাটি জানা নেই। যে গান গেয়েছে, সে যদি বিকৃতভাবে জাতীয় সংগীত গেয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এই বিষয়ে গায়ক মোসাব্বার হোসেনকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'বুধবার আমাকে রতুয়ার একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছিল স্টেজে পারফরম্যান্স করার জন্য। সেখানে জাতীয় সংগীত গান গেয়েছিলাম। যদি আমার এই গান দর্শকদের খারাপ লাগে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। জাতীয় সংগীতকে অবমাননা করার আমার অভিপ্রায় ছিল না।'

বিরিয়ানি খাও, ভোট দিয়ে যাও

পুরাতন মালদা, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার পুরাতন মালদা শহরের তন্তুবায় সমবায় সমিতির নির্বাচনে ভোটারদের দেওয়া হল মটন বিরিয়ানির প্যাকেট। কেউ খেলেন ভোটদান কক্ষের ভিতরেই। কেউবা সাদা প্লাস্টিকের থলে হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ির উদ্দেশে। খাসির মাংসের বিরিয়ানি, সঙ্গে আলুকেও কেউ হাতছাড়া করতে চাননি। ফলে ভোট দেওয়ার চাইতে বিরিয়ানিতে মন ডুবে ছিল অনেকের। স্বাভাবিকভাবেই পেট পুরে খেয়ে ব্যালটে ভোট দেন সমিতির সদস্যরা।

সমবায় সমিতি তৈরি হওয়ার পর এই প্রথম সেখানে ভোট হল। ভোট উপলক্ষ্যে প্রায় ৩০০ প্যাকেট মটন বিরিয়ানির অর্ডার দেওয়া হয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরাও কবজি ডুবিয়ে খেয়েছেন।

কথা হচ্ছিল সাহাপুর ছাতিয়ান মোড়ের বাসিন্দা নিত্যকুমার সরকার, সুনীল সিংহের সঙ্গে। নিত্যকুমার সরকার বলেন, 'ভোট কাকে দিয়েছি সেটা বলছি না। এমনকি আমার বৌকেও নয়। তবে খাসির মাংস এক পিস পেলেও বিরিয়ানির টেস্ট ভালো ছিল।'

ওনাকে মাঝপথে থামিয়ে দেন সুনীল সিংহ। তিনি বলেন, 'ওই এক পিস মাংস তিন পিসের সমান ছিল। সাইজে বড় থাকায় তৃপ্তি করে খেয়েছি। তারপর ভোট দিয়েছি।' নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক মহিলা ভোটার বলেন, চিকন চালের ভাত ছিল। মনে হচ্ছে বাসমতী। তবে মাংসের পিস একটার বেশি হলে ভালো হত।

এদিন ভোটারদের কাছে বিরিয়ানির প্যাকেট হাতে উৎসবের মেজাজে ভোট হলেও তৃণমূল- বিজেপি দুই শিবিরে টানটান উত্তেজনা লক্ষ করা গিয়েছে। ফলে এদিন সকাল থেকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল। এদিন বেলা দশটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত ভোটগ্রহণ পর্ব চলে। যদিও ফলাফল পেতে সন্ধ্যা গড়ায়।

তন্তুবায় সমবায় সমিতি তৈরি হওয়ার পর থেকে সদস্যরা হাত তুলে ভোট দিতেন। সেই ভোটেই সম্পাদক, সভাপতি, সহ সভাপতি নির্বাচিত হতেন। বর্তমানে সমিতির সম্পত্তি কয়েক কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কারণে ওই বোর্ড দখলে তৃণমূল বিজেপি মরিয়া হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই ৯টি আসনে দুই দল মিলিয়ে ১৮ জন প্রার্থী শুক্রবার ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভোটার ছিল ২২৫। ভোট পোল হয় ১৪১টি।

ফলাফল প্রকাশ হলে দেখা যায় তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা পেয়েছেন পাঁচটি আসন। চারটি আসন পেয়েছে পদ্ম। ভোটের ফল বলছে, সমবায় সমিতির ক্ষমতা যাচ্ছে ঘাসফুলের হাতে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ সাহা বলেন, 'আমরা ঘুঘুর বাসা ভাঙতে পেরেছি।' বোর্ডের দলীয় প্রতীকে ভোট না হলেও দুই রাজনৈতিক দলের ওই ভোট ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা লক্ষ করা গিয়েছে। যদিও শেষপর্যন্ত কড়া পুলিশি প্রহরার জেরে কোনও বিশৃঙ্খলা হয়নি। প্রাক্তন সম্পাদক অতুলচন্দ্র সরকার বলেন, সমিতির তরফ থেকেই প্রত্যেক সদস্যদের জন্য খাওয়ার প্যাকেটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

'পাচার' বানচাল

প্রথম পাতার পর

যে মিটিং হয়েছিল, সেই মিটিংয়ের কাঁটাতার দেওয়ার কাজের কোনও সমাধান মেলেনি। গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ এক কোম্পানি সেনা মজুত করেছে শিবগঞ্জ এলাকার সীমান্তে। সেখানেই তারা বাংকার তৈরি করেছে বলে খবর। এদিকে শুকদেবপুর এলাকাতেও প্রচুর পরিমাণে বিএসএফ নিজেদের লোকবল বাড়িয়েছে। এদিকে, শীত আর কুয়াশার সুযোগে বামনগোলা ব্লকের খুটাদহ সীমান্ত দিয়ে গবাদিপশু পাচারের চেষ্টা করছিল পাচারকারীরা। বিএসএফের তরফে ফাঁকা গুলি চালানো হয়। সেই সময় পাচারকারীরা পালিয়ে গেলেও উদ্ধার হয় ৮টি ষাঁড়, গোরু ও ফেলে যাওয়া অস্ত্র। ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, রাতের দ্বিতীয় পর্যায়ে ডিউটির সময় জওয়ানরা দেখতে পান যে, ভারত ভূখণ্ডের দিক থেকে ৩-৪ জন চোরাচালানকারী কাঁটাতারের বেড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে কয়েকটি গবাদিপশুও রয়েছে। অন্যদিকে, বেশ কয়েকজন চোরাচালানকারী সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছে। কর্তব্যরত জওয়ানরা তাদের থামতে বলেন। কিন্তু চোরাচালানকারীরা কোনও কর্ণপাত না করে চালেঞ্জ জানায় এবং কিছু চোরাচালানকারী বর্শা হাতে জওয়ানের দিকে আক্রমণাত্মকভাবে তেড়ে আসে। কাঁটাতারের বেড়া কাটার চেষ্টা করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে জওয়ানরা শূন্যে গুলি চালায়। গুলির শব্দ শুনে চোরাচালানকারীরা পালিয়ে যায়। এরপর কাঁটাতারের বেড়ার আশপাশের এলাকা তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে হরিয়ানা বংশোদ্ভূত ৮টি ষাঁড় উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি পাচারকারীদের ফেলে যাওয়া ৩টি ধারালো বর্শা উদ্ধার করা হয়।

'উত্তরবঙ্গে দ্রুত এইমস'

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার শহরের সুপারমার্কেটের বণিকসভা হলে অনুষ্ঠিত হল বিজেপির বিশেষ সাংগঠনিক সভা। ছিলেন সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত, দলের জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার, বিশ্বজিৎ লাহিড়ি প্রমুখ। রায়গঞ্জ বা উত্তরবঙ্গে এইমস প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের রাজু বিস্ত বলেন, 'উত্তরবঙ্গের জন্য এইমস নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। খুব শীঘ্রই সেই বিষয়ে ঘোষণা হবে।'

আবাসের ঘর পেতে কাটমানি

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ ব্লকের ৬ নম্বর রামপুর পঞ্চায়েতের মহারাজাহাটে বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য অজন্তা রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে বাংলা আবাস যোজনার টাকা থেকে প্রথম কিস্তির ২০ হাজার টাকা কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ উঠল। শুধু তাই নয়, দাবিমতো কাটমানি না দেওয়ায় বাড়িতে গিয়ে হামলার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ উঠছে কারও থেকে অগ্রিম ৫ হাজার টাকা নেওয়ার। গ্রামের বাসিন্দা পারুল সিংয়ের অভিযোগ, 'আমি প্রথম কিস্তির ২০ হাজার টাকা পেতেই পঞ্চায়েত সদস্য আমার কাছে চেয়েছিলেন। টাকা দিতে অস্বীকার করায় উনি হুমকিও দেন।'

উদ্ধার টোটো

কালিয়াগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : টোটো চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। উদ্ধার করা হয় চুরি যাওয়া টোটোটিও। ধৃতের নাম রূপা রায়। বাড়ি কালিয়াগঞ্জের নটুয়াডাঙি গ্রামে। বুধবার রাতে বিবেকানন্দ মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডির বাসিন্দা কৈলাস সরকারের টোটো চুরি হয়। তিলগাঁও এলাকায় একটি গ্যারাজে সারাই করার সময় এই চুরি যাওয়া টোটোটি আটক করে পুলিশ। গ্যারাজ মালিককে জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ রূপাকে গ্রেপ্তার করে।

আসছেন মীনাক্ষী

হরিরামপুর, ১০ জানুয়ারি : আগামীকাল থেকে জেলা সিপিএমের দুই দিনের সম্মেলন শুরু হবে। শুক্রবার চূড়ান্ত প্রস্তুতি শেষ করল হরিরামপুর অঞ্চল কমিটি। লাল পতাকা সাজানো হয়েছে হরিরামপুর বাজার। তৈরি হয়েছে সুসজ্জিত গেট। দলের জেলা সম্মেলনে আসছেন মীনাক্ষী মুখার্জি।

ছোট্ট তারা

বালুরঘাট বেলতলা পার্কের পঞ্চম শ্রেণির সৃজা চক্রবর্তী (১০)। রাজ্য ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে কাতা বিভাগে দ্বিতীয় ও কুমিতে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

টোটোনগরী

রাজপথে টোটোর রাজত্ব। মালদার রথবাড়িতে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ টোটো। শুক্রবার যানজটে অবরুদ্ধ জাতীয় সড়কের ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

বাড়ি থেকে অপহৃত ব্যবসায়ী

৫ লক্ষ টাকা না দিলে খুনের হুমকি রায়গঞ্জে

বিশ্বজিৎ সরকার

> স্বামীকে মারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য হোয়াটসঅ্যাপে তাদেরকে সমস্ত কিছু দিয়েদি। দুষ্কৃতীরা বলেছে, আজকের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা না দিলে শনিবার সকালে আমার স্বামীকে খুন করে দেবে।
>
> **সোমা সরকার ঘোষ**, অপহৃতের স্ত্রী

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : নিজের বাড়ি, নিজের পাড়ার কাছে একবার এসে পড়লেই আমরা নিরাপদ। এই ধারণা কার্যত ভ্রমে পরিণত হয়ে গেল রায়গঞ্জ থানার বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের পোয়ালতোড় গ্রামের এক অপহরণ কাণ্ডে। বাড়ির সামনে থেকে দুষ্কৃতীরা মারধর করে তুলে নিয়ে গেল তরুণ ফুল ব্যবসায়ী তপন সরকার(২৬)কে। এখানেই শেষ নয়, তপনের স্ত্রী সোমা সরকার ঘোষকে ফোন মারফত হুমকি দেওয়া হয়েছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা না দিলে তাঁর স্বামীকে খুন করে বাড়ির সামনে ফেলে দেওয়া হবে।

একই দিনে ভোরবেলায় এক নাবালিকার অপহরণের ঘটনার পর এই ভয়াবহ ঘটনায় তীব্র আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে রায়গঞ্জবাসী। অভিযোগ, কালিয়াগঞ্জের মালগাঁও এলাকায় একটি বাড়িতে তপনকে আটকে রেখে পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অপহৃতের স্ত্রী। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। রায়গঞ্জ থানায় নজরুল ইসলাম সহ দুইজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বাড়ির দলিল সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে পাঠানোর হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা।

রায়গঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে ধরার চেষ্টা চলছে। তবে ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও কারণে ওই ফুল ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়েছে বলে আমাদের অনুমান।'

পাড়ায় পাড়ায় **মালদা**

মিশনঘাটের পাশে মহানন্দা প্রায় ড্রেনের আকার নিয়েছে। -সংবাদচিত্র

মহানন্দা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মিশনঘাট

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ১০ জানুয়ারি : মালদা শহরের একমাত্র নদী মহানন্দা। বর্ষার সময় জল উপচে তীরের বাড়িঘর কার্যত ডুবে গেলেও শীত-গ্রীষ্মে এই নদী প্রায় নালায় পরিণত হয়। চলতি শীতেও সেই ছবি পালটায়নি। মিশনঘাটে প্রবেশ করলেই দেখা মিলে স্থানীয়দের নিত্যদিনের স্নান থেকে খাওয়ারের জলের ভরসা মহানন্দা আবর্জনায় ভর্তি। নিত্যদিন সেই জল ব্যবহার করে স্থানীয়দের মধ্যে রোগের আশঙ্কা বাড়ছে। যার ফলে উদ্বিগ্ন স্থানীয়রা।

মিশনঘাটের বাসিন্দা দেবাশিস দাসের অভিযোগ, 'রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, অপরিকল্পিত আবাসন, বর্জ্য ফেলার কারণে নদীটির জল অত্যন্ত দূষিত হয়ে পড়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'এখন সময় এসেছে, প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।' শহরের নদীপ্রেমীদের সঙ্গে নদী ও পরিবেশ বাঁচানোর অন্যতম সংগঠক সুনীল দাসের ক্ষোভ, 'দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিভাবে নদীর চরে জবরদখল থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য অনবরত প্রয়াস চালিয়েছি। প্রশাসনের কাছে বহুবার আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। প্রশাসনের অবহেলার জন্য আগামীতে মহানন্দা খালবিলে পরিণত হবে।

পরিবেশপ্রেমী রূপকদেব শর্মার অভিযোগ, 'নিমাইসরা থেকে ভোলাহাট পর্যন্ত দুইপার মিলিয়ে এমন প্রায় দুই শতাধিক নালার অপরিশোধিত আবর্জনা সারা বছর মহানন্দা ও কালিন্দী নদীতে মিশছে।প্রশাসনের কাছে ঘাটগুলোর সংস্কার করার দাবি জানাচ্ছি। তবে সাধারণ মানুষ কেউ এব্যাপারে সচেতন হতে হবে। শুধুই প্রশাসনের উপর সব ছেড়ে দিলে হবে না। সমস্ত পরিবেশপ্রেমী মানুষকে পথে নামতে হবে তবে পরিবেশ কিছুটা সুস্থ রাখা সম্ভব হবে।'

লিটল ম্যাগাজিনের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ

রাজর্ষি রায়

বইয়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বহুদিনের। বইমেলা বইপ্রেমিকদের কাছে সবচেয়ে বড় উৎসব। সারা পৃথিবীজুড়েই বিভিন্নভাবে চলে বইমেলা; যেখানে লেখক-পাঠক মুখোমুখি হন, বই বিকিকিনি হয়, মানুষ আর বইয়ের মেলবন্ধন ঘটে। আমাদের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলাও এই ভাবেই চলে আসছে।

এত বড় আন্তর্জাতিক বইমেলা থাকতে পশ্চিমবঙ্গে জেলা বইমেলাগুলি কি গুরুত্বপূর্ণ? শীতকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় যে বইমেলা হয়, সেই মেলার কি আদৌ প্রয়োজন নাকি নিছক এই মেলা শখের বসে? পশ্চিমবঙ্গের এখনও বহু মানুষ কলকাতার বাইরে বসবাস করেন। কলকাতার থেকে বহু জায়গার দূরত্বও বেশি। ছোট শিশু থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রী কিংবা বৃদ্ধ মানুষজন, যারা সহজে কলকাতা যেতে পারেন না তাঁদের কাছে জেলা বইমেলাই বইয়ের প্রয়োজনীয়তা মেটায়। না এটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো নয়। এই মেলার মজা আবার আলাদা। নগর কলকাতার বড় বড় প্রকাশকেরা জেলা বইমেলায় আসেন তাদের বইয়ের সম্ভার নিয়ে, তেমনি আবার স্থানীয় প্রকাশকেরাও হাজির হন তাঁদের পসরা নিয়ে। জেলার পাঠকের কাছে আসে অনেক রকমের বইয়ের সম্ভার।

বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীদের বইমেলায় নিয়ে যাওয়া হয়। স্টলে স্টলে ঘুরে হাতে বই নিয়ে দেখা, বই কেনা - ছোটদের মধ্যে বইপ্রীতিকে জাগিয়ে তোলে। ছোটদের সঙ্গে বড়রাও ব্যস্ত থাকেন বইপ্রেমের স্মৃতিমন্থনে। মেলার মাঠে আলাপ ঘটে পাঠক-লেখক-প্রকাশকের। কলকাতার ব্যস্ত পথঘাট বা ভিড়ের থেকে দূরে জেলা শহরের বা গ্রামের মাঠে এই মেলা তাই আরামের।

জেলা বইমেলায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক- স্থানীয় ম্যাগাজিন, লিটল ম্যাগাজিন। পত্রিকাগুলিতে সারাবছর ধরে সাহিত্য-সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে চর্চা হয়। কলকাতায় হয়তো তাঁরা পৌঁছতে পারেন না তাঁদের কাছে একটি মঞ্চ হয়ে ওঠে জেলাস্তরের বইমেলা। পত্রিকার ব্যবসায়িক প্রয়োজনও মেটে এই মেলায়।

আজকের দিনে প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রচালিত এই সময়ে বই মানুষের বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। সহজলভ্য মোবাইল স্ক্রিনে বিনোদনের চেয়ে বইপড়া অনেক বেশি সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। আজকের অন্তর্জালে তথ্য পাওয়া যেমন সহজলভ্য, তেমনি এতে থাকে ভুলত্রুটি। বইয়ের লিখিত তথ্য অনেক বেশি ভরসাযোগ্য। তাই নিছক গল্প-উপন্যাসে স্বাদ নেওয়া থেকে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া বা গবেষকদের কাজের ক্ষেত্রে বই-এর প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। সে প্রসঙ্গেই বলা যায় জেলাস্তরের বইমেলারও প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

(লেখক - গবেষক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

শূন্যপদ পূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

বালুরঘাট, ১০ জানুয়ারি : অলচিকি লিপি ও সান্তালি ভাষার ১০০ বছর পূর্তি হওয়ার পরেও এখনও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন সাঁওতালি স্কুলে অলচিকি লিপি এবং সান্তালি পঠনপাঠন করানো হচ্ছে না। এমনকি জেলার সান্তালি স্কুলগুলির অবস্থাও বেহাল। সান্তালি ভাষায় বই ও প্রশ্নপত্র দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি শূন্যপদ থাকলেও সঠিকভাবে সান্তালি শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না। এসবের প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে বালুরঘাটে জেলা স্কুল পরিদর্শক (প্রাথমিক) অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের জেলা কমিটির সদস্যরা। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচির পর আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের তরফে ডিআইকে তিন দফা দাবি সংবলিত দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিকে ঘিরে পুলিশ মোতায়েন ছিল ডিআই অফিস চত্বরে।

সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল মার্ডি বলেন, 'সাঁওতালি মিডিয়াম বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও সাঁওতালি মিডিয়ামে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বই বিতরণ করতে হবে এবং প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে। এইসব একাধিক দাবিতে আজ আমরা ডিআইয়ের দ্বারস্থ হয়েছি। আমাদের দাবিপূরণ না হলে আগামীদিনে আমরা আরও বড় আন্দোলনে নামব।'

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দ ১০ কোটি

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১০ জানুয়ারি : বালুরঘাট পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আধুনিক সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে চলেছে। রাজ্য সরকারের বরাদ্দ অর্থে কাজ শুরু হয়েছে। ড্রেনেজ সিস্টেম, গার্ডরুম ও অন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনাও রয়েছে। সেই কাজও চলছে। পুরসভার ভাগাড়ে কেমনভাবে কাজ চলছে, সেই সব খতিয়ে দেখতে বুধবার দুপুরে বালুরঘাট পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড পরিদর্শনে যান সুডার প্রতিনিধিদল ও বালুরঘাট পুরসভা কর্তৃপক্ষ। পুরসভার তরফে ছিলেন পুরপ্রধান অশোককুমার মিত্র, এমসিআইসি মহেশ পারখ প্রমুখ।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য, পচনশীল বর্জ্য এবং অন্য পদার্থ নোংরা আবর্জনা থেকে আলাদা করা হচ্ছে। যার ফলে এই পদ্ধতিতে মাটি, প্লাস্টিক আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এমনকি কিছু পদার্থ সিমেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্যও অর্থ এসে পৌঁছেছে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট তৈরি হলে, পুরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। পরিবেশ দূষণ কমানোর পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন চেয়ারম্যান।

> নাগরিক সুবিধার্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্জ্য সেপারেশন ও সেগ্রিগেশন চালু করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের টাকাও হাতে এসেছে। আজ সুডার প্রতিনিধিদল ও পুরসভার তরফে সেই কাজ খতিয়ে দেখা হয়েছে।
>
> – অশোক মিত্র
> চেয়ারম্যান, বালুরঘাট

বালুরঘাটের চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'নাগরিক সুবিধার্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্জ্য সেপারেশন ও সেগ্রিগেশন চালু করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের টাকাও হাতে এসেছে। আজ সুডার প্রতিনিধিদল ও পুরসভার তরফে সেই কাজ খতিয়ে দেখা হয়েছে।'

দুঃস্থদের পাশে

গঙ্গারামপুর ও রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : প্রতি বছরের মতো এবছরও চৈতালি ক্লাবের তরফে রক্তদান ও বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হল। সেই সঙ্গে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিলি করা হল। শুক্রবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় হাইস্কুলের হস্টেল মাঠ প্রাঙ্গণে। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন গঙ্গারামপুরের পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার অমলেন্দু সরকার, ক্লাব সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার, ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা বাপাই ঘোষ, অপূর্ব সরকার প্রমুখ। এদিন ৩০ জন রক্তদান করেন। পাশাপাশি প্রায় ৫০০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিলি করা হয়। সন্ধ্যায় বিখ্যাত সংগীত শিল্পী স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিকের সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার সকালে রায়গঞ্জর ঘড়ি মোড়ে অনুষ্ঠিত হল একটি রক্তদান শিবির। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের আসন্ন রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সৈকত চক্রবর্তী, আকাশ বর্মন প্রমুখ। রায়গঞ্জে বেড়ে চলা রক্ত সংকটের প্রেক্ষিতে এই শিবির গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাফিডেভিট

আমি Dr. Tanmay Ghosh, আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 10.01.2025-এ EM কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার মেয়ের নাম Preishti Ghosh থেকে Prishti Biswas Ghosh করা হল, যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-114002)

ছবি উৎসব

বালুরঘাট, ১০ জানুয়ারি : হিমেল হাওয়ার পরশে বালুরঘাটে জমে উঠল ছবি উৎসব। শিবালয় আর্ট অ্যান্ড কালচারাল গ্রুপের উদ্যোগে বালুরঘাটের রথতলা এলাকার আর্ট গ্যালারিতে ছবি প্রদর্শনীর উৎসব শুরু হল শুক্রবার। যা আগামী রবিবার পর্যন্ত চলবে। এদিন দুপুরে বিভিন্ন বয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে আলপনা প্রতিযোগিতা হয়েছে। শনিবার রয়েছে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। রবিবার পুরস্কার বিতরণের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। ছবি উৎসবে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে গুঞ্জন পালের আলো ও ছায়ার খেলায় শিবের ছবি।

আলো ও ছায়ার খেলায় শিব।

ট্যাবলোর সূচনা

বালুরঘাট, ১০ জানুয়ারি : চলতি মরশুমে বাংলা শস্যবিমা যোজনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানাতে একটি সুসজ্জিত ট্যাবলোর সূচনা হল বালুরঘাটে। যা আগামীদিনে জেলার বিভিন্নপ্রান্ত ঘুরে প্রচার চালাবে। বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে থেকে এই প্রচারমূলক ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়।

দেখো কে বেশি সুন্দর! বালুরঘাটের ফুলমেলার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে ব্যস্ত কিশোরী। - মাজিদুর সরদার

কার্পেট শিল্পে আশ্বাস বিপ্লবের

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১০ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় গড়ে উঠতে পারে কার্পেট শিল্প। সবলা মেলার উদ্বোধনে এসে এমন সম্ভাবনার কথাই তুলে ধরলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় সবলা মেলা শুরু হয়েছে বালুরঘাটে। বুধবার মন্ত্রীর হাত দিয়ে মেলার উদ্বোধন হয়। যেখানে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলে জেলার মহিলাদের নিয়ে কার্পেট শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা মন্ত্রী জানান।

বালুরঘাট হাইস্কুলের মাঠে এই মেলা প্রতিদিন দুপুর ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলছে। যেখানে সাতদিন সকলের জন্য প্রবেশ অবাধ রাখা হয়েছে। মূলত, জেলার বিভিন্ন প্রান্তের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিজের হাতে বানানো বিভিন্ন সামগ্রীর প্রদর্শনী ও বিক্রির জন্য এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা প্রমুখ। এবছর সবলা মেলায় প্রাণীসম্পদ বিভাগ, জেলা পরিষদ, এআরসিএস, ডিআরডিসি, অনগ্রসর শ্রেণি ও সমাজকল্যাণ দপ্তর, ব্রহ্মকুমারীজ, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও দমকলের আলাদা স্টল রয়েছে। এদিন সবুজ ফিতে কেটে মেলার দ্বারোদঘাটন করেন মন্ত্রী।

জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'এই মেলার মাধ্যমে জেলার অর্থনীতি উন্নত হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পরিশ্রমের ফল পাবেন। তাদের জন্যই এই মেলা।'

বালুরঘাটের পুরপ্রধান অশোক মিত্র জানান, 'এই মেলা যেন এক মিলনক্ষেত্র। এখানে আমরা একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হই। মহিলারা আর্থিক স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে পাচ্ছেন। তাছাড়া সংস্কৃতির মঞ্চ পাচ্ছেন শিল্পীরা।'

মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের কথায়, 'ঘরের মেয়েদের কর্মসংস্থান তৈরি করতে এই মেলা। তারা স্বনির্ভর হয়ে পরিবারকে সাহায্য করতে পারছেন। এর ফলে জেলার প্রায় ২.৫ লক্ষ মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। কলকাতার বইমেলাতেও সবলার স্টল ছিল। প্রশাসনের মাধ্যমে কার্পেট শিল্প তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। মহিলাদের কম দামের হালকা কার্পেট তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। কুশমুণ্ডির মুখাশিল্পের আন্তর্জাতিক প্রসার ঘটানো যেতে পারে।'

লাল, নীল, সবুজের মেলা

বালুরঘাট, ১০ জানুয়ারি : চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, ডালিয়া শোভা পাচ্ছে বালুরঘাটের দুই প্রান্তে। নেপথ্যে শহরের দুটি ফুলপ্রেমী সংস্থার উদ্যোগে শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া 'ফুলমেলা'।

বালুরঘাট ফ্লোরিকালচার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট বিগত ৩৫ বছর ধরে ফুলমেলার আয়োজন করে আসছে। শহরের চকভবানী কালীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে আগামী রবিবার পর্যন্ত। রবিবার সন্ধ্যায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান চলবে।

অন্যদিকে, শুক্রবার বালুরঘাট হর্টিকালচার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মাঠে তৃতীয় বর্ষের ফুলমেলা শুরু হয়েছে। এবছর একই সঙ্গে শহরের দুই জায়গায় ফুলমেলার আয়োজন ঘিরে উন্মাদনা শহরজুড়ে। কোথাও ফিলাটেন্ডন, মনিস্ট্রা সহ একাধিক অরনামেন্টাল ফুলে ভরে উঠেছে মেলা প্রাঙ্গণ। কোথাও আবার আপেল, কমলালেবুর দেখা মিলছে। দুপুর পেরোতেই শহরবাসীরা দুই জায়গায় অনুষ্ঠিত ফুলমেলায় ভিড় জমিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যেও ফুলমেলাকে নিয়ে আগ্রহ লক্ষ করা গিয়েছে এবছর।

ফ্লোরিকালচারের সম্পাদক অরূপকুমার মণ্ডল জানান, '১৯৮৮ সাল থেকে আমরা ফুলমেলার আয়োজন করছি। নবীন ও প্রবীণ ফুলপ্রেমী মিলিয়ে ৭৬ জন অংশ নিয়েছেন এখানে। গাঁদা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা ও একাধিক ঋতুকালীন ফুল রয়েছে এই মেলায়। ফুলের সঙ্গে একাধিক ফল ও সবজিও প্রদর্শিত হচ্ছে। সবমিলিয়ে মিলিয়ে মোট ২৭০ ধরনের ফুল ও ফল প্রদর্শনী হচ্ছে। বিচারকের বিচারে তাঁদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে।'

মালদা থেকে আসা বিচারক সুভাষচন্দ্র সাটিয়ার জানান, '১০ রকমের ঋতুকালীন ফুল, ক্যাকটাস, সাকুলেন্ট সহ বিভিন্ন বিরল প্রজাতির গোলাপ রয়েছে মেলায়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৪০ জন ফুল, ফল, সবজি সহ বিভিন্ন গাছ দিয়েছেন মেলায়। উন্নতমানের প্রতিযোগিতা চলছে। গোলাপের আন্তর্জাতিকমানের প্রদর্শনী হচ্ছে।'

রংদার

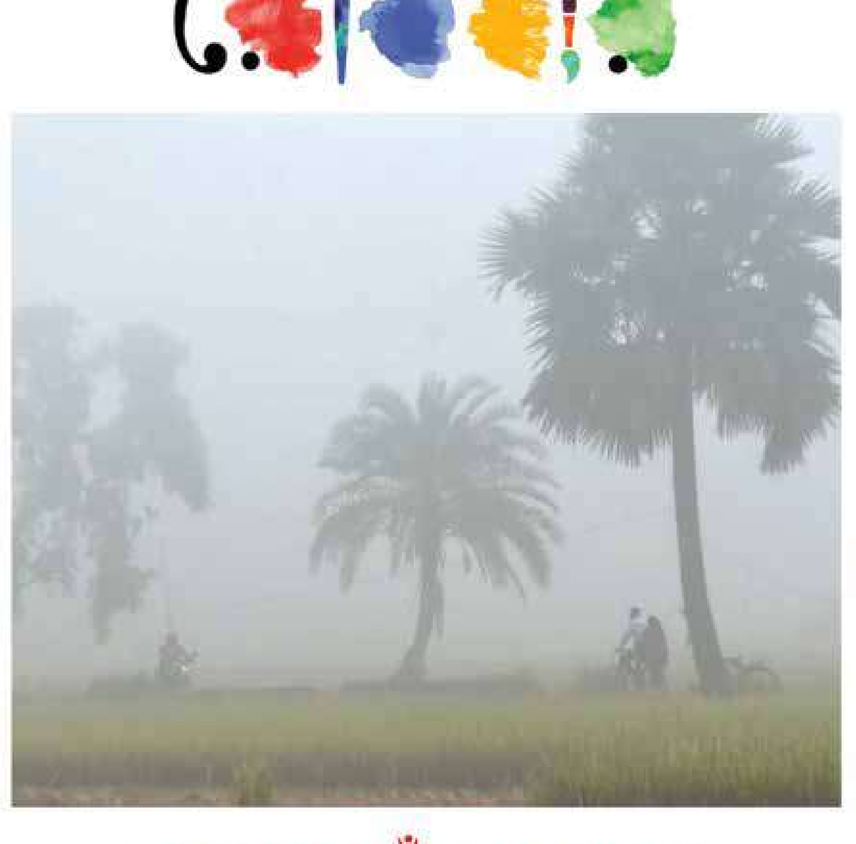

কুয়াশা আঁচল খোলো

পৌষ শেষ হয়ে আসছে। রোদমাখা সেই দিন ফিরে আর আসবে কি কখনও- পথেঘাটে বেজে ওঠে সেই জনপ্রিয় গান। এখন সকাল, বিকেল, সন্ধে জমে ওঠে কুয়াশার জঙ্গল। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত ঢেকে যায় সেই মায়ামাখা জঙ্গলে। পুরো এলাকাই যেন পাহাড়ের আবহাওয়ার মতো। এবারের প্রচ্ছদে আলোচনা সেই মায়ামাখা পরিবেশ নিয়ে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : বিজয় দে, কৌশিক জোয়ারদার ও রেহান কৌশিক

গল্প : সুস্মিতা সোম

ট্রাভেল ব্লগ: সৌভিক রায়

বাংলাদেশ নিয়ে কবিতাগুচ্ছ : সেবন্তী ঘোষ

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

ডার্বি ঘিরে নিরুত্তাপ শহরে হোটেলের খোঁজ

গুয়াহাটির হোটেলে জেসন কামিংসের সঙ্গে রসিকতায় দিমিত্রিস পেত্রাতোস। ছবি : সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গুয়াহাটি, ১০ জানুয়ারি : এত নিরুত্তাপ ডার্বি কে কবে দেখেছে?

আইএসএল দূরের কথা, অন্য কোনও শহরের অন্য কোনও টুর্নামেন্টেও ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট মুখোমুখি হলে যে হইচই ব্যাপার শুরু হয়ে যায়, তার ছিটেফোঁটাও নেই এদিন গুয়াহাটিতে। বা বলা ভালো, ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামের আশপাশ জুড়ে শনিবারের আসন্ন ডার্বির কোনও চিহ্নমাত্র নেই। এদিনের নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই বেশি রাতে স্টেডিয়ামের দখল পাওয়ার কথা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। তারপর রাতভর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিজেদের হোম ম্যাচের মতো করে তাদের সাজিয়ে নিতে হবে এই স্টেডিয়ামকে। এদিন অফলাইন টিকিট বিক্রি করা সম্ভব হয়নি মোহনবাগানের পক্ষে। কারণ নর্থইস্টের হোম ম্যাচ ছিল বলে স্টেডিয়ামের বক্স অফিস তাদের হাতে ছিল। ফলে শনিবার সকাল থেকেই একমাত্র অফলাইন টিকিট বিক্রি করা সম্ভব হবে।

তবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা আসতে শুরু করেছেন। পল্টন বাজার এলাকায় হোটেলের খোঁজ চলছে, এমন খবরই দিচ্ছেন স্থানীয় মানুষজন। একজন বলছিলেন, 'ম্যাচটার জন্য শিলং ও শিলচর থেকে কতজন বাঙালি আসেন সেটাই দেখার। নাহলে মাঠ ভরানোর দায়িত্ব আপনাদের ওখানকার সমর্থকদেরই নিতে হবে। এখানে মানুষ নর্থইস্ট ছাড়া আর কাউকে নিয়ে আগ্রহী নয়।' অর্থাৎ দুই দল মিলিয়ে অন্তত হাজার দশেক সমর্থক না এলে বিবর্ণ লাগতে পারে লিগের সেরা ম্যাচের গ্যালারি।

ফিট হয়ে ওঠা গ্রেগ স্টুয়ার্ট তৈরি হচ্ছেন মাঝমাঠের দখল তুলে নিতে। ছবি : ডি মণ্ডল

দলের সঙ্গে গুয়াহাটি এলেন না আনোয়ার

পালতোলা নৌকোর দৌড় থামাতে চায় মশাল-বাহিনী

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১০ জানুয়ারি : অনুশীলন, পালটা গোয়েন্দাগিরি থেকে চোট-আঘাত, দলের পরিস্থিতি, ম্যাচ-ভেনু নিয়ে লুকোচুরি ও চাপানউতোর। কর্পোরেট কোচ-ফুটবলার-কর্তারা যে কীভাবে সেই সত্তরের দশকের বড় ম্যাচের মানসিকতা ও আবহে ফিরে গেলেন, বোঝা দায়!

পৌষ সংক্রান্তির জন্য শীত আবার জাঁকিয়ে বসার ইঙ্গিত দিলেও ডার্বি ঘিরে হঠাৎই উত্তাপ, শহর কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে সটান গুয়াহাটি পর্যন্ত। ডুরান্ড কাপ, সুপার কাপ কী বিলুপ্তপ্রায় রোভার্স কাপ বা ফেডারেশন কাপের মতো আরও কিছু টুর্নামেন্টে কলকাতার বাইরে একে অপরের মুখোমুখি লড়াইয়ে নামার মতো উদাহরণ অজস্র আছে। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল, একে অপরের বিপক্ষে একমাত্র করোনার সময় দুই বছর ছাড়া আর হয়নি। আই লিগের সময়ে এরকম পরিস্থিতিতে দিন-তারিখ বদলে যেত কিন্তু ভেনু বদলের কোনও উদাহরণ মনে করা যাচ্ছে না। আর আইএসএলে প্রথম দুই মরশুম কোভিডের জন্য সব দলকেই একটাই জায়গায় খেলতে হয়েছে। ফলে ওটাকে ব্যতিক্রমীই ধরা উচিত। বরং 'আইএসএলের প্রচুর টাকা, ওরা যা ইচ্ছা তাই পারের মতো ভাবনা থেকে হঠাৎই বাস্তবের মাটিতে ধপাস করে পড়ে লিগের সবথেকে গ্ল্যামারাস লিগের দখল পেয়ে গেল গুয়াহাটির মতো একটা শহর। সৌজন্যে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ও রাজ্য সরকার। অসম-প্রশাসনও কম যায় না। কয়েকদিন ধরে খেলিয়ে শেষপর্যন্ত দিন দুয়েক আগে অনুমোদন দেওয়াতেই সেটা পরিষ্কার।

এসব নিয়ে কোচদের বসে থাকলে তো চলে না। ১১ তারিখ ম্যাচটা খেলতেই হবে, এই বার্তায় অন্তত দিন দশেক আগে ডামাডোল পরিস্থিতি তৈরি হওয়া মাত্রই তাঁদের দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাই হোন কী অস্কার ব্রুজোঁ, দুই স্প্যানিশই নিজের নিজের লড়াইয়ের অস্ত্রে শান দিয়েছেন। অস্ত্রের ধার কার কেমন হল, সেই পরীক্ষায় নামার আগেই অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে ইস্টবেঙ্গলের ঔজ্জ্বল্য খানিক কমই লাগছে। এমনিতেই আইএসএলে হেড টু হেডের তুলনা টানলে কিঞ্চিত লজ্জিতই হতে হয় লাল-হলুদ সমর্থকদের। প্রায় প্রতি ম্যাচের আগেই যা কোচেরা বলেন ব্রুজোঁর মুখেও সেই কথাই, 'আমার কোচিং জীবনের অন্যতম কঠিন ম্যাচ। শনিবার ওদের থামাতে যা যা করা দরকার, সবই করব এবং আশা করি, ম্যাচের পর সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটবে।' মুখে এই বিনা যুদ্ধে সুচগ্র্যমেদিনী না ছাড়ার কথা বললেও তিনিও জানেন, তাঁর ঢালতরোয়ালের জোর বড়ই কম। দলে একাধিক চোট তাঁকে আরও বেশি করে সমস্যায় ফেলেছে। সাউল ক্রেসপো-মাদি তালাল, মহম্মদ রাকিপরা তো নেই। এমনকি এদিনের অনুশীলনে হঠাৎই অনুপস্থিত আনোয়ার আলির মতো গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার, সঙ্গে প্রভাত লাকড়াও। কোচ গম্ভীরমুখে জানালেন, 'আনোয়ার-প্রভাত লাকড়া দলের সঙ্গে যাচ্ছে না।' তাঁর বক্তব্য নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা তৈরি হল এতে। কতটা সত্যি বললেন আর কতটা প্রতিপক্ষকে ধাঁধায় রাখতে কথায় জল মেশালেন পরিষ্কার নয়। তবে যদি সত্যি হয় তাহলে ডিফেন্সের সঙ্গে মাঝমাঠ নিয়েও চাপ বাড়ল। সে মাঝমাঠে যতই সৌভিক চক্রবর্তী ফিট হয়ে ফিরুন না কেন। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের যতই অনিরুদ্ধ থাপা না থাকুন, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলের ভয়ংকর অ্যাটাক লাইনকে আনোয়ারবিহীন হেক্টর ইউস্তে-হিজাজি মাহের জুটি কীভাবে সামলান সেকথা ভেবেই মাথার চুল ছিঁড়তে পারেন সমর্থকরা। সামনে অবশ্য এই ম্যাচে শুরু থেকে ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে নামিয়ে একটা ফাটকা খেলতে পারেন তিনি। মোলিনা আবার আগেই বলে নিলেন, 'ওদের অনুশীলনে কোনও গুপ্তচর লাগাইনি কারণ প্রতিপক্ষকে নয়, আমার ভাবনায় থাকে আমার দল।' এরপর বিশ্লেষণে যান, 'লিগের কোন পজিশনে দলটা আছে সেটা বড় কথা নয়। ডার্বি সবসময়ই ডার্বি। এর গুরুত্বই আলাদা। তাছাড়া আগের ডার্বিতে অস্কার তখন সবে এসেছে। তারপর চার মাস কেটে গেছে। ইস্টবেঙ্গল এখন ওর পরিকল্পনামাফিক খেলার জন্য তৈরি বলেই আমার মত। তবে প্রতিপক্ষের লড়াইয়ের জবাব আশা করি আমার ছেলেরা দিতে পারবে।'

তাঁর প্রথম একাদশে পরিবর্তন হলে একমাত্র জেসন কামিংসের জায়গায় গ্রেগ স্টুয়ার্ট শুরু করতে পারেন। চোট পাওয়া থাপার জায়গায় সাহাল আব্দুল সামাদ ও দীপক টাংরি আছেন খেলার জন্য। কিন্তু কে খেলবেন বা দুজনেই খেলবেন কিনা, সেটা অবশ্যই নির্ভর করছে সামনে জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে কে, তার উপর। দিমিত্রিস পেত্রাতোস পরেই নামবেন, এটা নিশ্চিত। ইস্টবেঙ্গলের কাছে এখন চ্যালেঞ্জ মোহনবাগানের শেষদিকে তরতাজা স্টুয়ার্ট-দিমিদের মতো মানের ফুটবলারকে আটকানো। সেটা পারলে গুয়াহাটির মতো বাঙাল অধ্যুষিত অঞ্চলে মশাল জ্বলতে পারে শনি-রাতে। নাহলে ব্রহ্মপুত্রেও সেই পালতোলা নৌকোই চলবে।

আইএসএলে আজ

বেঙ্গালুরু এফসি বনাম **মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব**
সময় : বিকাল ৫টা, **স্থান :** বেঙ্গালুরু
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম **ইস্টবেঙ্গল এফসি**
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, **স্থান :** গুয়াহাটি
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

বেড়ে চলা চোট-আঘাত মাথাব্যথা বাড়াচ্ছে অস্কার ব্রুজোঁর।

তাস আমাদের হাতেও লুকানো আছে : জেমি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১০ জানুয়ারি : খোশমেজাজে কিন্তু অসম্ভব ফোকাসড।

শনিবারের ডার্বি খেলতে নামার আগে জেমি ম্যাকলারেনকে দেখে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। চাপ আছে বলে যেমন মনে হল না, তেমনি এরকম একটা ম্যাচে তাঁর মতো তারকার গোল পাওয়াটা যে জরুরি এটা বুঝেই লক্ষ্যে স্থির। প্রথম ডার্বিতে নেমেই গোল পাওয়ার পর তাঁকে ঘিরে সমর্থকদের ভালোবাসা, পাগলামি, নির্ভরতা তৈরি হওয়া নিশ্চিতভাবেই ভোলেননি। তাই জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না, 'আমি এডিনবরা বা মেলবোর্ন ডার্বি খেলেছি ও গোল করেছি। কিন্তু কলকাতা ডার্বিই সেরা।' কেন, তার ব্যাখ্যাও দিলেন, 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট জার্সির, এই সবুজ-মেরুন রঙের একটা অন্য ওজন আছে। প্রতি সপ্তাহেই প্রতিটি দল আমাদের হারাতে চায়, এটা অনুভব করতে পারি। তাই আমাদের আরও আরও পরিশ্রম করে যেতে হয় নিজেদের সেরার জায়গায় রাখতে।' আর সেই জন্যই সমর্থকদের কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছেন ম্যাকলারেন, 'আমরা সত্যিই ওই বিশাল জনতার সামনে খেলতে চেয়েছিলাম। ভারতীয় ফুটবলের সেরা ম্যাচ, আমার তো মনে হয় এশিয়ারও। জানি না, কতজন গুয়াহাটিতে যেতে পারবেন। আশা করব, ভালো দর্শক থাকবে মাঠে। কারণ ডার্বি সবার কাছেই বিশেষ একটা ম্যাচ। আশা করছি, ম্যাচটা ভালো হবে। সমর্থকদের জয় উপহার দিতে চাই।'

সবুজ-মেরুন সমর্থকরা অবশ্য এখনও তাঁর পারফরমেন্সে পুরোপুরি খুশি নন। গোল করছেন বটে কিন্তু মেলবোর্ন সিটি এফসি-র বিধ্বংসী মেজাজে তাঁকে এখনও দেখা যায়নি। ডার্বিতে কি খোলস ছেড়ে বেরোবেন সমর্থকদের প্রিয় ম্যাকা? অজি স্ট্রাইকারের জবাব, 'দেখুন এই লিগ কিন্তু মোটেই সহজ নয়। আমি এখনও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে এই ম্যাচ জেতার ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী। কারণ আমরা এখন জয়ের ধারাবাহিকতা রেখে যাচ্ছি। কলকাতার বাইরে ডার্বি খেলা, আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা হবে। জানি ওরা আমাদের থামাতে চাইবে। কিন্তু আমাদের হাতের নীচে আরও কিছু তাস লুকোনো আছে।' নিশ্চিতভাবেই এই হুংকারটা ভালোভাবে নেবেন না লাল-হলুদ কোচ-ফুটবলার-কর্তা-সমর্থকরা। কিন্তু দিমিত্রিস পেত্রাতোস, গ্রেগ স্টুয়ার্টদের ফিট হয়ে ফেরা যে তাঁদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে একথা জানাতে দ্বিধা নেই ম্যাকলারেনের, 'চোট সারিয়ে দলে ফিরছে একাধিক ফুটবলার। এতে আমাদের শক্তি বাড়বে।'

নজরে পরিসংখ্যান

আইএসএল-এর শেষ সাতটি ডার্বির মধ্যে যে ছয়টি ম্যাচ শনিবার হয়েছে তার পাঁচটিতেই জিতেছে মোহনবাগান। ড্র একটি, ইস্টবেঙ্গল জয়হীন।

এবারের আইএসএল-এ ডার্বি সমেত শনিবার হওয়া প্রথম তিন ম্যাচে হেরে ফিরতে হয় ইস্টবেঙ্গলকে। আবার ১৪ ম্যাচে পাওয়া ১৪ পয়েন্টের আটটি তারা তুলে নেয় শনিবারের ম্যাচ থেকেই।

গুয়াহাটিতে তৃতীয় কলকাতা ডার্বি হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে বরদলুই ট্রফির ফাইনালে প্রথম সাক্ষাৎকারে মোহনবাগান জয় পায় ২-১ গোলে। ২০০৯ সালে ফেডারেশন কাপ সেমিফাইনালে হওয়া দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে ২-০ গোলে জিতেছে ইস্টবেঙ্গল।

আইএসএল-এ নয়টি কলকাতা ডার্বির মধ্যে আটটিতে মোহনবাগান জিতেছে। একটি ড্র হয়।

সবমিলিয়ে ৩৮৫টি কলকাতা ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে ১৩৩টি। মোহনবাগানের জয়ের সংখ্যা ১৩০। ড্র হয়েছে ১২২টি।

তথ্য : হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বড় ম্যাচে অস্কারের চিন্তা বাড়াচ্ছে রক্ষণ

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল বড় ম্যাচের আসর বসছে কলকাতা থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে। তার ওপর শেষ দুই ম্যাচে লাল-হলুদ যেভাবে পয়েন্ট খুইয়েছে তাতে তাদের সমর্থকরাও বোধহয় কিছুটা মুষড়ে পড়েছে। তাই মহারণের আগে কলকাতায় দল যখন চূড়ান্ত মহড়া সারল, তখন ফুটবলারদের শুভেচ্ছা জানাতে এলেন হাতেগোনা জনা সাতেক সমর্থক।

শনিবারের বড় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের নতুন করে হারানোর কিছু নেই। মাঝে টানা দুই ম্যাচ জিতলেও ফের তাল কেটেছে। সেইসঙ্গে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে চোট-আঘাত সমস্যা। এর মধ্যেও শিবিরের মেজাজটা ঠিক রাখতে চেষ্টায় ত্রুটি রাখছেন না অস্কার ব্রুজোঁ। তবুও চিন্তা যে থেকেই যাচ্ছে। সবুজ-মেরুনের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে অস্কারের সবচেয়ে বড় চিন্তার জায়গা রক্ষণ। বিশেষ করে আনোয়ার আলির না থাকাটাকে চাইলেও কোনওভাবেই এড়িয়ে যেতে পারছেন না তিনি। শুক্রবার চূড়ান্ত পর্বের মহড়াতেও হেক্টর ইউস্তে, হিজাজি মাহের, লালচুংনুঙ্গাদের দিকে বাড়তি নজর দেন স্প্যানিশ কোচ। আসলে মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে রক্ষণের ভুলেই যে গোল হজম করতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে। ডার্বিতেও তার পুনরাবৃত্তি হোক, তা একেবারেই চাইছেন না লাল-হলুদ কোচ। তবে দলের চাপে থাকাটাকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'চাপ থাকাটা আমারা উপভোগই করি।' এই মরশুমে পরিসংখ্যান ঘাঁটলেও দেখা যাবে একাধিক ম্যাচে পিছিয়ে পড়ার পরও প্রত্যাবর্তন করেছে ইস্টবেঙ্গল। শনিবারও কি তেমন কিছু হবে? সেটা অবশ্য সময়ই বলবে।

তবে গত ডার্বির তুলনায় দলের পরিস্থিতি এখন অনেক ভালো বলেই মনে করছেন অস্কার। বললেন, 'আইএসএলের প্রথম ডার্বিতে আমাদের জেতার সম্ভাবনা কম ছিল। সেখানে এখন পরিস্থিতি অনেক ভালো। চোট-আঘাতের জন্য কয়েকজন ফুটবলাররের অভাব বোধ করলেও দলে আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই।' যদিও লাল-হলুদের সিংহভাগ ফুটবলারই বলছেন এই ডার্বিটা কঠিন হবে। হিজাজি এককথায় মেনে নিলেন ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে এটাই তাঁর অন্যতম কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। নন্দকুমার শেখর বলে গেলেন, 'ডার্বি মানেই কঠিন। এই ম্যাচটাও তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে গুয়াহাটি আমার খুব পছন্দের ভেনু। অনেক গোল আছে ওই মাঠে। এবারও সুযোগ পেলে গোল করতে চাই।' ক্লেইটন সিলভার গলায় অন্য সুর। তিনি বেশ খোশমেজাজেই আছেন। এদিন মাঠ ছাড়ার সময় বললেন, 'ডার্বি অন্যরকম ম্যাচ হলেও বাড়তি চাপ নিচ্ছি না।' তবে কলকাতার বাইরে বড় ম্যাচ, মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। এদিকে এদিন অনুশীলনের শুরুতে সাউল ক্রেসপোর সঙ্গে আলাদা করে কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় অস্কারকে। যদিও এই ডার্বিতে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইস্টবেঙ্গল রক্ষণকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন হেক্টর ইউস্তে। ছবি : ডি মণ্ডল

অনুশীলনে নাওরেম মহেশ সিং। ছবি : ডি মণ্ডল

> আইএসএলের প্রথম ডার্বিতে আমাদের জেতার সম্ভাবনা কম ছিল। সেখানে এখন পরিস্থিতি অনেক ভালো। চোট-আঘাতের জন্য কয়েকজন ফুটবলাররের অভাব বোধ করলেও দলে আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

আত্মবিশ্বাসী কিন্তু সতর্ক মোলিনা

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন সবে শেষ হয়েছে। সেইসময় হাজির বেশ কিছু মোহনবাগান সমর্থক। ডার্বির আগে দলের কোচ সহ প্রতিটি খেলোয়াড়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে শুভকামনা জানালেন তাঁরা। খেলোয়াড়রাও হাসিমুখে তাঁদেরকে জয়ের বিষয়ে একপ্রকার আশ্বস্ত করে গেলেন।

শনিবারের মহারণের আগে দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিংসরা একপ্রকার চাপমুক্ত রয়েছেন। যুবভারতীর ট্রেনিং গ্রাউন্ডে হাসিখুশি মেজাজেই দেখা গেল তাঁদের। আসলে ১৪ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শির্ষে রয়েছে বাগান। তার ওপর দলের একাধিক খেলোয়াড় গোলের মধ্যে রয়েছেন। তাই ডার্বির আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী বাগান ফুটবলাররা। তবে কলকাতা ময়দানে একটা চলতি প্রবাদ রয়েছে, 'পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল সবসময় ভয়ংকর।' তার ওপর

> এখন আমাদের লক্ষ্য শুধু ডার্বি ম্যাচ। বাকি ম্যাচ নিয়ে ভাবতে নারাজ। শুধু এটা বলতে পারি, চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে প্রতিটি ম্যাচ জিততে হবে।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

ম্যাচটা বাঙালির আবেগের মহারণ। তাই লাল-হলুদকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। তিনি বলেছেন, 'এই ম্যাচটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ৯০ মিনিট সেরা ফুটবল খেলতে হবে, এটাই শেষ কথা। এর বাইরে কিছু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।'

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ডার্বি কলকাতায় হচ্ছে না। আয়োজকরা বাধ্য হয়েই উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসমের গুয়াহাটিতে এই হাইভোল্টেজ ম্যাচটা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ফলে অধিকাংশ সমর্থকই ডার্বি দেখতে যেতে পারছেন না। কলকাতা ডার্বিতে গ্যালারির যা উত্তাপ, সেটা গুয়াহাটিতে পাবেন না বাগান ফুটবলাররা। তবে সেইসব কিছুকে সরিয়ে 'বাঙালির চির আবেগের মহারণ'-এ নিজেদের বিজয় পতাকা ওড়াতে বদ্ধপরিকর জেমি ম্যাকলারেন, দিমিরা। তাই শেষবেলার অনুশীলনে নিজেদের নিংড়ে দিলেন তাঁরা। এমনকি অনুশীলন শেষে হাসিমুখে গাড়িতে উঠলেও মনঃসংযোগ ধরে রাখতে সেভাবে কেউ কোনও কথা বললেন না। কোচ মোলিনাও মেনে নিয়েছেন, এই ডার্বি অন্যরকম হতে চলেছে। তিনি বলেছেন, 'কলকাতায় না হওয়ায় এই ডার্বি সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে চলেছে। আমাদের বেশিরভাগ সমর্থককে গুয়াহাটিতে পাব না। তবে আমরা চেষ্টা করব ম্যাচ জিতে সকল সমর্থকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে।'

ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে কিন্তু হাসিমুখেই দেখা গেল মোহনবাগান কোচ মোলিনাকে। মুখে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের ছাপ রয়েছে। দল রীতিমতো ছন্দে রয়েছে। ডার্বি জিতলে লিগ শিল্ড জেতার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে মোহনবাগান। তবে এখনই চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ভাবতে নারাজ বাগান কোচ মোলিনা। পরিষ্কার বলেই দিলেন, 'এখন আমাদের লক্ষ্য শুধু ডার্বি ম্যাচ। বাকি ম্যাচ নিয়ে ভাবতে নারাজ। শুধু এটা বলতে পারি, চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে প্রতিটি ম্যাচ জিততে হবে।' এখন দেখার, শনিবার ডার্বিতে মোহনবাগান নিজেদের জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারে কি না।

জাদেজা অলরাউন্ডার ফিল্ডার, বললেন রোডস

শুভময় সান্যাল ও ভাস্কর সাহা

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : কালো ব্লেজার ও জলপাই রংয়ের প্যান্ট পরে দুলকি চালে জন্টি রোডসের প্রবেশটাই নস্টালজিয়া উসকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মনে হবে ১৯৯২ সালের মতোই তিনি কলার উঁচু করে এখনই পয়েন্টে ফিল্ডিং করতে দাঁড়িয়ে পড়বেন। সঙ্গে বাড়তি পাওনা হিসেবে রয়েছে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর শেষে দুই হাত জড়ো করে নমস্কার। লম্বা সময় ভারতে থাকার প্রভাব বোধহয়!

জন্টিও বললেন, 'বছরে ছয় মাস ভারতে থাকছি, বাকিটা দক্ষিণ আফ্রিকাতে। বলতে পারেন অর্ধেক ভারতীয় হয়ে গিয়েছি আমি।' তাই হয়তো ভারতীয় ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের সম্পর্কে তাঁর মুখে বিস্তর প্রশংসা শোনা গেল। যে তালিকায় রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি থেকে জসপ্রীত বুমরাহর নাম রয়েছে। সেরা প্রশংসাটা অবশ্য বরাদ্দ থাকল রবীন্দ্র জাদেজার জন্য। একইসঙ্গে প্রথমবার শিলিগুড়ি এসে জানিয়ে দিলেন দার্জিলিং চায়ে চুমুক দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।

অপেক্ষায় রয়েছেন দার্জিলিং চায়ে চুমুক দেওয়ার

নিজের সঙ্গে তুলনা

■ টি২০ ফরম্যাটের আবির্ভাবের পর আমাদের সময়ের চেয়ে ক্রিকেট অনেক বদলে গিয়েছে। এখন এক-দুইজন নয়, গোটা দলের ফিল্ডিংয়ের মান অনেক বেড়ে গিয়েছে। কোনও দলে এখন এমন কাউকে পাবেন না মাঠে যাকে লুকিয়ে রাখতে হয়।

অলরাউন্ডার ফিল্ডার

■ নিউজিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপস অসাধারণ ফিল্ডার। তবে আমি সুরেশ রায়নার ফিল্ডিংয়ের ফ্যান। এখন অবশ্য ও অবসর নিয়ে ফেলেছে। জাদেজা মাঠের যে কোনও জায়গাতেই সমান দক্ষতায় ফিল্ডিং করতে পারে। গালি-পয়েন্ট-ডিপের সঙ্গে বাউন্ডারি লাইনেও ওর তৎপরতা অবাক করার মতো। আমি ওকে ফিল্ডিংয়ে অলরাউন্ডার বলব।

বিরাট অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে ভারতীয় দলের ফিটনেসের মান অনেকটা উন্নত হয়েছে। তাই বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে প্রথম দশ ক্যাচের তালিকা করেও সেরা বাছতে ভোট নিতে হয়। এখন বাউন্ডারি লাইনে লাফিয়ে যেভাবে ক্যাচ নেওয়া হয়, সেটা আমার সময় ভাবতেও পারতাম না।

রোহিত-বিরাটে আস্থা

■ নিউজিল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়া সিরিজটাও বিরাট-রোহিতের জন্য খারাপ গিয়েছে। তার মানে এই নয় ওরা ফুরিয়ে গিয়েছে। জীবনের মতো ক্রিকেটেও উত্থান-পতন আছে। দুইজনকেই আমি কিংবদন্তির তালিকায় রাখব। বিশ্বাস করি, খুব শীঘ্রই ওদের থেকে বড় ইনিংস দেখতে পারব।

ডিপিএস শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে জন্টি রোডস। শুক্রবার।

> গৌতম গম্ভীরের কথায় ভারতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। যে কোনও কারণেই হোক শেষপর্যন্ত তা গ্রাহ্য হয়নি। তবে এজন্য আমার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। ভবিষ্যতে প্রস্তাব পেলে সানন্দে গ্রহণ করব।
> জন্টি রোডস

দক্ষিণ আফ্রিকার সোনালি প্রজন্ম

■ টি২০ বিশ্বকাপে রানার্স হওয়ার পর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছানোয় আপনাদের হয়তো এমনটা মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি এভাবে দেখি না। ২ বছর আগেও আমরা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ৬-৭ নম্বরে ছিলাম। তখনও কিন্তু দলে অনেক ভালো ক্রিকেটার ছিল। আসলে এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

ক্রোনিয়ে না বাভুমা

■ (হেসে) বাভুমার নেতৃত্ব আমি দেখিনি। টিভিতে দেখে সব কিছু বোঝা যায় না। নির্বাসনের অন্ধকার সময় পেরিয়ে হ্যানসি ক্রোনিয়ের অধিনায়কত্বে আমরা সামনে হাঁটা শুরু করেছিলাম। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তোলার জন্য বাভুমাকে অভিনন্দন।

প্রত্যাখানেও নেই ক্ষোভ

■ গৌতম গম্ভীরের কথায় ভারতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। যে কোনও কারণেই হোক শেষপর্যন্ত তা গ্রাহ্য হয়নি। তবে এজন্য আমার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। ভবিষ্যতে প্রস্তাব পেলে সানন্দে গ্রহণ করব। আইপিএলের হাত ধরে যেভাবে ভারত দারুণ সব প্রতিভা পাচ্ছে তারপর কে না আর ওদের সঙ্গে কাজ করতে চাইবে?

ডিপিএসের ক্রিকেট

■ খুব সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে ছোট ছোট ছেলেরা। শুরুতেই এত দর্শকের সামনে খেলা ওদের বড় মঞ্চের জন্য তৈরি করে দেবে। কয়েকটি ছেলেকে তো আমার বেশ ভালো লাগল।

ওয়াংখেড়ের পঞ্চাশ বছর

তারকামেলায় শচীন-সানির সঙ্গে রোহিত

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পঞ্চাশ বছর পূর্তি। ঐতিহাসিক মুহূর্তকে রঙিন করে রাখতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা (এমসিএ)। সংবর্ধনা দেওয়া হবে মুম্বই ক্রিকেটের একঝাঁক কিংবদন্তিকে। তারকাদের যে মেলায় সুনীল গাভাসকার, শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে থাকছেন রোহিত শর্মাও।

মুম্বই রাজ্য দলের খেলোয়াড় থেকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার সংখ্যাটা বেশ লম্বা। ওয়াংখেড়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে জীবিত যে প্রাক্তন অধিনায়কদের মধ্যে শচীন, গাভাসকার, রোহিত ছাড়াও থাকবেন দিলীপ বেঙ্গসরকার, রবি শাস্ত্রী, আজিঙ্কা রাহানে, সূর্যকুমার যাদব। মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ডায়না এডুলজিকেও সংবর্ধনা জানাবে এমসিএ।

৫০ বছর আগে ১৯ জানুয়ারি আত্মপ্রকাশ ঘটে ওয়াংখেড়ের। ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামকে সরিয়ে ক্রমশ মুম্বই ক্রিকেটের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। একঝাঁক স্মরণীয় মুহূর্তের পাশাপাশি ২০১১ সালের বিশ্বজয়ের স্মৃতি জড়িয়ে এই স্টেডিয়ামের সঙ্গে। ১২ তারিখ থেকে অনুষ্ঠানের সূচনা। গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন ১৯ জানুয়ারি। শচীনদের সঙ্গে যেখানে সংবর্ধনা জানানো হবে ওয়াংখেড়েতে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণির ম্যাচের অংশগ্রহণ করা মুম্বই দলের খেলোয়াড়দেরও।

রোনাল্ডোর নজিরে জয় নাসেরের

রিয়াধ, ১০ জানুয়ারি : সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল আখদৌদের বিরুদ্ধে গোল করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে একটানা ২৪ বছর গোল করার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি।

২০০২ সালের অক্টোবর মাসে স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে কেরিয়ারের প্রথম গোলের দেখা পেয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকে প্রতিবছর গোল করেছেন চল্লিশ ছুঁতে চলা এই 'তরুণ'। বৃহস্পতিবার আল আখদৌদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আল নাসের। দলের আফ্রিকান তারকা সাদিও মানে ২৯ ও ৮৮ মিনিটে দুটি গোল করেন। ৪২ মিনিটে রোনাল্ডো পেনাল্টি থেকে একটি গোল করেন। আখদৌদের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সেভিয়ার গডউইন। এই ম্যাচের শেষে ১৪ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে আল নাসের। ১৩ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে আল ইত্তিহাদ।

ম্যাচে নয়া নজির গড়ার পর সমাজমাধ্যমে রোনাল্ডো বলেছেন, 'বছর শুরু করার সেরা উপায়।' এই মুহূর্তে রোনাল্ডো ১১টি গোল করে সৌদি প্রো লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে রয়েছেন। বর্তমানে রোনাল্ডোর কেরিয়ারে মোট গোলসংখ্যা ৯১৭টি। হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে আর মাত্র ৮৩টি গোল দরকার। রোনাল্ডো সেই নজির গড়তে পারেন কি না, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা ফুটবল বিশ্ব।

রবি-বিদায়ে বিতর্ক দেখছেন যোশি

হিন্দি রাষ্ট্রীয় ভাষা নয় দেশের : অশ্বীন

চেন্নাই, ১০ জানুয়ারি : হিন্দি কি ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা? নাকি সরকারি ভাষা মাত্র? প্রশ্নগুলি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর নতুন নয়। এবার সেই ভাষা বিতর্কের আগুনে ঘি ঢাললেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। জানিয়েছেন, হিন্দি মোটেই দেশের রাষ্ট্রভাষা নয়। সরকারি ভাষা মাত্র।

কলেজের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে একথা বলেন সদ্য অবসর নেওয়া অফস্পিন তারকা। অশ্বীনের যে ভিডিও নিয়ে রীতিমতো হইচই। হিন্দি ভাষাকে হেয় করার জন্য যেমন সমালোচনাও হচ্ছে, তেমনই অনেকে সমর্থন করে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

তামিলনাড়ুর একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন অশ্বীন। সেখানেই ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার সময় ভাষা প্রসঙ্গ সামনে আসে। যেখানে অশ্বীন জিজ্ঞাসা করেন, কারও কি ইংলিশ ও তামিল ভাষায় প্রশ্ন করতে সমস্যা আছে?

> সবাই সিডনি টেস্টের প্রথম ইনিংসে ঋষভের রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ের কথা ভুলে শুধু দ্বিতীয় ইনিংসের কথা বলেছে, যা ঠিক নয়। বোঝা উচিত, রক্ষণাত্মক ব্যাটিং করার ক্ষমতা রয়েছে ওর মধ্যে। আমার মতে, এই ব্যাপারে ঋষভ বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরাও।
> রবিচন্দ্রন অশ্বীন

অশ্বীন জানতে চান, কারা কারা ইংরেজিতে স্বাচ্ছন্দ্য। সমস্বরে যার উত্তর দেয় ছাত্ররা। ফের জিজ্ঞাসা করেন তামিল ভাষা? সেখানেও সমস্বরে সায় দেয় ছাত্ররা। তখন একজন ছাত্র জানতে চায় হিন্দিতে? জবাবে অশ্বীন বলেন, 'মনে হয়, এর উত্তর ইতিমধ্যেই আমি দিয়ে দিয়েছি। হিন্দি আমাদের জাতীয় ভাষা নয়, সরকারি ভাষা।' যা তামিল বনাম হিন্দি ভাষা নিয়ে চলে আসা বিতর্ককে নতুন করে উসকে দিয়েছে।

নিজের শিক্ষাগত কেরিয়ার নিয়েও খোলামেলা আলোচনা করেন। ছাত্রদের হাল না ছাড়ার পরামর্শ দেন। শেখার প্রচেষ্টা, নিজেকে আরও ধারালো করে তোলার প্রক্রিয়া সবসময় সচল রাখতে হয়। পরিস্থিতি যেমনই হোক পরিশ্রমে ঘাটতি রাখলে চলবে না।

ঋষভ পন্থকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অশ্বীন। অস্ট্রেলিয়া সফরে বেহিসেবি শটে বারবার উইকেট দেওয়া নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার। রক্ষণ নিয়ে দুর্বলতার কথা অনেকে তুলে ধরেছেন। যদিও অশ্বীনের দাবি, বিশ্বের অন্যতম সেরা রক্ষণের অধিকারী ঋষভ।

অশ্বীনের যুক্তি, 'সিডনি টেস্টে দুই ইনিংসে দুইরকম ব্যাটিং দেখেছি ঋষভের থেকে। ওর শরীরের প্রতিটি জায়গায় বলের আঘাত লেগেছে। ৪০ করেছিল। সম্ভবত ঋষভের সবচেয়ে শান্ত ইনিংস। একই ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে বিস্ফোরক হাফ সেঞ্চুরি। যা নিয়ে প্রচুর প্রশংসা হয়েছে। সবাই প্রথম ইনিংসে ঋষভের রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ের কথা ভুলে শুধু দ্বিতীয় ইনিংসের কথা বলেছে, যা ঠিক নয়। বোঝা উচিত, রক্ষণাত্মক ব্যাটিং করার ক্ষমতা রয়েছে ওর মধ্যে। আমার মতে, এই ব্যাপারে ঋষভ বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরাও। যা মোটেই সহজ নয়। নেটে ওকে বল করেছি। কিছুতে আউট করা যেত না। না খোঁচা, না লেগবিফোর। ওকে একাধিকবার যা বলেওছি।'

তামিলনাড়ুর এক কলেজের অনুষ্ঠানে রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে অশ্বীনের হঠাৎ অবসরের নেপথ্যে বিতর্কের গন্ধ পাচ্ছেন নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুনীল যোশি। প্রাক্তন স্পিন তারকা বলেছেন, 'আমি অবাক হয়েছিলাম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের মধ্যে কী এমন ঘটেছিল যা নিয়ে এত রাখঢাক। অশ্বীনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চায় না। আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি। ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান দেখানো উচিত। কিন্তু রাতারাতি যা ঘটেছে, তা সামনে আসা দরকার। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত যা সামনে আনা।'

ভারতীয় বোলিংয়ে কোনও ভারতীয় পেসারকে না দেখেও অবাক প্রাক্তন স্পিনার। যশ দয়াল, খলিল আহমেদরা ছিলেন। কিন্তু ওদের কেউ সুযোগ পায়নি। একজন বাঁহাতি পেসারের মধ্যে একজন খেললে পেস বোলিংয়ের বৈচিত্র্য বাড়ত, দল লাভবান হত, দাবি যোশির।

পাকিস্তানে আইসিসি-র দল

ইসলামাবাদ, ১০ জানুয়ারি : গত তিন মাসে এই নিয়ে চতুর্থবার।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পাকিস্তানে পর্যবেক্ষকদল পাঠাল আইসিসি। লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, তিনটি স্টেডিয়ামে সংস্কারের কাজ নিয়ে আশঙ্কার মেঘ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কাজের গতিপ্রকৃতি দেখতেই আইসিসি-র প্রতিনিধিদল পাকিস্তানে। গত তিন মাসে এই নিয়ে চতুর্থবার।

এদিন করাচি স্টেডিয়ামের সংস্কারের কাজ ঘুরে দেখে প্রতিনিধিদল। স্টেডিয়ামের বিভিন্ন অংশ খতিয়ে দেখে। দেখেন করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের মূল বিল্ডিংও। বাদ যায়নি মিডিয়া সেন্টার, মিডিয়া গ্যালারি সহ কনফারেন্স হল। ছবিও তোলেন বিভিন্ন অংশের।

কয়েকদিন আগে স্টেডিয়ামের সংস্কারের কাজ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বিরূপ সমালোচনা হয়। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্টেডিয়ামের কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও অর্ধেক কাজও নাকি হয়ে ওঠেনি। বিকল্প ভাবনায় পাকিস্তান থেকে পুরো টুর্নামেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরানোর কথাও শোনা যাচ্ছে।

পিসিবি যদিও ফের সেই আশঙ্কা নস্যাৎ করে দিয়েছে। দাবি করা হয়েছে, কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। ১২ ফেব্রুয়ারির আগে তিন স্টেডিয়ামের দায়িত্ব আইসিসির হাতে তুলে দিতে কোনও সমস্যা হবে না। ১৯ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী ম্যাচের আগে পুরোদস্তুর তৈরি হয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঢাকে কাঠি পড়বে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক পালটা দাবি করেছেন, সংবাদমাধ্যমে সত্যতা যাচাই না করেই বিভিন্ন খবর রটানো হচ্ছে। পিসিবি, আইসিসি, টুর্নামেন্টের সহযোগী পার্টনার, সমর্থকদের সংশয়ে ফেলতে এই ধরনের চেষ্টা। এর প্রভাব পড়ছে টিকিট বিক্রি, টুর্নামেন্টের মার্কেটিংয়েও।

বুধবারও লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে ছড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে ইটের টুকরো, বালি-পাথর ও নির্মাণ সামগ্রী।

'হল অফ ফেমে' ইনজি-মিসবা

এদিকে, পিসিবি-র 'হল অফ ফেম' জায়গা পেলেন ইনজামাম-উল-হক, মিসবা-উল-হকরা। দুই তারকা ছাড়া তালিকার নতুন সদস্য হলেন মুস্তাক মহম্মদ, সঈদ আনোয়ার। ইনজিরা যুক্ত হবেন ইমরান খান, জাভেদ মিয়াঁদাদ, ওয়াসিম আক্রাম, ওয়াকার ইউনিস, জাহির আব্বাস, ইউনিস খান, হানিফ মহম্মদ, আব্দুল কাদিরদের এলিট তালিকায়।

এদিকে, ইংল্যান্ডের পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে না খেলার আর্জি জানাল সেদেশের সরকার। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী গেটন ম্যাকেঞ্জি এই আর্জি করেছেন। আফগানিস্তানের শাসক এখন তালিবান। সে দেশের মেয়েদের উপর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা এনেছে তারা। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মেয়েদের ক্রিকেট খেলতে না দেওয়া। যা মেনে নিতে পারছে না বিভিন্ন দেশ। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারব না যে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে কি না। কিন্তু আমি যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম, তা হলে খেলতে নিষেধ করতাম।'

জাড্ডুর পোস্টে অবসর জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের সাদা জার্সি। পিছনে লেখা নাম।

সেই জার্সির ছবি দিয়ে ছোট্ট একটা পোস্ট। রবীন্দ্র জাদেজার সেই পোস্টকে কেন্দ্র করেই সমাজমাধ্যমে হইচই। জাড্ডু কি এবার ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন?

জবাব জানা নেই কারও। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে দেশে ফেরার পর জাদেজার এমন পোস্টকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের পর জাড্ডুও এবার ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন। চর্চা ক্রমশ বাড়ছে। জাদেজার পোস্টে অনেকেই তাঁকে অবসরের আগাম অভিনন্দনও জানিয়েছেন। যদিও সেসবের পালটা কোনও জবাব দেননি তিনি।

টেস্ট জার্সি দিয়ে রবীন্দ্র জাদেজার এই পোস্টেই জল্পনা তৈরি হয়েছে।

ফলে জাদেজার অবসর জল্পনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

থাকতে পারেন এসজিএমে

জয় শা-কে সংবর্ধনা দিচ্ছে বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : টিম ইন্ডিয়ার মতোই ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনেও পালাবদল চলছে। গত ১ ডিসেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব পদ ছেড়ে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র চেয়ারম্যান পদে বসেছেন জয় শা।

ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদানের কথা মাথায় রেখে জয়কে বিশেষ সংবর্ধনা দিতে চলেছে বিসিসিআই। রবিবার বিসিসিআইয়ের বিশেষ সাধারণ সভা। মুম্বইয়ে এই সভাতেই জয়ের উত্তরসূরি হিসেবে বোর্ড সচিবের পূর্ণ দায়িত্বে আসতে চলেছেন অসমের দেবজিৎ সইকিয়া। কোষাধ্যক্ষ পদে ছত্তিশগড়ের প্রভতেজ সিং ভাটিয়া দায়িত্ব পাচ্ছেন। বিশেষ সাধারণ সভায় বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় থাকতে চলেছেন বলে খবর। পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদানের জন্য জয়কে বিশেষ সংবর্ধনাও দিচ্ছে বোর্ড। জানা গিয়েছে, এসজিএমের আগে জয়কে সংবর্ধিত করবেন বিসিসিআইয়ের বর্তমান শীর্ষ কর্তারা। যেখানে বিসিসিআইয়ের সব পদাধিকারীর পাশে বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সদস্যরাও থাকতে পারেন বলে খবর। সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে বোর্ডের এক কর্তা বলছিলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে জয়ের বিশাল অবদান রয়েছে। সেকথা মাথায় রেখেই জয়কে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। জয়কে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে এসজিএমে হাজির থাকার আহ্বানও জানানো হয়েছে।'

জয় শেষ পর্যন্ত এসজিএমের আসরে হাজির থাকবেন কিনা, রবিবারই স্পষ্ট হবে। তার আগে বিসিসিআইয়ের অন্দরে নতুন দায়িত্বে আসতে চলা সচিব-কোষাধ্যক্ষকে নিয়ে রয়েছে উৎসবের মেজাজ। আগামী নয় মাসের জন্য বোর্ডের সচিব-কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব সামলাবেন দেবজিৎ-প্রভতেজরা।

বেঙ্গালুরুকে নিয়ে সতর্ক মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : শেষ দুটি ম্যাচে ড্র। তলানিতে থাকা মহমেডান দলের আত্মবিশ্বাস কিছুটা হলেও ফিরিয়ে দিয়েছে। শেষ ম্যাচে নর্থইস্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে পয়েন্ট এনেছে আন্দ্রেই চেরনিশভের ছেলেরা। শনিবার তাদের প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি। শেষ ম্যাচে পরাজিত হয়েছেন সুনীল ছেত্রীরা। তবে তাদেরকে কিন্তু দারুণ গুরুত্ব দিচ্ছেন সাদা-কালো কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, 'বেঙ্গালুরু খুব ভালো দল। বেশ কয়েকজন জাতীয় দলের ফুটবলার রয়েছে। ওরা ঘরের মাঠে মোহনবাগানকে হারিয়ে ছিল। তাই শেষ ম্যাচে হেরে গেলেও ওদের হালকাভাবে নিলে চলবে না। কারণ পরের ম্যাচে বেঙ্গালুরু আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করবে।'

নর্থইস্টের বিরুদ্ধে মহমেডান রক্ষণ দুর্দান্ত খেলেছিল। তবে আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা সেভাবে ছন্দে নেই। তাই গোলের সমস্যা মেটাতে নবাগত স্ট্রাইকার মনবীর সিংকেও বেঙ্গালুরু নিয়ে গিয়েছেন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। হয়ত সুনীল ছেত্রীদের বিরুদ্ধে তাঁর সাদা-কালো জার্সিতে অভিষেক হতে পারে। তবে সন্তোষজয়ী বাংলা দলের তারকা স্ট্রাইকার রবি হাঁসদাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাঁকে আরও সময় দিতে চান চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, 'রবি এখনও সেভাবে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেনি। ও খুব ভালো খেলোয়াড়। সন্তোষ ট্রফিতে অনেক গোল করেছে। তবে সন্তোষ ট্রফি ও আইএসএলের মানের বিশাল ফারাক রয়েছে। দলের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে রবির এখনও সময় লাগবে।'

> রবি এখনও সেভাবে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেনি। ও খুব ভালো খেলোয়াড়। সন্তোষ ট্রফিতে অনেক গোল করেছে। তবে সন্তোষ ট্রফি ও আইএসএলের মানের বিশাল ফারাক রয়েছে। দলের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে রবির এখনও সময় লাগবে।
> আন্দ্রেই চেরনিশভ

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে কার্ড সমস্যা কাটিয়ে দলে ফিরছেন উজবেক মিডিও মিরজালোল কাশিমভ। আরেক ডিফেন্ডার গৌরব বোরাও অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাই অনেকটা স্বস্তিতে রয়েছেন চেরনিশভ। তবে চোটের জন্য এই ম্যাচে সামাদ আলি মল্লিককে পাবে না মহমেডান। তাঁর পরিবর্তে আদিঙ্গা খেলবেন।

এদিকে রক্ষণ শক্ত করতে করতে বাংলার সন্তোষজয়ী দলের সদস্য জুয়েল আহমেদ মজুমদারকে সই করিয়েছে মহমেডান। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে, স্ট্রাইকার সমস্যা মেটাতে অস্ট্রিয়ান ফুটবলার মার্ক আন্দ্রে শমারবকের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে সাদা-কালো শিবির।

ওস্বাডসম্যানের পদত্যাগ, হইচই সিএবি-তে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : এক ব্যক্তি, এক পদ। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় আগেই ছিল। অথচ, সেই রায় উপেক্ষা করে বাংলা ক্রিকেট সংস্থায় ওম্বাডসম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তিনি জড়িত রয়েছেন। তাঁকে নিয়ে শেষ কয়েকদিনে বিস্তর অভিযোগ জমা হয়েছিল সিএবি-তে। মূল অভিযোগ ছিল স্বার্থ সংঘাতের। চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত গতরাতে তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বাংলা ক্রিকেট সংস্থার ওম্বাডসম্যান। তাঁর ইস্তফার খবর সামনে আসার পরই হইচই শুরু হয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরে। প্রশ্ন উঠেছে, বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এত বড় ভুল কীভাবে করেছিলেন। যার স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়নি। সিএবি-র সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সচিব নরেশ ওঝারা এই ব্যাপারে মন্তব্যে নারাজ। মনে করা হচ্ছে, এমন ঘটনার মাধ্যমে বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরের কোন্দল নতুনভাবে সামনে এল। আগামী ২২ জানুয়ারি ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের আগে সিএবি-র শীর্ষ কর্তারা নতুন কাউকে ওম্বাডসম্যানের দায়িত্ব দেন কিনা, সেটাই দেখার।

সুপার কাপ ফাইনালে এল ক্লাসিকো

জেড্ডা, ১০ জানুয়ারি : গত অক্টোবরে লা লিগার এল ক্লাসিকোয় হারতে হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদকে। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনাকে হারিয়ে তার বদলা নেওয়ার সুযোগ কার্লো আন্সেলোত্তির রিয়ালের সামনে।

আগের রাতেই অ্যাথলেটিক বিলবাওকে হারিয়ে মরুশহরে এল ক্লাসিকোর মঞ্চ তৈরির প্রাথমিক কাজটা সেরে রেখেছিল বার্সা। বৃহস্পতিবার রাতে মায়োরকাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সুপার কাপ ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল মাদ্রিদ জায়েন্টরা। ম্যাচের প্রথমার্ধে লাগাতার আক্রমণ করে গেলেও গোলমুখ খুলতে পারেনি রিয়াল। প্রতিপক্ষ রক্ষণের সামনে গিয়ে বারবার খেই হারিয়ে ফেলছিলেন জুডে বেলিংহাম, কিলিয়ান এমবাপেরা। দ্বিতীয়ার্ধেও আন্সেলোত্তির দলের সমান দাপট বজায় ছিল। ফলস্বরূপ ৬৩ মিনিটে প্রথম গোলটি তুলে নেন বেলিংহাম। ৯০ মিনিট পর্যন্ত ম্যাচের ফল ছিল ১-০। তবে যোগ করা সময়ের শুরুতেই আত্মঘাতী গোল করে বসেন মায়োরকার মার্টিন ভালজেন্ট। ৯৫ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন রডরিগো।

এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার সুপার কাপ ফাইনালে মুখোমুখি বার্সেলোনা-রিয়াল। এল ক্লাসিকো প্রসঙ্গে রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'ক্লাসিকো নিয়ে অনুমান করা কঠিন। শেষ দুইবার ফাইনালের মধ্যে একবার ওরা আমাদের হারিয়েছে, একবার আমরা হারিয়েছি বার্সাকে। এবারও ম্যাচটা উপভোগ্য হবে বলেই আমার ধারণা।'

গোলের পর জুডে বেলিংহাম।

খাবারে বিষ মেশানোর অভিযোগ জকোভিচের

মেলবোর্ন, ১০ জানুয়ারি : রবিবার শুরু অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। নোভাক জকোভিচ-অ্যান্ডি মারে জুটিরও নতুন পথ চলা শুরু। একদিকে ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে বাকিদের ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ জোকারের সামনে, অন্যদিকে কোচ মারের কাছেও নতুন চ্যালেঞ্জ। তবে মেলবোর্ন পার্কে অভিযান শুরুর আগে পুরোনো বিতর্ক আরও একবার উসকে দিলেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা।

> ওই ঘটনার পর আমার কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। সার্বিয়ায় ফিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোয় শরীরে সিসা এবং পারদের নমুনা মেলে। তখনই বুঝতে পারি খাবারে বিষ মেশানো হয়েছিল।
>
> **নোভাক জকোভিচ**
> (২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়া ওপেন খেলতে এসে বিতাড়িত হওয়া প্রসঙ্গে)

কোভিডের টিকা না নেওয়ায় ২০২২ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি জকোভিচকে। এমনকি ভিসা বাতিল করে তাঁকে অস্ট্রেলিয়া থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছিল। সেসময়ই তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার মতো মারাত্মক ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ জোকারের। সার্বিয়ান টেনিস তারকা বলেছেন, 'ওই ঘটনার পর আমার কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। সার্বিয়ায় ফিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোয় শরীরে সিসা এবং পারদের নমুনা মেলে। তখনই বুঝতে পারি খাবারে বিষ মেশানো হয়েছিল।' তবে এবার সবকিছু দূরে সরিয়ে রেখে কোর্টেই ফোকাস করতে চান জকোভিচ।

কোচ অ্যান্ডি মারের সঙ্গে নোভাক জকোভিচ। শুক্রবার মেলবোর্নে।

২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক নোভাক যেসব কোচের হাত ধরে সবচেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম মারিয়ান ভাজদা, বরিস বেকার, গোরান ইভানিসেভিচ। আর সেই ইভানিসেভিচকে সরিয়েই এবার মারেকে কোচ হিসাবে নিয়োগ করেছেন নোভাক। তাই মারের কাছেও নতুন চ্যালেঞ্জ। বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ান ওপেন আমি কখনও জিততে পারিনি। বলা ভালো জকোভিচ আমাকে জিততে দেয়নি। এবার সেই অপ্রাপ্তিটা পূরণ করতে চাই।' আসলে মেলবোর্ন পার্কে পাঁচবার ফাইনাল খেললেও একবারও খেতাব ছুঁতে পারেননি ব্রিটিশ তারকা। এবার কোচ হিসাবেই সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চান।

এদিকে, গত মার্চে দুইবার ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার। তাঁর শরীরে ওয়াডার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা একটি ড্রাগের নমুনা পাওয়া যায়। তবুও সিনারকে নির্বাসিত করেনি বিশ্ব টেনিস সংস্থা। তাই নিয়ে কয়েকমাস আগে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। সেই সিনারের ফোকাস এখন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। ডোপিং বিতর্ক প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'এ বিষয়ে আপনারা যতটুকু জানেন, আমিও তাই জানি। এটা ভুলে গিয়েছি বললে মিথ্যা বলা হবে, তবে এটা আর মাথায় রাখতে চাই না।'

মালয়েশিয়ায় সেমিতে সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগ

কুয়ালা লামপুর, ১০ জানুয়ারি : মালয়েশিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডাবলসে সেমিফাইনালে উঠলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। গতবারের রানার্স সাত-চি জুটি এদিন ৪৯ মিনিটে উড়িয়ে দেন মালয়েশিয়ার ইয়ু সিন অঙ্গ-ই ই তিও-কে। ভারতীয়দের পক্ষে ম্যাচের স্কোর ২৬-২৪, ২১-১৫। শনিবার সেমিফাইনালে সাত-চিদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়ার ওন হো কিম-সিয়ুঙ্গ জায়ে সিও।

জিতল মিলন

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার মিলন সংঘ ৬৯ রানে এসপি রায় কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। প্রথমে মিলন সংঘ ১৫৯ রান তোলে। আসিফ আলি আহমেদ ৩৯ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে এসপি রায় ৯০ রানে গুটিয়ে যায়।

বৃন্দাবনে পরিবার নিয়ে কীর্তন শুনলেন বিরাট কোহলি। বিরাটকে পুরোহিত প্রেমানন্দজি মহারাজ পরামর্শ দিয়েছেন, অনুশীলনে কোনও খামতি না রাখার। অনুষ্কাকে দেখা যায় তাঁর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করতে।

৭ উইকেট ধীমানের

ম্যাচের সেরা হয়ে সায়ন সাহা।

বালুরঘাট, ১০ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে শুক্রবার অভিযাত্রী ক্লাব ১১ রানে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে অভিযাত্রী টসে জিতে ৩৫.৪ ওভারে ১০৫ রান তোলে। অমর বাসফোর ২৫ ও ঋজু দাস ২২ রান করেন। ধীমান সাহা ২৪ রানে পেয়েছেন ৭ উইকেট। ভালো বোলিং করেন প্রভাত দাস (২০/২)। জবাবে নেতাজি ৩০.৫ ওভারে ৯৪ রানে অল আউট হয়। শুভজিৎ বসাক ২৯ ও সুকান্ত বিশ্বাস ২১ রান করেন। ম্যাচের সেরা সায়ন সাহা ১৮ রানে ও প্রদ্যুন্য সরকার ২৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

সেমিতে সিরাজ

বড়দিঘি, ১০ জানুয়ারি : আনন্দ সংঘ ক্লাবের আনন্দ সংঘ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল সিরাজ ইলেভেন। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৬ রানে তোসিমলা নাইট রাইডার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে সিরাজ ১২৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা মহম্মদ গোলাপ ৫৪ রান করেন। মহম্মদ রাসেল ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে তেসিমলা ১১৭ রানে গুটিয়ে যায়। মহম্মদ জেম ৪৬ রান করেন। গোলাপ পেয়েছেন ৩ উইকেট।

উত্তরের খেলা

আন্তঃকলেজ ক্রীড়া

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলা আন্তঃকলেজ তিনদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২৪ জানুয়ারি ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজের মাঠে শুরু হবে। বৈঠকে জেলার সাতটি কলেজের (চোপড়া, ইসলামপুর, ডালখোলা, সুরেন্দ্রনাথ, গভমেন্ট বিএড, কালিয়াগঞ্জ এবং ইটাহার) প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অ্যাথলেটিক্সে পুরুষ ও মহিলাদের দশটি করে ইভেন্ট থাকবে। এছাড়াও পুরুষদের আন্তঃকলেজ ফুটবল ও মহিলাদের খো খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকদের তরফে আহ্বায়ক ডঃ আলাউদ্দিন শেখ জানিয়েছেন, প্রথম স্থানাধিকারীরা রাজ্যস্তরের আসরে অংশ নেবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চের মধ্যে রাজ্যস্তরের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

৪ উইকেট তারিফের

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৮ দুইদিনের ক্রিকেট শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে উত্তর ২৪ পরগনা এদিন রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে টসে হেরে উত্তর ২৪ পরগনা ৭৯ ওভারে ২৭৩ রানে অল আউট হয়। অর্চিন বিশ্বাস ৫৫ ও অক্ষিত পান্ডে ৫৩ রান করে। মহম্মদ তারিফ আনজুম ৭৬ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে দিনের শেষে উত্তর দিনাজপুর ২ ওভারে বিনা উইকেটে ৭ রান।

ফাইনালে কৌশিক

সামসী, ১০ জানুয়ারি : চাঁচল ক্রিকেট ইউনিটের ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল কৌশিক ইলেভেন। ফাইনাল রবিবার। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কৌশিক ৪ উইকেটে প্লে কিং ইলেভেনকে হারিয়েছে। বাহাদুর শাহ জাফর স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্লে কিং ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২২৯ রান তোলে। ৫২ রান করেন কৃষ্ণা প্রসাদ। জবাবে কৌশিক ১৮ ওভারে ৬ উইকেটে ২৩০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা হরপাল সিং ৬৫ রান করেন।